৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ২৫ জ্যৈষ্ঠ – ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ ঃ ৮ জুন – ১৪ জুন, ২০২৪

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 32, 8 June - 14 June, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : একাদশ শ্রেণীতে অতিরিক্ত পড়ুয়া ভর্তির ক্ষেত্রে

West Bengal Council of Higher Secondary Education

বিধায়ক–সাংসদদের সুপারিশের অনুপ্রবেশ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে শিক্ষক মহলে। এর ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে অযাচিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হবে বলে মনে করছেন তাঁরা।

রবিবার : সন্দেশখালি, বাসন্তী সহ বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক

হিংসার দেখা মিলল শেষ দফার লোকসভা ভোটে। বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি সত্ত্বেও দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে এমন হিংসা নজিরবিহীন।

সোমবার : কলকাতার মেয়র মুখে দুর্নীতির সঙ্গে আপস না করার

কথা বললেও পৌরসভার স্কুলে শৌচাগার সংস্কার ধামাচাপা পড়তে চলেছে। শোকজ হওয়ার পরেও এখন নাকি মামলার ফাইলই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মঙ্গলবার : সন্দেশখালিতে জমি দখল নিয়ে আদালতে

চাঞ্চল্যকর দাবি করল ইডি। ইডির দাবি শাহজাহান লিখিতভাবে তাঁদের জানিয়েছে, জমিদখল করার লোক পাঠাতো জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তারা শুধু সাহায্য করেছেন মাত্র।

বুধবার : ফল বেরোলো ১৮ তম লোকসভা নির্বাচনের। বিজেপি

একা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও ইন্ডি জোটকে পরাজিত করে সরকার গড়ার ক্ষমতা অর্জন করেছে এনডিএ। সবচেয়ে বড় দল বিজেপি।

বৃহস্পতিবার : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা মাত্রা ছাড়াচ্ছে। আগামীতে আরও বাড়বে।

কী করণীয় তা খুঁজতে আইআইটি কানপুর ও এজিআইসিএএনসএ এক সভার আয়োজন করে কলকাতা প্রেস ক্লাবে। যোগ দেন রাষ্ট্রদূতরা।

শুক্রবার : প্রতিবারের মতো এবারেও ভোট পরবর্তী হিংসা

থামাতে আবেদন জমা হল কলকাতা হাইকোর্টে। ক্ষুব্ধ দুই বিচারপতি হিংসা না থামলে কেন্দ্রীয় সেনা আরও পাঁচ বছর রাখা হবে বলে মন্তব্য করেন।

সবজান্তা খবরওয়ালা

নরেন্দ্র মোদীর সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ

দল নয়, জোটেই ভরসা ভারতের

ওঙ্কার মিত্র

২০১৪ তে মিলিজুলি জোট সরকার সরিয়ে ভারতবাসী বেছে নিয়েছিল দলীয় গরিষ্ঠতা। বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যা নিয়ে ১০ বছর সুযোগ পেল দেশ পরিচালনার। স্লোগান তুললো সবকা সাথ, সবকা বিকাশ। দ্বিতীয় দফায় ফিরে আসায় স্লোগানে যুক্ত হল সবকা বিশ্বাস। অথচ জনগণেশের রায় বলছে, সেই বিশ্বাসটাতেই টান পড়ল তৃতীয় দফায়। আর সবকা শব্দটা বদলে গেল ব্যক্তি করিশমা, ব্যক্তি প্রচারে। একজনই কাজ করছেন, একজনই বলছেন, একজনই গ্যারান্টি দিচ্ছেন। তাহলে আর সরকারের দরকার কী, প্রশ্ন উঁকি দিল জনগণের মনে।

তাই এবার ২০২৪–এ কোনো দলকেই একক ব্যক্তি হয়ে ওঠার শক্তি যোগালো না জনগণ। বিজেপি পেরোলো না ২৭২, কংগ্রেস

রাজনৈতিক দল	২০১৯	২০২৪
এনডিএ	৩৫৩	২৯৩
বিরোধী জোট	৯১ (ইউপিএ)	২৩২ (ইন্ডিয়া)
অন্যান্য	৯৮	১৮

পেরোলো না ১০০। তবে সেই জোটকে সুযোগ দিল যারা করোনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় সামলেছে দক্ষতার সঙ্গে, যারা মূল স্রোতে ফিরিয়ে এনেছে কাশ্মীরকে, যারা ৩ তালাক বাতিল করে মেয়েদের পাশে দাঁড়িয়েছে, যারা পাক অধিকৃত কাশ্মীর ফিরিয়ে কথা দিয়েছে, যারা রাম মন্দির বিতর্কের অবসান ঘটিয়েছে কিন্তু যারা রামের নামে ধর্মের দোহাই দিয়ে বিভাজনের বিষ ছড়িয়ে ভারতবাসীকে বিভক্ত করেছে। তাই কাজের লোককে রামে নয়, কামে মন দিতে নির্দেশ দিয়েছে জনতার রায়। একেই বলে ভারতীয় গণতন্ত্রের বিচক্ষণতা। জানে কাকে, কখন, কতটা খর্ব করতে হবে।

নির্বাচনের ফলকে পোষ্ট মর্টেম টেবিলে ফেলে এবার অনেক কাটাছেঁড়া করবেন রাজনীতিকরা। কোন জাত, কোন সম্প্রদায় কার দিকে এবার ঢলে পড়েছে, কী দিয়ে তাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে, এসব হিসাব নিকাশ বসবেন। কিন্তু এটা গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় যে শাসক

> জোট সরকারকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখতে গেলে সব ছেড়ে চতুর্মুখী কাজে মন দিতে হবে। যেগুলি হল ১) কর্মসংস্থান, ২) দুর্নীতি দমন, ৩) দেশ সুরক্ষা ৪) পরিবেশ রক্ষা।

কিংবা বিরোধী কেউই খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের মতো মৌলিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবে না আগামী পাঁচ বছরে। বদলে ডোল দিয়ে ভিখারি ভোটার বানাবার ছক তৈরি করবে। এবার আবার কেন্দ্রে এমন একটা জোট ক্ষমতায় আসছে যার কান্ডারী পরপর ৩বার প্রধানমন্ত্রিত্ব অর্জনের বিরল অধিকারী হলেও তাঁর কাছে সরকার পরিচালনা একটা নতুন চ্যালেঞ্জ। কারণ এর আগে তিনি কখনও জোট সরকারের স্টিয়ারিং ধরেন নি। কীভাবে এদিকে ওদিক না করে সরকারের সোজা পথে চালাতে হবে তা তিনি এখনও জানেন না। তবে তিনি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণে সফল হবেন কিনা তা নির্ভর করছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর।

রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বলে এমন জোট সরকারকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখতে গেলে সব ছেড়ে চতুর্মুখী কাজে মন দিতে হবে। যেগুলি হল

১) কর্মসংস্থান ২) দুর্নীতি দমন ৩) দেশ সুরক্ষা ৪) পরিবেশ রক্ষা। আগামী ৫ বছরে এগুলির সফল রূপায়ণ বাড়িয়ে দেবে সরকারের আয়ু। অন্যথায় রাজনীতির জল ঘোলা হয়ে কখন অক্সিজেনের অভাবে সরকারের দম বন্ধ হয়ে যাবে তা বোঝাও যাবে না।

জনগণের মতে বাংলায় বিজেপির ভরাডুবি ছিল সময়ের অপেক্ষা

কুনাল মালিক

চুরি, দুর্নীতি, সন্দেশখালির মতো ইস্যু থাকা সত্ত্বেও বিরোধীদের কাছে বাংলায় কার্যত বিজেপির ভরাডুবি হল। সমস্ত এক্সিট পোলকে উড়িয়ে দিয়ে বাংলায় সবুজ ঝড় উঠলো। ৪২ আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের ঝুলিতে গেল ২৯ টি, ১৮ আসন থেকে কমে বিজেপি পেল ১২, কংগ্রেসের হাতে ১। এই বাংলায় কার্যত মুছে গেল সিপিএম। অনেকেরই মনে প্রশ্ন কেন এমন হল। আমরা বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে আলোচনা এবং বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে যা জানা গেল তার মধ্যে প্রথমত, এই বাংলায় বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গে বিজেপির সাংগঠনিক ক্ষমতা বলে কিছু ছিল না। বুথে বুথে গিয়ে মানুষদের বুঝিয়ে ভোট করানোর যে দক্ষতা থাকা দরকার তা বিজেপি এখনো গড়ে তুলতে পারেনি। মিটিং মিছিলে যাওয়া আর রামের নামে স্লোগান দেওয়াই বিজেপির কর্মী নেতাদের একটা হুজুগে পরিণত হয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেস যে কায়দায় বুথে বুথে গিয়ে মহিলাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে ভোটমুখী করেছে জনগণকে, সেখানে বিজেপি পুরোপুরি ব্যর্থ। দ্বিতীয়তঃ লক্ষীর ভাণ্ডার প্রকল্প এবার লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভালো ডিভিডেন্ট দিয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

ইঁটের আঘাতে জখম সাংবাদিক সহ ১০

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: বিক্ষিপ্ত কয়েকটি গন্ডগোল ছাড়া একপ্রকার শান্তিতেই শেষ হল জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ। শনিবার রাজ্যে শেষ দফার ভোটে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের ক্যানিং ও কুলতলিতে সামান্য গোলমাল হয়। এছাড়া আর কোথাও কোনও গোলমাল হয়নি ক্যানিংয়ের গোলাবাড়ি এবং কুলতলি এলাকার মেরিগঞ্জ ২ এ এজেন্ট বসাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় মারপিট হয়। এতে কম করে ১০ জন আহত হয়েছেন । এদের মধ্যে এক সাংবাদিকও রয়েছেন। ইটের আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছেন সাংবাদিক বান্টি মুখার্জি (২৮) ও সুভাষ চন্দ্র দাশ।বান্টি মুখার্জীকে কলকাতার একটি নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। এই ঘটনায় ইটের আঘাতে আরো ৫–৬ জন ভোটদাতাও আহত হয়েছেন। তারা সবাই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করান। মেরিগঞ্জে বিজেপি সমর্থক এবং তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় গন্ডগোল হয়। তাতেই লোহার রড, লাঠি এবং লঙ্কার গুঁড়োতে আহত হয়েছেন ৪/৫ জন। আহতরা সবাই তৃণমূল সমর্থক বলেই জানা গেছে। এদিকে কুলতলির মেরিগঞ্জ ২ পঞ্চায়েতে তৃণমূল সমর্থক বাকি বিল্লাহ লস্কর (৫৫) বিজেপি সমর্থকদের লাঠির আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছেন। তার মাথায় আঘাত লেগেছে। তাঁর অবস্থা গুরুতর। মাথায় ১১ টা সেলাই করতে হয়েছে। কুলতলিতে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে কলকাতা চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অন্যদিকে, সাংবাদিক বান্টি মুখার্জির মাথায় ৭টি সেলাই পড়েছে। কুলতলীর গোপালগঞ্জ অঞ্চলের ১৩০ ও ১৩১ নম্বর বুথে তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত হন বিজেপি কর্মীরা। তাঁরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন জয়নগরের কুলতলী গ্রামীণ হাসপাতালে। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ তাদের দলীয় ক্যাম্পে তারা বসে থাকার সময় আচমকাই তাদের উপরে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়। তাদের জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয় এবং তাদেরকে মারধর করে। সঙ্গে চলে ইট বৃষ্টি । তাতেই গুরুতর জখম হন বেশ কয়েকজন সমর্থক। আহতদের মধ্যে রয়েছেন দয়াল হালদার, কর্ণ হালদার, দিনো নাইয়া প্রমুখ। শুধু কুলতলি নয়, বাসন্তীর ঝড়খালির ৪ নম্বর শেষের গ্রামেও বিজেপি কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

বেকারত্ব ও জীবন যন্ত্রণার কাছে দুর্নীতি ও ধর্মীয় ভাবাবেগ পর্যুদস্ত

কল্যাণ রায়চৌধুরী

রাজ্যের মোট ৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনায় ৫টি লোকসভা আসন। সেগুলি যথাক্রমে বনগাঁ, ব্যারাকপুর, বসিরহাট, বারাসাত ও দমদম। এবারে চব্বিশে লোকসভা নির্বাচনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তৃণমূল বনাম বিজেপি। এই লড়াইতে তৃণমূল রাজ্যে ২৯ আসনে জয়ী হয়। এবং বিজেপি জয়লাভ করে মোট ১২টি আসনে। যা বিগত ২০১৯ এর চেয়েও ৭টি আসন কম। পশ্চিমবঙ্গে ৩০টি আসনের জোরালো দাবি করলেও বিজেপির জয়ের ঝুলিতে তা পড়ল না। রাজ্য জুড়ে বয়ে গেল সবুজ ঝড়। উত্তর ২৪ পরগণাতেও এই সবুজ ঝড়ের দাপাদাপি। তবে এই সবুজ ঝড় কে থামতে হল বনগাঁয় মাতুয়াগড়ে। এখানে ৭৩ হাজারের ও বেশি ভোটে জয়ী হন শান্তনু ঠাকুর। রাজ্য জুড়ে কার্যত বিজেপির একপ্রকার ভরাডুবি হয়।

এই ভরাডুবির কারণ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমাজকর্মী রঞ্জিত দত্ত তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'রাজ্য বিজেপির এহেন ভরাডুবির জন্যে যে কারণগুলি মূলত দায়ী, সেগুলি হল ১০০ দিনের কাজ। প্রায় ২বছর ধরে এই কাজের টাকা না দেওয়া। যারা অপরাধী তাদের চিহ্নিতকরণ না করে এই টাকা বন্ধ করে দেয় কেন্দ্র। রাজ্যের খেটে খাওয়া গরিব মানুষগুলোর কাজ প্রায় ২বছর ধরে বন্ধ। দ্বিতীয়ত আবাস যোজনার টাকা আটকানো। এক্ষেত্রেও যারা অপরাধী, তাদের চিহ্নিতকরণ না করে সামগ্রিকভাবে টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তৃতীয়ত কর্মসংস্থানের পক্ষে কার্যকর কোনও পদক্ষেপ না করা। আর্মিতে বা সেনাবাহিনিতে যারা যোগদান করেন, সেক্ষেত্রে চার বছরের জন্য কনট্যাক্টচুয়াল বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ। চতুর্থতঃ কৃষিক্ষেত্রে উদাসিনতার কারণে আন্দোলনরত প্রায় ৭০০ কৃষকদের মৃত্যু। এগুলো শুধু রাজ্যবাসী নয়, সমগ্র দেশের মানুষ সুনজরে দেখেনি। এর ফলে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা দেশেই বিজেপির আশানুরূপ ফল হয়নি।

এরপর পাঁচের পাতায়

নিবারণ দত্ত রোডে এক হাঁটু জল, নিত্যযাত্রীদের দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিষ্ণুপুর : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের আমতলা নিবারণ দত্ত রোডে বর্ষার আগেই এক হাঁটু জল জমে আছে। আমতলা থেকে ডানদিকে যে রাস্তা বাখরাহাটের দিকে চলে গেছে তা অত্যন্ত জনবহুল। এই রাস্তা দিয়ে অটো–টোটো লরি সহ নানা যানবাহন চলাচল করে। আমতলা চৌমাথাটা পেরিয়ে গিয়ে সিংঘির মোড় জয়রামপুর এলাকা পর্যন্ত পিচ রাস্তার বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। সামান্য বৃষ্টিতেই এই রাস্তায় এক হাঁটু জল জমে আছে। রাস্তার দুদিকে জল নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা নেই। টিনের সিট দিয়ে রাস্তার বাঁদিকে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। ডানদিকেও একই হাল জল বেরোবার কোনও ব্যবস্থা নেই। অত্যন্ত বিপদ সংকুল অবস্থার মধ্যে দিয়ে গাড়ি ঘোড়া চলাচল করছে। নিত্যযাত্রীরা হেঁটে ঠিক মতো যাতায়াত করতে পারছে না। এমনিতেই রাস্তার দু'দিকে অটো টোটো দাঁড়িয়ে থেকে রাস্তার প্রশস্ততা কমিয়ে দিয়েছে। সামনেই বর্ষা আসছে। তখন কি অবস্থা হবে এই রাস্তার সেই ভেবে অনেকে আতঙ্কে আছেন। এই প্রসঙ্গে সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মোহনচন্দ্র নস্কর বলেন, দেখুন গতবার বর্ষার সময় জয়রামপুর এলাকায় অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছিল। তখন তড়িঘড়ি রাস্তার বাঁদিকে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে কোনওরকমে রক্ষা করা হয়েছিল সে যাত্রায়। কিন্তু এবারে পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়েছে মানুষ সচেতন না হওয়ার কারণে। রাস্তার বাঁদিক ডান দিক প্রমোটাররা মাটি ফেলে জমি প্লটিং করছে, কিন্তু জল নিষ্কাশনের কোন রাস্তা রাখছে না। তার ফলে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তবুও আমি এই বিষয়ে সমাধানের জন্য পিডব্লিউডি'র আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলবো। **ছবি : অরুণ লোধ**

বিজেপি'র সাংগঠনিক দুর্বলতার ফাঁক গলে ৩ কেন্দ্রেই ক্ষমতা দখল তৃণমূলের

দেবাশিস রায়, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান : বিজেপি'র সাংগঠনিক দুর্বলতার ফাঁক গলে দুই বর্ধমানের তিনটি লোকসভা কেন্দ্রেই ক্ষমতা দখল করল তৃণমূল কংগ্রেস। জমকালো প্রচার ছিল, বিপুল জনসমর্থনও ছিল। তবুও শুধুমাত্র অগোছালো সংগঠন আর গোষ্ঠীকোন্দল সেই জনসমর্থনের বিরাট অংশকে ইভিএমে প্রতিফলিত করতে পারেনি। বঙ্গের নির্বাচনী ময়দানে বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদ আছে 'ভোট থাকলেই হয় না ভোট করাতেও হয়'। এই ভোট করানোর মেশিনারি যাদের ঠিকঠাক আছে তারা নির্বাচনী বৈতরণী পাড় হতে অধিকতর সুবিধা লাভ করে। এজন্য সারাবছর মানুষের সঙ্গে থেকে তাদের মন বুঝতে হয়। এই ভোটিং মেশিনারিতেই দুই বর্ধমান জেলায় লোকসভা নির্বাচনে কামাল করল তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি এবারে এখানে কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে।

এমনকী দিলীপ ঘোষের মতো হেভিওয়েট পোড় খাওয়া বিজেপি প্রার্থীকে পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে চলতে হচ্ছে। এমনকী মাঝেমধ্যেই সংবাদমাধ্যমের পাশাপাশি সমাজমাধ্যমেও দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা সহ তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করতে দেখা যাচ্ছে দিলীপ ঘোষকে। রাজ্য বিজেপির দাপুটে প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষের পরাজয় নিঃসন্দেহে গেরুয়া শিবিরের কাছে জোর ধাক্কাই শুধু নয় দলের কর্মী–সমর্থকদের একটা বিরাট অংশ কার্যত প্রবল হতাশ। সেই হতাশারই বহিঃপ্রকাশ নানাভাবে প্রকট হচ্ছে বর্তমানে। একাধিক সূত্র মারফত যা খবর তাতে দুই বর্ধমানে বিজেপির মধ্যেকার কোন্দল তীব্র থেকে তীব্রতর হওয়াটা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় বিজেপির এমনতর বেহাল পরিস্থিতি কিন্তু ছিল না। সেবার বর্ধমান–দুর্গাপুর এবং আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি জয়ী হয়েছিল।

এরপর পাঁচের পাতায়

বাংলার নীতিহীন শিক্ষা ব্যবস্থায় শাসন ও শোষণের রমরমা

শিক্ষার হাল / ১

শিক্ষায় ভারতকে পথ দেখিয়েছে বাংলা। সামাজিক সংস্কারে এই ভূমিখণ্ডে শিক্ষার বর্তমান হাল কী। তা বিশ্লেষণ করেছেন এস.এম.নগর ডিরোজিও স্মৃতি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক **ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল**

শিক্ষা হল জাতির মেরুদণ্ড। উন্নত আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষা বৃদ্ধি করে দক্ষতা। আর দক্ষতা বৃদ্ধি করে উন্নত জীবন ও জীবিকা উপার্জনের সামর্থ্য। উৎকর্ষ শিক্ষা যেকোনও পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের মূলে থাকে অশিক্ষা, ভুল শিক্ষা অথবা অবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা। অপরদিকে, সুশিক্ষা অর্থাৎ আধুনিক উন্নত বিজ্ঞান শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষা সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি সূচিত করে। আসলে শিক্ষা হল সমাজের দর্পন। সমাজে হিংসা, হানাহানি, দুর্বৃত্তায়ন, রাহাজানি, মারামারি ও একশ্রেণির উপর অপর শ্রেণির শোষণ ও অত্যাচার কোনও রাজ্য বা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবেই যুক্ত। সুউন্নত বিজ্ঞান, অঙ্ক, ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তির সঙ্গে যখন দেশীয় সংস্কৃতি, নৈতিকতা, শৃঙ্খলা পরায়ণতার মেলবন্ধন ঘটে, তখন তা মিলেমিশে জন্ম দেয় এক অপূর্ব আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডল। প্রতিটি মানুষ তাদের বাক ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করবে, তবে অবশ্যই সংবিধান বর্ণিত যুক্তি সঙ্গত

বাধানিষেধের গণ্ডির মধ্যে থেকে; একজন মানুষ অপর মানুষকে শ্রেণিমতো শ্রদ্ধা দেখাবে বা ভালোবাসবে; দেশের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবে; যেকোনও বৃত্তি, পেশা অবলম্বন, ধর্মগ্রহণ ও পালন করতে পারবে; নিজ নিজ দক্ষতা ও গুণের বিকাশ ঘটানো ও তা প্রদর্শনের উপযুক্ত পরিবেশ পাবে; গুণী মানী ব্যক্তিবর্গ সমাজে ও রাষ্ট্রে উপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা পাবে–এটাই তো আদর্শ সমাজ। যেখানে প্রতিটি মানুষ তার মতামত প্রতিনিধিকে পঞ্চায়েত, পৌরসভা, বিধানসভা ও লোকসভায় স্বেচ্ছায় পছন্দ করে নিজে হাতে ভোট দিয়ে নির্বাচন করতে পারবে; নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নিজ নিজ এলাকায় সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণে আমলাদের সহযোগিতা করবেন, দুঃস্থ ও অসহায় মানুষদের সেবা করবেন; নাগরিকরা সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ঘুষ না দিয়ে ন্যায্য পরিসেবা পাবে; রাস্তাঘাট উন্নত ও পরিবহণ ব্যবস্থা আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত হবে– সেখানেই তো মানুষ বসবাস করতে পছন্দ করবেন। আর যারা এসব কাজ করে থাকেন তারা হলেন নীতি প্রনয়ন ও রূপায়ণকারী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও আমলাবর্গ।

উপরোক্ত আলোচনার মধ্যদিয়ে একটি আদর্শ সমাজ গঠনের উপযুক্ত পরিবেশ (ও পরিবেশ) সৃষ্টি করার স্বপ্ন দেখা হয়েছে। আর এইসব স্বপ্নগুলো যদি কেবলমাত্র স্বপ্নই থেকে যায় তবে নাগরিকদের জীবন যন্ত্রণাময় ও দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। অপরদিকে, যদি উক্ত স্বপ্নগুলোর বাস্তবায়ন ঘটে, তবে সেই সমাজ হয় আদর্শ সমাজ ও সেই সমাজের চাহিদা–ই আমজনতার। এই চাহিদা অবশ্য শাশ্বত। এই চাহিদাগুলোর বাস্তবায়নের সঙ্গে কোনও রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে।

(ক্রমশঃ)

Alipur Barta: 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 32, 8 June - 14 June, 2024

উত্তরের আঙিনায়

বিভিন্ন ওয়ার্ডে দেওয়া হল পানীয় জলের ট্যাঙ্ক

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি পুরো নিগমের তরফ থেকে যে পানীয় জল সরবরাহ করা হয় সেই পানীয় জল আপাতত পান করার ক্ষেত্রে নিষেধ করা হয়েছে। সেই কারণেই সোমবার সকাল থেকেই পানীয় জল কিনবার জন্য লম্বা লাইন দেখতে পাওয়া গেল। সকাল থেকেই পানীয় জল কিনবার জন্য লম্বা লাইন লক্ষ্য করা যায়। শহরে বেড়েছে জনসংখ্যা, সেই জন্য জলের চাহিদা ও স্বাভাবিকভাবে বেশি। সকাল থেকেই যে যার মতো পানীয় জলের যোগান করতে ব্যস্ত ছিলেন। এদিন পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে পুরো নিগমের তরফ থেকে বিলি করা হয় বিভিন্ন জায়গায় পানীয় জলের পাউচ। এছাড়া বিভিন্ন ওয়ার্ডগুলিতে পানীয় জলের ট্যাঙ্কও দেওয়া হয়। এই বিষয়ে এলাকাবাসী জানান পুরো নিগমের তরফ থেকে সরবরাহ করা জল ঘরে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করছেন সেই জল আপাতত পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করছেন না। বিভিন্ন ওয়ার্ড গুলিতে দেওয়া পানীয় জলের ট্যাংকের থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করবার জন্য অনেককে লক্ষ্য করা যায়।

দার্জিলিঙে জয় বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: সুদীর্ঘ সময় অপেক্ষা করবার পর ফলাফল কী হবে? অপেক্ষায় ছিলেন আমজনতা। এবার যতগুলি লোকসভা কেন্দ্রের দিকে পাখির চোখ ছিল, তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য দার্জিলিং লোকসভা। এই আসনে বিজেপির প্রার্থী গতবারের বিজয়ী রাজু বিস্তা। অপরদিকে, তৃণমূলের প্রার্থী ছিলেন গোপাল লামা। শিলিগুড়ি কলেজ মাঠে সকাল থেকেই গণনা শুরু হয়ে যায়। উভয় দলের কর্মী সমর্থকরা ও নেতৃত্বরা সকাল থেকেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। অবশেষে শেষ হাসি হাসলেন বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তা, তিনি তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী গোপাল লামাকে হারিয়ে ফের জয় করে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখলেন।

পানীয় জলের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে গাফিলতির অভিযোগ তুলে সরব বিরোধীরা। আজ বিজেপির কর্মীরা শিলিগুড়ি পুরো নিগম চত্বরে বিক্ষোভ দেখায়। এদিন বিজেপির তরফ থেকে শিলিগুড়ি কর্পোরেশন চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে আগেভাগেই মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। এদিন দুপুরে শিলিগুড়ি পুরো নিগমের সামনে জোরদার বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এই বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব। প্রসঙ্গত, বিজেপি কর্মীরা একটি মিছিল করে পুরো নিগমের দিকে অগ্রসর হন। মিছিলটি শুরু হয়েছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের চত্বর থেকে।তারপর পুরো নিগমের ভিতরে প্রবেশ করতে গেলে পুলিশ প্রশাসনের বাধা দেয়। এরপর পুলিশের সঙ্গে তাদের রীতিমতো ধস্তাধস্তি হয়। এরপর তারা অবস্থান করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে ও নিরাপত্তার খাতিরে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়ন ছিল।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৮ জুন – ১৪ জুন, ২০২৪

মেষ রাশি : মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব। কর্মক্ষেত্রে দূরে বদলির সম্ভাবনা। সহকর্মীদের সাহায্য ছাড়াই কর্মক্ষেত্রে সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি কাটিয়ে অগ্রগতি। আর্থিক গতির সম্ভাবনা সন্তানের আচরণ মানষিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। স্বাস্থ্যঘাতে ব্যয়বৃদ্ধি। অর্থের অপব্যায় বৃদ্ধি।দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। প্রে প্রণয়ে বাঁধা। ব্যবসায় সাফল্যে বাধা।

প্রতিকার : 'ওঁ হুনুমতে নম:' ১০৮ বার জপ করুন।

বৃষ রাশি: পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধি পেলেও সমস্যা সমাধানের উপায় পাওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষেত্রে প্ররোচিত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি অনিহা চিন্তার কারণ হতে পারে। সম্পতি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে আলোচনা হতে পারে। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগের অবসান হতে পারে। ফাটকায় অর্থ বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার বৃহস্পতির পুজো করুন।

মিথুন রাশি: সন্তানকে নিয়ে স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। গুরুজনদের থেকে আর্থিক সাহায্য বা উপহার পেতে পারেন। ব্যবসায় বিনিয়োগ ঝুকি রয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিবাগভাজন হতে পারেন। গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য।

প্রতিকার : প্রতিদিন বিষ্ণু সহস্র নাম পাঠ করুন।

কর্কট রাশি: মানসিক অবসাদ আসতে পারে। দাম্পত্য শান্তি ব্যহত হতে পারে।বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আর্থিক উপার্জন হতে পারে। রাজনৈতিক সংক্রান্ত এবং সামাজিক কর্মকান্ডে সম্মানপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। অপ্রিয় সত্য কথার দরুণ অন্যের সম্মানহানি থেকে বিড়ত থাকুন।

প্রতিকার : প্রতিদিন 'ওঁ সোমায় নম:' পাঠ করুন।

সিংহ রাশি: বিবাহের কথাবার্তা হয়ে ভেঙে জেতে পারে। ব্যবসায় সাফল্যে বাধা। ধর্মসংক্রান্ত পুস্তক পঠনের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি। জমি বাড়ি প্রভৃতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে নথিপত্র যাচাই করার প্রয়োজন নতুবা বিপত্তি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কর্মে সাফল্য লাভ। স্বাস্থ নিয়ে চিন্তার কারন রয়েছে।

প্রতিকার : প্রতিদিন আদিত্য হৃদয়ম পাঠ করুন।

কন্যা রাশি: কর্মে সাফল্যে বাধা। বিদেশে ভ্রমণের যোগ। বিদেশে আমদানী রপ্তানীতে সাফল্য। ব্যবসা ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে ধাড়দিয়ে বিড়াম্বনায় পড়তে পাড়েন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের দ্বারা ঈর্ষোন্বিত হতে পারেন। দাম্পত্য অবনতি।

প্রতিকার : 'ওঁ নমো নারায়ণ'প্রতিদিন পাঠ করুন।

তুলা রাশি: সন্তানের আচরনে মনোকষ্ঠ বৃদ্ধি। উচ্চস্থান থেকে পতনের সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কে অবনতি। অর্জিত অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার সুযো আসতে পারে। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগের ঝুঁকি রয়েছে। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিবাহে বাধা।

প্রতিকার : শুক্রবার মহিলাদের দই–ভাত দিন।

বৃশ্চিক রাশি: ব্যাবসায় আশাশরুপ সাফল্য নাও হতে পারে। ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যপারে আর্থিক তছরূপের সম্ভবনা। কর্মক্ষেত্রে কনো সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে পাড়েন। পারিবারিক অভাব অনটন বৃদ্ধি পেলেও তা থেকে অব্যাহতির সম্ভাবনা। সন্তানের কর্মক্ষেত্রে ও পড়াশোনাড় ক্ষেত্রে অনীহা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। অন্যের প্রতি রূঢ় আচরণ থেকে বিরত থাকুন। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে।

প্রতিকার :প্রতিদিন ৪৭বার 'ওঁ ভোমায় নম:' জপ করুন।

ধনু রাশি: ভাই বোনের সঙ্গে মনোমালিন্য বৃদ্ধি। সঞ্চিত অর্থের ব্যয়বৃদ্ধি। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি অবহেলা। ব্যবসায় সাফল্য এবং প্রসার লাভের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে বিদেশে যাওয়ার সম্ভাবনা। ভ্রমণের জন্য উদ্যোগ নেওয়ার সম্ভাবনা। পাড়ার প্রতিবেশির সঙ্গে বিষয়সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা।

প্রতিকার : প্রতিদিন নিমাঙ্গাকম: এর পাঠ করুন।

মকর রাশি: বিষয় আশায় নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভবনা। সন্তানের আচরণে চিন্তার কারণ থাকবে। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি অনিহা বৃদ্ধি। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। মামলায় নিষ্পত্তিতে বিলম্ব। পারিবারিক শান্তি ব্যাহত হতে পারে।

প্রতিকার :প্রতিদিন ২১বার 'ওঁ গুরুবে নম:' পাঠ করুন।

কুম্ভ রাশি: স্বজনের থেকে মানষিক আঘাত পেতে পারেন। জমি জায়গা নিয়ে প্রতিবেশিদের সঙ্গে ঝামেলায় জড়াতে পারেন। গুরুজনদের শরীর নিয়ে চিন্তায় থাকবেন। সঞ্চয়ে বাধা। কর্মে অবনতি হতে পারে। ব্যবসায় আশানুরূপ সাফল্য নাও পেতে পারে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১১ বার 'ওঁ শিব, ওঁ শিব, ওঁ শিব' পাঠ করুন।

মীন রাশি: অন্যমনষ্ক র কারণে কর্মে ভুল। পারিবারিক ব্যবসায় সাফল্য পেতে পারেন। কর্মোন্নতি আশানুরূপ সাফল্যে বিল্মব। অর্জিত অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি। ভ্রমণে গেলে সর্তক থাকবেন। কর্মক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪৪বার 'ওঁ শিবায় নম: পাঠ করুন।

কাজের খবর

বিএসএফে ১,৫২৪ হেড কনস্টেবল, সাব–ইন্সপেক্টর

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি: বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, ইন্দো–তিব্বত সীমান্ত পুলিশ ফোর্স, সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স, সশস্ত্র সীমা বল, অসম রাইফেলসে কাজের জন্য হেড কনস্টেবল (মিনিস্ট্রিয়াল/কম্ব্যাট্যান্ট মিনিস্ট্রিয়াল), অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব–ইন্সপেক্টর (স্টেনোগ্রাফার /কম্ব্যাট্যান্ট স্টেনোগ্রাফার), ওয়ারেন্ট অফিসার (পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট) আর হাবিলদার (ক্লার্ক) পদে ১,৫২৪ জন ছেলেমেয়ে নিচেছ। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: হেড কনস্টেবল (মিনিস্ট্রিয়াল/কম্ব্যাট্যান্ট মিনিস্ট্রিয়াল): যে কোনো শাখায় উচ চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা ইংরিজি টাইপিংয়ে (কম্পিউটারে) মিনিটে অন্তত ৩৫টি শব্দ তোলার গতি থাকলে কিংবা ঘন্টায় ১০,৫০০ কী ডিপ্রেশনে গতি থাকলে আবেদন করতে পারেন। মূল মাইনে: ২৫,৫০০– ৮১,১০০ টাকা। অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব–ইন্সপেক্টর (স্টেনোগ্রাফার/ক্যাট্যান্ট স্টেনোগ্রাফার): যে কোনো শাখায় উচচমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা ইংরিজি শর্টহ্যান্ডে মিনিটে অন্তত ৮০টি শব্দ তোলার গতি থাকলে আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটারে ৫০ মিনিটের ডিকটেশন টেস্ট হবে। মূল মাইনে: ২৯,২০০–৯২,৩০০ টাকা। হাবিলদার ক্লার্ক: উচচমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা কম্পিউটারে ইংরিজি টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ৩৫টি শব্দ তোলার গতি থাকলে আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটারে কাজ চালানোয় দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। ওয়ারেন্ট অফিসার (পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট): উচ্চ চমাধ্যমিক পাশরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটারে মিনিটে ৮০টি শব্দ তোলার গতিতে ডিকটেশন টেস্ট দিতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। সব পদের বেলায়ই কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের কাজে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা দরকার। এছাড়া শরীরের মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৬৫ (আদিবাসী বা, তপশিলী উপজাতি হলে ১৬২.৫) সেমি. আর মেয়েদের বেলায় ১৫৫ (আদিবাসী বা, তপশিলী উপজাতি হলে ১৫০) সেমি.। ছেলেদের বেলায় বুকের ছাতি না–ফুলিয়ে ৭৭ সেমি., ফুলিয়ে ৮২ সেমি. (তপশিলী উপজাতি হলে ফুলিয়ে ও না ফুলিয়ে ১ সেমি. ছাড় পাবেন) আর ওজন হতে হবে উচচতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মেয়েদের বেলায় বুকের ছাতিতে কোনো কড়াকড়ি নেই। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে ছেলে ও মেয়েদের ক্ষেত্রে দূরের বেলায় ভালো চোখে ৬/৬. ও খারাপ চোখে ৬/৯ আর কাছের বেলায় ভালো চোখে N6 ও খারাপ চোখে N9. ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি, রাতকানা ইত্যাদি রোগ থাকলে আবেদন করবেন না। ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলীরা ৫ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মী আর বিভাগীয় কর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। শূন্যপদ: অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড কনস্টেবল (মিনিস্ট্রিয়াল/কম্ব্যাট্যান্ট মিনিস্ট্রিয়াল) ও হাবিলদার (ক্লার্ক) পদে শূন্যপদ ১,২৮৩টি। এর মধ্যে সি.আর.পি.এফ.–এ ছেলেমেয়ে ২৮২টি (জেনাঃ ১১০, ই.ডব্লু.এস. ২৭, ও.বি.সি. ৭৩, তঃজাঃ ৪১, তঃউঃজাঃ ৩১)। বি.এস.এফ.–এ ছেলেমেয়ে ৩০২টি (জেনাঃ ৮০, ই.ডব্লু.এস. ২০, ও.বি.সি. ৯৯, তঃজাঃ ৪৭, তঃউঃজাঃ ৫৬)। আই.টি.বি.পি.–তে ছেলে ১৩৮টি (জেনাঃ ৭৮, ই.ডব্লু.এস. ৯, ও.বি.সি. ১৯, তঃজাঃ ২৫, তঃউঃজাঃ ৭)। আই.টি.বি.পি.–তে মেয়ে ২৫টি (জেনাঃ ১৪, ই.ডব্লু.এস. ২, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ১)। সি.আই.এস.এফ.–এ ছেলে ৪৪৬টি (জেনাঃ ১৮২, ই.ডব্লু.এস. ৪৪, ও.বি.সি. ১২০, তঃজাঃ ৬৭, তঃউঃজাঃ ৩৩)। সি.আই.এস.এফ.– এ মেয়ে ৫০টি (জেনাঃ ২২, ই.ডব্লু.এস. ৫, ও.বি.সি. ১৩, তঃজাঃ ৭. তঃউঃজাঃ ৩)। এস.এস.বি.–তে ছেলেমেয়ে ৫টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। অসম রাইফেলসে ছেলেমেয়ে ৩৫টি (জেনাঃ ১৬, ই.ডব্লু.এস. ৩, ও.বি.সি. ৯, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২)। সাব–ইন্সপেক্টর (স্টেনোগ্রাফার/কম্ব্যাট্যান্ট স্টেনোগ্রাফার), ওয়ারেন্ট অফিসার (পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট) পদে শূন্যপদ: ২৪১টি। সি.আর.পি.এফ.–এ ছেলেমেয়ে ২১টি (জেনাঃ ৮, ই.ডব্লু.এস. ২, ও.বি.সি. ৬, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২)। বি.এস.এফ.–এ ছেলেমেয়ে ১৭টি (জেনাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ২, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১১)। আই.টি.বি.পি.–তে ছেলে ৪৮টি (জেনাঃ ১৯, ই.ডব্লু.এস. ৫, ও.বি.সি. ১৪, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৪)। আই.টি.বি.পি.–তে মেয়ে ৮টি (জেনাঃ ৩, ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। সি.আই.এস.এফ.–এ ছেলে ১৩৪টি (জেনাঃ ৩৭, ই.ডব্লু.এস. ৬, ও.বি.সি. ৪৭, তঃজাঃ ২৯, তঃউঃজাঃ ১৫)। সি.আই.এস.এফ.–এ মেয়ে ১০টি (জেনাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১)। এস.এস.বি.–তে ছেলেমেয়ে ৩টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১)। প্রাথমিকভাবে দরখাস্ত বাছাই করে লিখিত পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। পরীক্ষা হবে কলকাতা, গুয়াহাটি, কদমতলা, হাজারিবাগ, আগরতলা, শিলং, খুরদায়। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৯ জুন থেকে ৯ জুলাইয়ের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: https://rectt.bsf.gov.in এজন্য বৈধ ই–মেল আই.ডি. ও মোবাইল নম্বর থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার ও অন্যান্য প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে নাম, মোবাইল নম্বর ও ই–মেল আই.ডি. দিয়ে ওয়ান টাইম রেজিস্ট্রেশন (স্টেপ–।) করতে হবে। তখন রেজিস্ট্রেশন আই.ডি. ও পাশওয়ার্ড পাবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

দরখাস্ত শুরু ৭ থেকে ২৭ জুন

গ্রামীণ ব্যাঙ্কে ৭ হাজার ক্লার্ক ও অফিসার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ–সহ সারা ভারতের ৪০টি গ্রামীণ ব্যাঙ্কে গ্রুপ–এ অফিসার (স্কেল ।, ।।, ।।।) ও গ্রুপ–বি অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) পদে কয়েক হাজার ছেলেমেয়ে নেওয়ার জন্য ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন (IBPS) দরখাস্ত নিচেছ। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য সর্বভারতীয় ভিত্তিতে অনলাইন টেস্ট (প্রিলি ও মেন) হবে। এই পরীক্ষায় সফল হলে IBPS ইন্টারভিউয়ের সফল প্রার্থীদের কল লেটার পাঠাবে। ইন্টারভিউয়ে সফল হলে ওই ৪০টি ব্যাঙ্কের ওইসব পদে চাকরি পেতে পারেন। মোট ৪০টি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ–সহ উত্তর–পূর্বাঞ্চলে নিয়োগ হবে এইসব ব্যাঙ্কে : (১) পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, (২) পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, (৩) পশ্চিমবঙ্গ বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক, (৪) অসম গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক, (৫) বিহার গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, (৬) ঝাড়খন্ড গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, (৭) লাঙপী দেহাঙ্গী গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, (৮) মধ্য বিহার গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, (৯) মণিপুর গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, (১০) মেঘালয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, (১১) ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, (১২) ওড়িশার উৎকল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, (১৩) উত্তর বিহার গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, (১৪) ছত্তিশগড় রাজ্য গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, (১৫) ওড়িশা গ্রাম্য ব্যাঙ্ক। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস): যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। এছাড়াও যে রাজ্যের ওই ব্যাঙ্কের শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত করবেন সেই রাজ্যের স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে। ম্পিউটারে কাজ করার মতো জ্ঞান থাকলে ভালো হয়। অফিসার স্কেল –। (অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার): যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। অ্যাগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ফরেস্ট্রি, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, অ্যাগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিসিকালচার, অ্যাগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অ্যান্ড কো–অপারেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্ট, ল, ইকনমিক্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি বিষয়ের গ্র্যাজুয়েট হলে অগ্রাধিকার পাবেন। এছাড়াও যে রাজ্যের ওই ব্যাঙ্কের শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত করবেন সেই রাজ্যের স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে। কম্পিউটারে কাজ করার মতো জ্ঞান থাকলে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে ধরা হবে। অফিসার স্কেল–।। (জেনারেল ব্যাঙ্কিং অফিসার) (ম্যানেজার): মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা যোগ্য। ব্যাঙ্কিং, ফিনান্স, মার্কেটিং, অ্যাগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ফরেস্ট্রি, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, অ্যাগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিসিকালচার, অ্যাগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অ্যান্ড কো–অপারেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্ট, ল, ইকনমিক্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি বিষয়ের গ্র্যাজুয়েট হলে অগ্রাধিকার পাবেন। কোনো ব্যাঙ্ক বা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অফিসার হিসাবে অন্তত ২ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অফিসার স্কেল–।। স্পেশালিস্ট অফিসার (ম্যানেজার) পদে নেওয়া হবে এইসব পদে: ইনফর্মেশন টেকনোলজি অফিসার: ইলেক্ট্রনিক্স, কমিউনিকেশন, কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফর্মেশন টেকনোলজির ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। এ.এস.পি., পি.এইচ.পি., সি++, জাভা, ভি.বি., ভি.সি., ও.সি.পি. ইত্যাদি বিষয়ের সার্টিফিকেট থাকলে ভালো হয়। অন্তত ১ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট: ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া থেকে সার্টিফায়েড অ্যাসোসিয়েট (সি.এ.) কোর্স পাশ হলে আর ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে আবেদনের যোগ্য। ল অফিসার: মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে আইনের ডিগ্রি কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। কোনো আর্থিক বা, ব্যাঙ্কিং সেক্টরে ল অফিসার হিসাবে অন্তত ২ বছর আর অ্যাডভোকেট হিসাবে ২ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ট্রেজারি অফিসার : ফিনান্স শাখায় এম.বি.এ. কোর্স পাশ হলে যোগ্য। ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া থেকে সার্টিফায়েড অ্যাসোসিয়েট (সি.এ.) কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। সব ক্ষেত্রে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। মার্কেটিং অফিসার: মার্কেটিং নিয়ে এম.বি.এ. কোর্স পাশরা যোগ্য। অন্তত ১ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অ্যাগ্রিকালচারাল অফিসার: অ্যাগ্রিকালচার, ১ হর্টিকালচার, ডেয়ারি সায়েন্স, অ্যানিম্যাল * হাজবেন্ড্রি, ফরেস্ট্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, অ্যাগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা, পিসিকালচার □ বা, অ্যালায়েড স্পেশালাইজেশন বিষয়ের □ গ্র্যাজুয়েটরা মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে আর ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। শূন্যপদের তালিকা ওয়েবসাইটে পাবেন। অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। অফিসার স্কেল–। পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। অফিসার স্কেল–।। পদের বেলায় বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। প্রার্থী বাছাই করবে ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন (IBPS)। Recruitment of Officers (Scale I, II & III) and Office Assistants (Multipurpose) in Re-gional Rural Banks (RRBs)–CRP RRBs XIII"এর মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে অনলাইনে, আগস্টে। অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) ও অফিসার স্কেল। পদের বেলায় প্রথমে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে। তারপর হবে মেন পরীক্ষা। অফিসার স্কেল–।। (জেনারেল ব্যাঙ্কিং অফিসার) ও অফিসার স্কেল–।। (স্পেশালিস্ট অফিসার) পদের বেলায় একটিই পরীক্ষা হবে। সব পদের বেলায়ই পরীক্ষা হবে এইসব কেন্দ্রে : পশ্চিমবঙ্গের বেলায় কলকাতা, শিলিগুড়ি, কল্যাণী, হুগলি, দুর্গাপুর, বহরমপুর, বর্ধমান, আসানসোল, (২) ত্রিপুরার বেলায় – আগরতলা। (৩) ওড়িশার বেলায় বালাসোর, ভুবনেশ্বর, কটক, সম্বলপুর, বহরমপুর (গঞ্জাম), ঢেঙ্কানল, রৌরকেলা। (৪) অসমের বেলায় গুয়াহাটি, শিলচর, ডিব্রুগড়, জোড়হাট, কোকড়াঝড়, তেজপুর। (৫) বিহার রাজ্যের বেলায় পটনা, ভাগলপুর, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙা, পূর্ণিয়া, সমস্তিপুর, ঔরঙ্গাবাদ, আড়, বিহারশরিফ। (৬) ঝাড়খন্ড রাজ্যের বেলায় রাঁচী, ধানবাদ, জামশেদপুর, বোকারো, হাজারিবাগ। (৭) মণিপুর রাজ্যের বেলায় ইম্ফল। (৮) মেঘালয় রাজ্যের বেলায় শিলং ও রি–ভই। যে রাজ্যের শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত করবেন সেই রাজ্যে পরীক্ষা দিতে হবে। অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) পদের বেলায় প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ৮০ নম্বরের ৮০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) রিজনিং – ৪০ নম্বর, (২) নিউমেরিক্যাল এবিলিটি – ৪০ নম্বর। সময় থাকবে ৪৫ মিনিট ও প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। অফিসার স্কেল। পদের বেলায় প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ৮০ নম্বরের ৮০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) রিজনিং ৪০ নম্বর, (২) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউট– ৪০ নম্বর। সময় থাকবে ৪৫ মিনিট ও প্রতিটি প্রশ্নে বে ১ নম্বর। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার কল লেটার ডাউনলোড করতে পারবেন জুলাই–আগস্টে। সফল হলে মেন পরীক্ষা হবে আগস্ট–সেপ্টেম্বরে। মেন পরীক্ষায় অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) পদের বেলায় ২০০ নম্বরের ২০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) রিজনিং ৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (২) নিউমেরিক্যাল এবিলিটি ৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৩) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৪) ইংলিশ/ হিন্দি ল্যাঙ্গোয়েজ ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৫) কম্পিউটার নলেজ– ২০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। মেন পরীক্ষায় অফিসার স্কেল। পদের বেলায় ২০০ নম্বরের ২০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে। (১) রিজনিং ৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (২) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউট ৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৩) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৪) ইংলিশ/ হিন্দি ল্যাঙ্গোয়েজ ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৫) কম্পিউটার নলেজ ২০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। মেন পরীক্ষার ফল বেরোবে অক্টোবর–নভেম্বরে। "অফিসার স্কেল–।। (জেনারেল ব্যাঙ্কিং অফিসার) পদের বেলায় শুধুমাত্র একটিই পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষায় ২০০ নম্বরের ২০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে (১) রিজনিং ৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (২) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউট অ্যান্ড ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন– ৫০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৩) ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৪) ইংলিশ/ হিন্দি ল্যাঙ্গোয়েজ ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৫) কম্পিউটার নলেজ ২০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। "অফিসার স্কেল–।। (স্পেশালিস্ট অফিসার) পদের বেলায়ও একটিই পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষায় ২০০ নম্বরের ২৪০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) রিজনিং ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (২) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউট অ্যান্ড ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন– ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৩) ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৪) ইংলিশ/ হিন্দি ল্যাঙ্গোয়েজ ২০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৫) কম্পিউটার নলেজ ২০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৬) প্রফেশনাল নলেজ ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। কল লেটার ডাউনলোড করতে পারবেন সেপ্টেম্বরে। ইন্টারভিউ হবে অক্টোবর–নভেম্বরে। অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট ও অফিসার পদের বেলায় মেন পরীক্ষায় সফল হলেই প্রভিশনাল অ্যালোটমেন্ট হবে আগামী বছর জানুয়ারিতে। ডাকে কোনো কল লেটার দেওয়া হবে না। পরীক্ষার সময় সঙ্গে আনবেন এইসব প্রমাণপত্র (১) মূল কল লেটার, (২) ফটো আইডেনটিটি কার্ড হিসাবে প্যান কার্ড, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার কার্ড, ব্যাঙ্ক পাসবুক (ফটো সহ) আর গেজেটেড অফিসারের দেওয়া ফটো–সহ কোনো প্রমাণপত্রের মূল ও প্রত্যয়িত জেরক্স, (৩) টাকা জমা দেওয়ার ই–রিসিপ্ট। অফিসার স্কেল। পদের বেলায় তপশিলী, সংখ্যালঘু, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের প্রী এক্সামিনেশন ট্রেনিং হবে, অফিসার স্কেল–।"পদের বেলায় ২২ জুলাই থেকে ২৭ জুলাই। ট্রেনিংয়ের কল লেটার ডাউনলোড করতে পারবেন জুলাই–আগস্টে। ট্রেনিং হবে কলকাতা, পটনা, রাঁচী, আগরতলা, বহরমপুর, বর্ধমান, কোচবিহার, কটক ইত্যাদি শহরে। এজন্য দরখাস্তের নির্দিষ্ট কলমে উল্লেখ করবেন। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৭ জুন থেকে ২৭ জুন পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.ibps.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। প্রথমে ফটো, সিগনেচার ও লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন স্ক্যান করে নেবেন। তারপর সাদা কাগজে নিচের এই ডিক্লারেশন নিজের হাতে লিখে স্ক্যান করে নেবেন"। (Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the sup-porting documents as and when required.. এবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাবেন, যা নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন। তখন সিস্টেম জেনারেটেড অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ অফিসার স্কেল। ও অফিসার স্কেল–।। পদের বেলায় ৮৫০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ১৭৫) আর অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) পদের বেলায় ৮৫০ (তপশিলী, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধী হলে ১৭৫) টাকা মাস্টার বা, ভিসা ডেবিট কার্ড (রু–পে, ভিসা, মাস্টার কার্ড, ময়েস্ট্রো), ক্রেডিট কার্ড বা, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, আই.এম.পি.এস., ক্যাশ কার্ড বা, মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে জমা দিতে পারেন। টাকা জমা দেওয়ার ২ দিন পর এস.এম.এস./ ই–মেলে টাকা দেওয়ার কনফার্মেশন পাবেন। কোনো প্রমাণপত্র ডাকে পাঠাতে হবে না। একাধিক দরখাস্ত পাঠাবেন না। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

শব্দবার্তা ২৯৭

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। আকাশ,গগন ৩। আকস্মিক ব্যাপার ৫। বধ, নিধন ৬। গুপ্তচর ৭। লাভ ও ক্ষতি ৯। নিবৃত্তি, বিরত ১২ খন্ড, টুকরো ১৩। মনের ভিতরের ১৪। উত্তেজনা, প্ররোচনা ১৫ সমাধি।

উপর–নীচ

১।বশিষ্ঠপত্নী আরুন্ধতি ২। রাসায়নিক গবেষণাগার ৩। বংশ, কুল ৪। আদালতের উচ্চপদস্থ কেরানিবিশেষ ৬। প্রচারিত, সুবিদিত ৮। নদীর পাড় ধসা ১০। ফেরার ১১। ছবি,প্রতিকৃতি ১২ মাছ রাখার খাঁচা ১৩। হৃদয়।

সমাধান : ২৯৬

পাশাপাশি : ১। অনুজ ৪। খেলাপ ৫। কামারশালা ৬। সরকার ৭। দলবল ৯। ফরমায়েশ ১১। রঙ্গন ১২ শপথ।

উপরনীচ : ১। অপকার ২। জবর ৩। প্রমীলাকুল ৪। খেচর ৬। সরফরাজ ৭। দশরথ ৮। বচন ১০। মাদৃশ্য।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

দুর্ঘটনা

বিদ্যুতের খুঁটি থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : বিদ্যুতের খুঁটি থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম আলাউদ্দিন সেখ(২৮)।ঘটনাটি ঘটেছে জীবনতলা থানার অন্তর্গত তাম্বুলদহ ১ পঞ্চায়েতের বিবিরাবাদ গ্রামে।ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,জীবনতলা থানার অন্তর্গত দক্ষিণ পাতিখালি গ্রামের যুবক আলাউদ্দিন সেখ।সোমবার দুপুরে বিবিরাবাদ গ্রামের সৈদুল মোল্লার বাড়িতে ইলেক্ট্রিকের কাজ করতে গিয়েছিলেন। বিদ্যুতের খুঁটির উপর উঠে কাজ করছিলেন।আচমকা বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে খুঁটির উপর থেকে মাটিতে পড়ে যায় ওই যুবক। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। সৈদুল মোল্লা জানিয়েছে, বিদ্যুতের খুঁটিতে উঠে কাজ করছিল। আচমকা খুঁটি থেকে নীচে পড়ে যায়। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাই। বাঁচানো যায়নি। চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বেপরোয়া যান চলাচলে মর্মান্তিক মৃত্যু বৃদ্ধের

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ বারাশতে : সোমবার বেপরোয়া যান চলাচলে মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটল এক বৃদ্ধের জয়নগরে।এদিন লরির ধাক্কায় মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের।

ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাশতে।এদিন বেলায় সাইকেলে করে বাজারে যাচ্ছিলেন দক্ষিণ বারাশতের এক বৃদ্ধ সনাতন দাস। সেই সময় একটি লরি বেপরোয়াভাবে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ঘটে ওই বৃদ্ধের।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,এদিন নিজের সাইকেল নিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন সনাতনবাবু। তখনই একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁকে ধাক্কা মারে। তিনি ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ বারাশত এলাকায়। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। আর এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে জয়নগর থানার পুলিশ। তাঁরা দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করে। তবে এই ঘটনায় পুলিশ ঘাতক লরির চালক সহ লরিটিকে আটক করে থানায় নিয়ে গেছে। আর এই ঘটনায় মৃতের পরিবারে ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটলো তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে জয়নগর থানার পুলিশ।

বজ্রপাতে জখম বধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: বজ্রপাতে গুরুতর জখম হন এক গৃহবধূ। পারুল নস্কর নামে ওই বধূ বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের বার্ণ ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আচমকা কালবৈশাখীর তাণ্ডব শুরু হয়। প্রবল ঝড় বৃষ্টির পাশাপাশি বজ্রপাত হতে শুরু করে। সেই সময় আচমকা বজ্রপাত হলে ওই বধূ গুরুতর জখম হয়। পরিবারের সদস্যারা ওই বধূকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে ওই বধূ আশাঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে রয়েছেন।

ক্রাইম ডেস্ক

আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ডাকাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম: আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে লাভপুর পেট্রোল পাম্পে ডাকাতির পর বাবুইজোড়ে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে সোনার দোকানে দিনের বেলায় ডাকাতির ঘটনা ঘটল। গত সোমবার দুপুর ১টা নাগাদ খয়রাশোল ব্লকের বাবুইজোড় বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় দুটি বাইকে ৬জন দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে দিনেদুপুরে লক্ষাধিক টাকার সোনা–রুপা গহনা সহ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ ওঠে । খয়রাশোল ব্লকের লাউবেরিয়া এলাকার মানস নন্দী নামে এক সোনা রুপা ব্যবসায়ী বাবুইজোড় গ্রামে অর্ডার মতো গহনা দিতে এসেছিল। ঠিক সেইসময় বাবুইজোড় বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দুটি বাইকে ৬জন দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে লক্ষাধিক টাকার সোনা রুপার গহনা সহ টাকা ছিনতাই করে। তারা আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে লক্ষাধিক টাকার সোনা রুপার গহনা সহ টাকা ছিনতাই করে চম্পট দেয়। এই ঘটনা জেরে ইতিমধ্যেই কাঁকড়তলা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কাঁকরতলা থানার পুলিশ।

ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে রেকর্ড মার্জিনে জয়ী অভিষেক

কুনাল মালিক, ডায়মন্ড হারবার : ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অভিষেক ব্যানার্জি দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ মার্জিনে লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভ করে তৃতীয়বারের জন্য সাংসদ হলেন। তিনি জিতেছেন ৭ লক্ষ ১০ হাজার ৯৩০ ভোটের ব্যবধানে। দ্বিতীয় স্থানে আছে বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস। তিনি পেয়েছেন ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩০০ ভোট। তৃতীয় স্থানে আছে বাম প্রার্থী প্রতীকউর রহমান তার প্রাপ্ত ভোট ৮৬ হাজার ৯৫৩টি। আইএসএফ প্রার্থী মজনু লস্কর পেয়েছেন ২১ হাজার ১৩৯ টি ভোট।

প্রসঙ্গত অভিষেক ব্যানার্জি ২০১৪ সালে প্রথম লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন তিনি জিতেছিলেন প্রায় ৭০ হাজার ভোটে। ২০১৯ সালে দ্বিতীয়বার দাঁড়িয়ে তিনি যেতেন তিন লক্ষ কুড়ি হাজারেরও বেশি ভোটে। এবারের প্রথম নির্বাচনী সভায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন, তার জয়ের ব্যবধান চার লক্ষ্য ছাড়িয়ে যেতে পারে পাঁচ লক্ষ ছাড়ালেও তিনি অবাক হবেন না। তার সেই ভাবনাকেও ছাড়িয়ে গেল জয়ের ব্যবধান।

স্বাধীনতার পর থেকে দেশে যত লোকসভা নির্বাচন হয়েছে তাতে এর আগে এত মার্জিনে কেউ জয়লাভ করেননি। ২০১৯ সালে গুজরাটের নবসারি কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী সিআই পাতিল জিতে ছিলেন ৬ লক্ষ ৮৯ হাজার ৬৮৮ ভোটে। সেটাই ছিল সর্বকালীন রেকর্ড। সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন অভিষেক ব্যানার্জি। ভোট গণনার শেষ পর্বে আলিপুর হেস্টিংসে উপস্থিত হয়ে তিনি কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার সাদ্দাম নাভাসের হাত থেকে জয়ের শংসাপত্র গ্রহণ করেন।

তবে এই জয়ে কাঁটা হয়ে রইল গণনা কেন্দ্র। গণনার দিন বিরোধী বিজেপি দলের কাউন্টিং এজেন্টদের হল থেকে বার করে দেওয়া হয়। বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাসের অভিযোগ, শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্টিং এজেন্টরা তাদের ভেতরে ঢুকতে দেয়নি, বসার জায়গাও দেয়নি। নির্বাচন এবং গণনা দুটোই প্রহসনে পরিণত হয়েছে। বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস তার কাউন্টিং এজেন্টদের নিয়ে মিডিয়া সেন্টারের সামনে ধরনায় বসেন এবং নানা স্লোগান দিতে থাকেন।

ক্যানিং মহকুমা জুড়ে তৃণমূল দুষ্কৃতিদের তাণ্ডব

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : অষ্টাদশতম লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হতেই ক্যানিং মহকুমা জুড়ে শুরু তৃণমূল দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব অভিযোগ বিজেপির। বৃহস্পতিবার রাতে একাধিক বিজেপি কর্মীর উপর হামলা ও তাদের দোকান,বাড়িঘর ভাঙচুর করে লুঠপাট হয়েছে বলে অভিযোগ। এমনকী বিজেপি কর্মী সমর্থকদেরকে হুমকিও দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার রাতে ক্যানিং পূর্বের তাড়দা পঞ্চায়েতের ভোজের হাট উষপাড়ার ১১ নম্বর বুথের বিজেপি কর্মী উত্তম নস্করের দোকনঘর ভাঙচুর করে জিনিসপত্র লুঠপাট করে বলে অভিযোগ। এছাড়াও বাসন্তী বিধানসভার মসজিদবাটী, জ্যোতিষপুর,ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার নিকারীঘাটা, গোপালপুর পঞ্চায়েত এলাকার একাধিক বিজেপি কর্মী–সমর্থদের উপর হামলা ও বাড়িঘর ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠেছে শাসক দলের বিরুদ্ধে।সমস্ত ঘটনায় বিজেপি নেতৃত্ব পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছে ই–মেলে এর মাধ্যমে। ঘটনা প্রসঙ্গে জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সরদার বলেন, ‘লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হতেই চারিদিকে যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতী বাহিনী গুণ্ডাদের দ্বারা বিজেপির কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন এবং দিনে ও রাতে অবাধে সমস্ত জায়গায় বিজেপি কর্মী সহ একাধিক কর্মকর্তাদের বাড়িতে লুঠপাট চালিয়ে এবং মারধর করে গণতন্ত্রকে হত্যা করছে তা এক প্রকার তালিবানি শাসন চলছে। আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে যদি কোনও ব্যবস্থা না করা হয়,তাহলে আমরা রাজপথে নেমে গণ আন্দোলনেশামিল হতে বাধ্য থাকবো।’

জয়নগর লোকসভার বিজেপির মিডিয়া ইনচার্জ সঞ্জয় নায়েক জানিয়েছে, ‘আমার অসংখ্য কর্মী হার্মাদ বাহিনীর হাতে আক্রান্ত। রাতের অন্ধকারে একাধিক কর্মী সমর্থকদের বাড়িঘর সহ আমার ঘরবাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। আমার বাড়িঘরও ভাঙচুর করা হয়েছে। এটাই কি গণতন্ত্রের নমুনা? আতঙ্কে রয়েছি। পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছি।’ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস জানান, ‘হয়তো দু’একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবে মনে হয় গোসাবা, বাসন্তী, জীবনতলা থেকে বিজেপির কিছু দুষ্কৃতী ক্যানিং পশ্চিমে আশ্রয় নিয়ে এমন তাণ্ডব চালিয়ে তৃণমূলকে দোষারোপ করছে। পুলিশ প্রশাসনকে বলেছি উপযুক্ত তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।’

বাসন্তীতে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে আহত ৭ যুব তৃণমূল কর্মী

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : ভোটের ফলাফল ঘোষণার পরে কোথাও বিরোধীরা আক্রান্ত তো কোথাও তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে ভোটের ফলাফল ঘোষণার পরে বিজয় উৎসবে শামিল হয় তৃণমূলের এক গোষ্ঠী। সেই উৎসব চলাকালীন এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীকে মারধর করে বলে অভিযোগ, আহত হয় যুব গোষ্ঠীর বেশ কয়েক জন। আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযোগ মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেস লোকসভা ভোটের জয়ী হওয়ার সময় একদল তৃণমূল সমর্থক জয়নগর লোকসভার ক্যানিংয়ের পেটুয়াখালীতে বোমা ফাটিয়ে আনন্দ করছিল। সেই সময় স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নাসির মোল্লা ও আনারুল মোল্লা, শরিফুল মোল্লা প্রতিবাদ করে। যেহেতু তাদের বাড়িতে অসুস্থ মানুষ আছে তাই দূরে গিয়ে বোমা ফাটাতে বলে তারা। এরপর উভয় পক্ষের মধ্যে বচসা হয়। খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ গিয়ে সেই সময় গন্ডগোল থামিয়ে দেয়। এরপর এদিন রাতে যখন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁর অনুগামীরা চরাবিদ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের মিশন বাজারে যাচ্ছিল সেই সময় চড়াবিদ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান ছায়রা মোল্লার স্বামী রমজান মোল্লা ও তাঁর অনুগামীরা যুব তৃণমূল সমর্থক ও স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যকে লাঠি, রড, দিয়ে বেধড়ক মারধোর করে বলে অভিযোগ। যদিও তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের অভিযোগ অস্বীকার করে পারিবারিক বিবাদ বলে দাবি করেছে ব্লক তৃণমূল নেতা তথা বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত ও পরিবহন দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ রাজা।

বিজেপি করায় পানীয় জলের লাইন কাটল দুষ্কৃতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : বিজেপি করার অপরাধে পানীয় জলের পাইপ লাইন কেটে সংযোগ ছিন্ন করল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। এমনই অভিযোগ গ্রামবাসীদের।

ঘটনাটি ঘটেছে গোসাবা ব্লকের আমতলি অঞ্চলের ১০৭ নম্বর বুথের হাজারীপাড়া এলাকায়। বর্তমানে পানীয় জলের সংকটে রয়েছেন গ্রামবাসীরা। তাদের কে কয়েক কিলোমিটার দূরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে পানীয় জল আনতে হচ্ছে। জানা গিয়েছে গত ১জুন ভোটগ্রহণ পর্ব মিটতে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা হাজারীপাড়া এলাকার পানীয় জলের সংযোগ কেটে দিয়ে পাইপ তুলে ফেলে।

গ্রামবাসীদের দাবি তারা বিজেপি করতেন,যার ফলে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা জলের পাইপ লাইন কেটেছে। যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছে, এটা বিজেপির লোকজন করেছে। ফায়দা তুলতে তৃণমূলকেদোষারোপ করছে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

অবহেলিত রেলষ্টেশন

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সম্প্রতি শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় দক্ষিণ দুর্গাপুর রেল ষ্টেশনে বর্ষপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন পূর্ব রেলের শিয়ালদহ শাখার এ, পি, ও শ্রীভট্টাচার্য্য। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন এম এল এ শ্রীকুমুদ মণ্ডল। শ্রীমণ্ডল স্থানীয় ব্যক্তিদের অভাব অভিযোগ তুলে ধরেন এবং ষ্টেশনটির সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে রেল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিশেষ অতিথির ভাষণে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার যাত্রী সংস্থার সম্পাদক শ্রীপরিমল ঘোষ দক্ষিণ দুর্গাপুর রেল ষ্টেশনে গাড়ীর স্বল্পতার জন্য যাত্রী সাধারণের দুর্ভোগের কথা উল্লেখ করেন। শ্রীঘোষ এই ষ্টেশনে আরো কয়েকটি আপ ও ডাউন গাড়ী থামার ব্যবস্থা করার জন্য রেল কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানান।

সভাপতির ভাষণে এ, পি, ও, শ্রীভট্টাচার্য্য উর্দ্ধতন রেল কর্তৃ–পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে সব রকম সাহায্যের জন্য প্রচেষ্টা চালাবেন বলে আশ্বাস দেন।

৮ম বর্ষ, ৮ জুন ১৯৭৪, শনিবার, ২৭শ সংখ্যা, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১

বিজেপি সমর্থকদের উপর হামলা তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বাড়িতে চড়াও হয়ে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল শাসক দলের দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে।মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের কাঠপোল এলাকায়। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন অসীমকুমার দাস ও অনিতা সিনহা। ঘটনার বিষয়ে পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছেন আক্রান্তরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার মহিলা মোর্চার সহ সভাপতি মামনি দাস। অভিযোগ তাঁর ও তার পরিবারের উপর হামলা হতে পারে ভেবেই ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা এলাকা থেকে ক্যানিং পশ্চিম এলাকার কাঠপোল এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। অভিযোগ, মঙ্গলবার ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হতেই রাতের অন্ধকার বাড়িতে চড়াও হয়ে তার মা ও স্বামীর উপর হামলা চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা।ঘটনায় গুরুতর জখম হয় ২জন। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ জখমদেরকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে আশাঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন আক্রান্ত বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার মহিলা মোর্চার সহ সভাপতি মামনি দাস জানিয়েছেন, ‘আমার উপর হামলা হতে পারে আশঙ্কা করে আগেই নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। তা সত্ত্বেও হামলা হল। পুলিশ গিয়ে উদ্ধার না করলে বিপদ হত।’ তিনি আরো বলেন, ‘আমরা বিজেপি করি বলে এমন অত্যাচার।গণতন্ত্র বলে কিছুই নেই।একটাই দল থাক,সবাই সেই দল করুক।’

সিপিএম পার্টি অফিসে ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মহেশতলা : ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মহেশতলা পৌরসভার ২৬ ও ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিএমের পার্টি অফিস ও ক্লাবে একদল দুষ্কৃতি তাণ্ডব চালালো ৪ঠা জুন ফল প্রকাশের দিন। স্থানীয় সূত্রের খবর ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অভিষেক ব্যানার্জি বিশাল মার্জিন এগিয়ে যাবার পরই, মঙ্গলবার দুপুর তিনটের সময় ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের সারদাপল্লী এলাকায় সিপিএমের পার্টি অফিসে বহিরাগত একদল দুষ্কৃতী ভাঙচুর চালায়। তারপর ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের খুদিরাম ক্লাব এবং যুবকবৃন্দ ক্লাবেও ওই দুষ্কৃতীরা ভাংচুর করে। ক্লাবের দরজা জানালার টেবিল চেয়ার বৈদ্যুতিক পাখা ভেঙে ফেলা হয়। এই ঘটনা প্রসঙ্গে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের পরাজিত সিপিএম প্রার্থী প্রতীক উর রহমান জানান, ঘটনাটা সত্যি তবে ওই ঘটনা থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে তিনি জানাতে পারেননি।

হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে বাঘের কামড়ে মৃত পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরণের টাকা তুলে দিল বনদপ্তর

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি : কলকাতার উচ্চ আদালতের নির্দেশ মেনে সুন্দরবনে বাঘের কামড়ে মৃত দুই পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরণের ৫ লক্ষ টাকা তুলে দিল বন দফতর।সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের ক্ষোভকে বাড়তে না দিয়ে বাঘের আক্রমণে নিহত মৎস্যজীবী অমল দন্ডপাটের বিধবা পত্নী তপতী দন্ডপাট ও বাঘের আক্রমণে নিহত আরেক মৎস্যজীবী দিলীপ সর্দারের বিধবা পত্নী শেফালি সর্দারের হাতে ক্যানিং বনদপ্তরের অফিস থেকে ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়।এর আগে আদালত আদেশ দেওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দিয়েছিল বনদপ্তর। এবার দেরি করায় মৎস্যজীবীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়।আর এই সব মৎস্যজীবি মানুষের পাশে থেকে তাদের প্রাপ্য অধিকারের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এপিডিআর নামে একটা মানবাধিকার সংগঠন।উল্লেখ্য,গত ৭ মে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যের এজলাসে সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণে নিহত দুজন মৎসজীবীর বিধবা (বাঘ বিধবা)স্ত্রীদের সরকারি ক্ষতিপূরণের দাবিতে মামলার শুনানি হয়।

দুটি মামলাতেই বিচারপতি রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, চার সপ্তাহের মধ্যে আবেদনকারীদের পাঁচ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ নি:শর্তে মিটিয়ে দিতে হবে। আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী ছিলেন কৌশিক গুপ্ত এবং শ্রীময়ী মুখার্জি।প্রথম আবেদনকারীর নাম শেফালী সর্দার।সুন্দরবনের কুলতলির কাটামারি এলাকার বাসিন্দা। তিনি আদালতে আবেদন করে জানান, তাঁর স্বামী দিলীপ সরদার সুন্দরবনের জঙ্গলে মাছ ও কাঁকড়া ধরতে গিয়ে ২০২২ সালের ১২ নভেম্বর বাঘের আক্রমণে মারা গেছেন। তিনি সুন্দরবনের নদীতে মাছ ও কাঁকড়া ধরার জন্য বনদপ্তরের বৈধ অনুমতিপত্র (বিএলসি)নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন, সেখানে তিনি বাঘের আক্রমণে নিহত হন। কিন্তু প্রায় ২ বছর ধরে বনদপ্তর সহ সমস্ত সরকারি দপ্তরে আবেদন নিবেদন করেও তিনি কিছুতেই কোনো রকম ক্ষতিপূরণ পাননি। তাই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। আদালতে রাজ্য সরকারের আইনজীবী পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দেখিয়ে বলেন পোস্টমর্টেম রিপোর্টে বলা আছে যে মাথায় আঘাত পেয়ে দিলীপ সরদার মারা গেছে। কাজেই বাঘের আক্রমণেই মারা গেছে এটা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তাঁর এই বক্তব্যের উত্তরে বিচারপতি পোস্টমর্টেম রিপোর্টের পুরোটা পড়ে শোনান এবং পুলিশ রিপোর্ট পড়ে শোনান। পুলিশ রিপোর্টে পরিষ্কার বলা আছে,বাঘের আক্রমণে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এবং পুলিশই মৃতদেহ উদ্ধার করে এনে হাসপাতালে ভর্তি করেছিলো।

পোস্টমর্টেম রিপোর্টের অন্য অংশে এটাও পরিষ্কার করে দেওয়া আছে যে বাঘের আক্রমণে দিলীপ সরদারের মৃত্যু হয়েছে। কাজেই সরকারের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী অবশ্যই ৫ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দিলীপ সরদারের বিধবা স্ত্রীর প্রাপ্য। কাজেই আবেদনকারীকে আগামী ৪ সপ্তাহের মধ্যে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ ৫ লক্ষ টাকা অবশ্যই মিটিয়ে দিতে হবে।দ্বিতীয় মামলায় আবেদনকারী ছিলেন সুন্দরবনের কুলতলি ব্লকের মৈপীঠের বাঘ বিধবা তপতী দণ্ডপাট। তিনি আদালতে আবেদন করে জানান যে তাঁর স্বামী অমল দণ্ডপাট রাজ্য বনদপ্তরের অনুমতিপত্র (বিএলসি) নিয়ে মাছ ও কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন সুন্দরবনের নদীতে।কিন্তু ২০২১ সালের ৩০ ডিসেম্বর তাদের নৌকাতে বাঘ হামলা চালায়। অন্যরা পালিয়ে গেলেও অমলবাবু বাঘের আক্রমণে গুরুতর আহত হন। তারপরে ২০২২ সালের পয়লা জানুয়ারি তিনি মারা যান। এই মামলার ক্ষেত্রে সরকারি উকিলের বক্তব্য ছিল যে অমল দণ্ডপাট সরকারি নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে নিষিদ্ধ কোর এলাকায় ঢুকেছিল। কাজেই তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত নয়।এই পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীর আইনজীবী কৌশিক গুপ্ত আদালতকে স্মরণ করিয়ে দেন, এই আদালতের আদেশ আছে যে কোর এলাকা বা সাধারণ এলাকা যেখানেই বাঘের আক্রমণে কেউ মারা যাবে তারই সরকারি ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হবে। কাজেই তিনি কোর এলাকায় ঢুকে ছিলেন কিনা বা কোর এলাকায় মারা গিয়েছিলেন কিনা বা তাঁর জঙ্গলের যাওয়া অনুমতি ছিল কি ছিল না, এটা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য এটা দেখার কোন ব্যাপার নেই। অমল দণ্ডপাট বাঘের আক্রমণেই মারা গিয়েছিলন পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এবং অন্য সমস্ত কাগজপত্র থেকে এটা পরিষ্কার। কাজেই ক্ষতিপূরণ তাঁর বিধবা স্ত্রী তপতীদেবীর অবশ্যই প্রাপ্য।

কৌশিক বাবুর এই সওয়াল মেনে বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য বলেন, সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকার দরিদ্র মানুষ জীবিকার প্রয়োজনে জঙ্গলে মাছ ধরতে গিয়েছিল এটা পরিষ্কার। এবং এক্ষেত্রে সে অনুমতি নিয়েই গিয়েছিল। কাজেই সরকারি নিয়ম অনুযায়ী অবশ্যই তাঁর ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য।বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য তাঁর আদেশে বলেন,অমল দণ্ড পাটের বিধবা স্ত্রী তপতী দণ্ডপাটের সরকারি নিয়মমত ক্ষতিপূরণ অবশ্যই প্রাপ্য এবং সরকারকে আগামী ৪ সপ্তাহের মধ্যে ঘোষিত ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ অবশ্যই মিটিয়ে দিতে হবে।প্রসঙ্গত মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর এর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির উদ্যোগে এই মামলাগুলো পরিচালিত হয়। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে বাঘে আক্রান্ত পরিবার গুলোকে খুঁজে এনে আদালতের দরজায় পৌঁছে দেওয়ার অসাধারণ ও কষ্টকর কাজটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সদস্যরা লাগাতার করে চলেছেন। এই এপিডিআরের উদ্যোগেই গতবছর প্রথম কলকাতা হাইকোর্টে ক্ষতিপূরণের মামলা হয়েছিল এবং এই সব্যসাচী ভট্টাচার্যের এজলাসেই ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের আদেশ দেওয়া হয়েছিল এবং সেই আদেশে সব্যসাচী ভট্টাচার্য পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছিলেন কোর এলাকা হোক বা সাধারণ এলাকা হোক, বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণ দিতেই হবে। যদি জীবিকার প্রয়োজনে আইন ভেঙেও কোন মানুষ বনে ঢুকে থাকে বা নদীতে মাছ বা কাঁকড়া ধরতে গিয়ে থাকে এবং বাঘের আক্রমনে মারা যায় তাহলে ও রাজ্য সরকারকে তাঁর মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এক্ষেত্রে দ্বিধাদ্বন্দ্বের কোনও অবকাশ নেই। তাঁর সেই আদেশ উদাহরণ হিসেবে সামনে এনেই এবারের এই মামলা দুটি পেশ হয়। এপিডিআরের তরফে প্রথম মামলাটিও করেছিলেন আইনজীবী কৌশিক গুপ্ত এবং আইনজীবী শ্রীময়ী মুখার্জী।এব্যাপারে এপিডিআরের দ:২৪ পরগণা জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মণ্ডল বলেন,এখন ও বহু বাঘ–বিধবা বাকি আছেন যারা কোনো রকম ক্ষতিপূরণ পায়নি। মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে এমনকী সরকারি বিধবা ভাতাটুকু ও পায় না তাঁরা 0কাজেই সুন্দরবনের মানুষের মানবাধিকার রক্ষার জন্য এপিডিআর এর এই লড়াই চলবে।আদালতের লড়াই ও রাস্তায় আন্দোলন পাশাপাশি এগিয়ে নিয়ে যাবে এপিডিআর। আমরা চাই বাঘের আক্রমণে মৃত ও আহতের সংখ্যা কমানোর জন্য বনদপ্তর দ্রুত উদ্যোগনিক। সরকার উদ্যোক নিক সুন্দরবনের মানুষের বিকল্প কাজের। নাহলে সুন্দরবনের মানুষের এই অধিকার ফেরানোর লড়াই তাঁরা চালিয়ে যাবে আগামী দিনেও।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ৮ জুন – ১৪ জুন, ২০২৪

জয়ীদের কাছে প্রত্যাশা

ভোট যুদ্ধ শেষ। গণতন্ত্রের নিয়ম মেনে জয় পরাজয় এর হিসাব নিকাশ অব্যাহত। চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে। কেউ পেল, কেউ কিছু পেল কেউ কিছুই পেল না। জামানত জব্দ হওয়া রাজনীতিকদের কাছে কিছুই নয়। হাজার কোটি নয়, লক্ষ কোটির ওপর খরচ হয়েছে এবারের নির্বাচনে। বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ভোট হয়েছে ভারতে এবং বিশ্ব রেকর্ড করবে ভারতের নির্বাচন কমিশন। রাজনৈতিক দলগুলির ব্যয় সর্বোচ্চ প্রকাশ্যে আনা হয় না। এ রাজ্যের বিজয়ী প্রার্থীরা পরাজিত প্রার্থীদের মতোই কমবেশি পরিশ্রম করেছেন। কাজ এবং প্রতিশ্রুতির ফারাক কমিয়ে আনার লক্ষ্যেই ভোটাররা তাদের জন্য প্রতিনিধি খুঁজে নিতে চেয়েছেন। অবশ্য এবারের নির্বাচনে বিশাল সংখ্যক ভোটার ভোটদানে বিরত থেকেছেন। কিংবা 'নোটা'তে ভোট দিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের উচিৎ আগামী দিনে ভোটদান এবং ভোট গ্রহণ পদ্ধতি নিয়ে বাস্তবসম্মত ভাবনা চিন্তা করা। বিজয়ী প্রার্থীদের লোকসভায় অনেক বেশি দায়িত্ববান হওয়া প্রয়োজন। সাম্প্রতিক অতীতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত অভিনেত্রী সাংসদের সক্রিয়তার মান সম্পর্কে সংশিষ্ট লোকসভা কেন্দ্রের বাসিন্দারা জানেন। যদিও এবারে তারা নির্বাচনের টিকিট পাননি। এবারে পশ্চিমবঙ্গ থেকে অভিনেতা, অভিনেত্রী, খেলোয়াড় প্রভৃতি পেশার প্রার্থী জয় লাভ করেছেন। সংসদ ভবন এমন বৈচিত্র্যে যাতে সমৃদ্ধ এবং তাৎপর্যপূণ হয়ে উঠে সে ব্যপারে দলীয় হুইপ আশা করা যায় জারি করা হবে। শুধুমাত্র শুষ্ক সংখ্যা তত্বে এগিয়ে থাকা নয়, হৃদয় ও মস্তিষ্ক দিয়ে সদর্থক বিতর্কের স্থান হয়ে উঠুক এবারের লোকসভা। কোয়ালিশন মন্ত্রীসভায় যাতে দেশবাসীর জীবন মানের সঙ্গের দেশের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হয় সেই দায়িত্ব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিতে হবে।

ভারতের মধ্যে এ রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসা যেন নির্বাচন 'উৎসব'এর সমার্থক হয়ে উঠেছে। দ্রুত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হোক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকা পরাজিত প্রার্থী কিংবা সমার্থকদের। বিজয়ী প্রার্থীরা স্বাভাবিক কারণেই অতি উচ্চ বেতন, বাংলো, বিমান যাতায়াত সহ নানা সুযোগ সুবিধা পান দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য। দুর্ভাগ্যের বিষয় দলীয় কর্মীরা প্রতিপক্ষ কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে নিজ গোষ্ঠীর মধ্যেই হিংসাত্মক আচরণ শুরু করে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের এবং বিজয়ী প্রার্থীদের দলীয় হিংসা বন্ধ করতে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। ইতিমধ্যে কোনো কোনো রাজনীতিক দলীয় কর্মীদের সংযত করার নির্দেশ দিয়েছেন। বিজয়ী প্রার্থীদের আচার আচরণ এমন হওয়া প্রয়োজন যা জনমানসে তাদের এবং দলের ভাবমূর্তী কালীমালিপ্ত না হয়। ইতিপূর্বে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতিকে নিয়ে কদর্য আচরণ করেছিলেন কোনো কোনো জনপ্রতিনিধি। এতে পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। গণতন্ত্র বলিষ্ঠ হোক সাংসদের সদর্থক ভূমিকায়।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

দৃশ্যে সত্যতা বুদ্ধি থাকলে দৃশ্য ত্যাগ করা যায় না। দৃশ্যজগতে সত্যজ্ঞানই বন্ধনের মূল। জ্ঞানীগণ দৃশ্যপদার্থকে স্বরূপতঃ আকাশ বলেই জানেন। এই সমস্ত প্রপঞ্চে নিহিত আছেন গগন সদৃশ এক পরম পুরুষ। স্বয়ম্ভু চিদাকাশ নিজেতে যে সকল বিবর্তন প্রকাশ করেন, সে সমস্ত সেই পরমাত্মার মায়াজনিত আভাস। তিনি যখন যেমন প্রযত্ন বা ঈক্ষণ করেন, তখন সেই প্রকার হন। তাঁর সৃষ্টি বিষয়ক ঈক্ষণে সৃষ্টি হয়েছে, স্থিতি বিষয়ক প্রযত্নে জগৎ অবস্থিত আছে এবং তাঁর লয় প্রযত্নে প্রলয় হবে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। যদিও নির্মল চিদাকাশে এই বিশ্ব আভাসিত, কিন্তু পরমার্থতঃ ব্রহ্মে বিশ্বজগৎ স্থান পায় না।

জগদ্ভাব নিতান্তই বুদ্ধির বিকার, তাই বুদ্ধির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন জীবেই জগৎ অবস্থিত। সুতরাং এই অসার ভ্রমের আবার সত্বাই বা কি, সেই অসত্য জগতের জনা বাসনাই বা কেন? মায়াময় দৃষ্টিতে জগৎলীলা বাস্তব মনে হলেও পরমার্থ দৃষ্টিতে জগতের কোন বিদ্যমানতা নেইই। মায়া দৃষ্টির সেই মায়া তো নিতান্তই অসত্য।

রাম বললেন, হে ভগবন। আপনি যে পরম জ্ঞানদৃষ্টি দান করলেন, তাতে আমি শান্ত ও নির্বাণপ্রাপ্ত বোধ করছি। আপনি আমার আরও একটি সংশয় নিরসন করুন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বশিষ্ট, পদ্ম নৃপতি এবং রাজা বিদূরথ এই তিন জীবনলীলার বিস্তারে যে কাল অতিক্রান্ত হয়েছে তার পরিমাণ কি? তা কি বহু বর্ষব্যপী, না মাস–দিন পরিমিত? একবার শুনে আমি তা স্পষ্ট বুঝতে পারিনি। বশিষ্ঠ বললেন, হে নিষ্পাপ। যে ব্যক্তি যখন যে বিষয়ে যেরকম জ্ঞান লাভ করে, তখন সেই রূপে সেই বিষয়ের অনুভব করে। অমৃত ভাবনায় নিশ্চিত হলে বিষও তার কাছে অমৃত হয়ে যায়। স্ফুরণশীল সংবিৎ ও চিত্তের সঙ্কল্প দ্বারা বস্তু যে আকার ও যে ভাব প্রাপ্ত হয় তা সেই ভাবেই সেই আকারেই নিয়তির বশীভূত হয়ে কার্য্যকর হয়। যেমন এক নিমেষ কালের মধ্যে যদি কল্প পরিমাণ কালরূপ সংবিৎ উদিত হয় তবে সেই নিমেষমাত্র কালই কল্পকালরূপে অনুভূত হবে। দুঃখপীড়িত ব্যক্তি একরাত্রিকে বর্ষ পরিমাণ এবং সুখোন্মত্ত ব্যক্তি একরাত্রিকে ক্ষণকাল অনুভব করে। প্রজাপতি ব্রহ্মার এক মুহূর্ত মনুর এক জীবন, ব্রহ্মার এক জীবন বিষ্ণুর এক দিন মাত্র, বিষ্ণুর এক জীবন মহেশ্বরের এক দিন। কিন্তু নির্বিকল্প সমাধিস্থ যোগীর কাছে দিন–রাত ইত্যাদি কিছুই থাকে না। তাঁর কাছে আত্মাই একমাত্র সত্য। চিদময় আকাশে স্পন্দনের নাম হল জগৎ। সুতরাং জগৎ কিছুতেই পদার্থময় হয় না। তত্ত্বজ্ঞজন এই জগৎকে নিদ্রাশূণ্য পরম পুরুষের স্বপ্নবিলাস হিসাবে দেখেন। **উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র**

ফেসবুক বার্তা

অযোগ্য পদী, বিড়ম্বিত পদ গণতন্ত্রের সমূহ বিপদ

নির্মল গোস্বামী

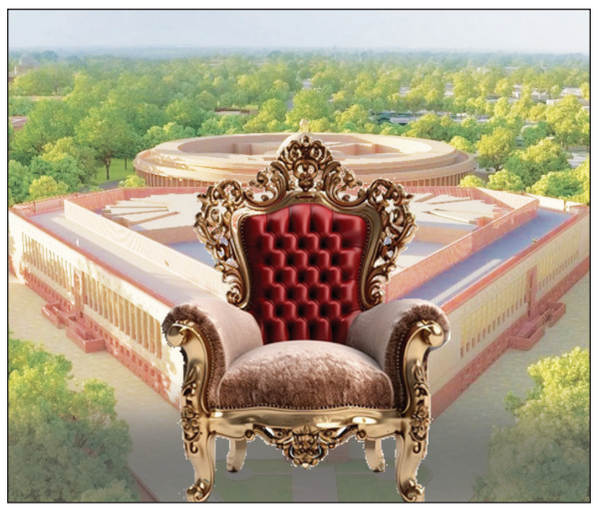

পদ আর পদাধিকার দুটো পরিচিত শব্দ আছে। পদ মানে এখানে ক্ষমতা পাওয়া। কথায় কথায় বলা হয় উনি উচ্চপদে আছেন বা উনি পদ পেয়েছেন। পদ এর অর্থ হল চেয়ার। অর্থাৎ বসার আসন। ভোটের সময় শোনা যায় কেউ প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রার্থী। কেউ বা রাষ্ট্রপতির পদ প্রার্থী। ঠিক তেমন ভাবে বিধায়ক বা সাংসদ এই সব অনেক পদ আছে কেন্দ্র বা রাজ্যে। এই পদগুলি পূরণ হয় রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে। আবার দেশ চালানোর জন্য অনেক উচুঁ নিচু সরকারি পদ আছে যেগুলো পূরণ হয় দেশের যোগ্যতম নাগরিকদের মধ্যে থেকে। যোগ্যতা নির্ণয় হয় বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে। যেমন– বি ডি ও, এস ডি ও, এস পি, ডি এম, এ ডি এম,জর্জ ইত্যাদি। পদ স্থায়ী কিন্তু পদাধিকার অস্থায়ী। পদ একই স্থানে, একই মহিমায় বিরাজিত থাকে, কিন্তু পদাধিকার বার বার পালটায়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লোক পদগুলিতে বসে। তাই পদের কার্যকারীতার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন সরকারি পদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ আছে সাংবিধানদ্বারা।

আইনহতভাবে দেশ চালায় সরকারি অফিসাররা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেশ চালায় নীতি নির্ধারকরা। এই নীতি নির্ধারকরা রাজনীতির লোক এবং জনগণ দ্বারা নির্বাচিত। দেশের শাসনের লাগাম থাকে তাদের হাতে। রাষ্ট্রের স্থায়ী অংশ হল প্রশাসন, সেই প্রশাসন নির্বাচিত ব্যক্তিদের হাতের পুতুল হয়ে যায়। এই রোগটা সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনের অবশেষ রূপে স্বাধীন ভারতীয় প্রশাসন রায়ে গেছে। এদেশের প্রশাসন ইংরেজ শাসকদের প্রভু হিসেবে গণ্য করত। স্বাধীন ভারতেও প্রশাসনিক স্তরে সেই মানসিকতা রয়ে গেছে। তাই এদেশের আমলা সম্প্রদায় সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতার প্রকৃত প্রয়োগ কর্তা না হয়ে, মন্ত্রীরূপ প্রভুদের আজ্ঞা পালনে বেশি পারদর্শী হয়ে উঠেছে। তাই বহু ক্ষেত্রে পদের ক্ষমতা প্রয়োগ পদাধিকারদের থেকে মানুষ পায় না। উল্টে ক্ষমতার অপপ্রয়োগই বেশি দেখা যায়। আমরা জানি যে নেতা মন্ত্রীদের কাজ হল দেশের আইন প্রণয়ন করা উন্নয়নের লক্ষ্যে। আর সেই আইন অনুযায়ী নাগরিকদের পরিবেশ প্রদান করে প্রশাসন আমাদের দেশের নেতামন্ত্রীরা আইন প্রণয়নের কাজে ততটা দড় নয়, যতটা তৎপর প্রশাসনিক কাজে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে। আর যেহেতু প্রশাসনিক প্রথা হল নেতা মন্ত্রীদের বা উপরতলার লোকেদের জো হুজুরে পরিণত হওয়া তাই নেতাদের প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়েই চলেছে। আর যেহেতু নেতারা জনস্বার্থের থেকে দল–স্বার্থ বা আত্মস্বার্থকেই অধিক গুরুত্ব দেয়, তাই প্রশাসনকে তারা দলীয় স্বার্থেই অধিক ব্যবহার করে থাকে। এইজন্য পদ আর পদী উভয়েরই মর্যাদাহানি ঘটেছে। এবং আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা হল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পদাধিকারী আত্মমর্যাদা জ্ঞান শূন্যের মতো কাজ করে। পদের প্রকৃত গুরুত্ব বা ক্ষমতা কতটা তার প্রকাশ নির্ভর করে পদাধিকারীর উপর। একটা সাধারণ উদাহরণ হল– ভারতের নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা কতটা– তা টি এম শেষনের পূর্বে কেউ জানতেই পারেনি। তিনিই প্রথম সংবিধান প্রদত্ত পদের প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ করে দেশের নির্বাচন পরিচালনা করেন। তাঁর আগের নির্বাচন কমিশনাররা শাসক দলের হাতের পুতুল হয়ে পদে বসে থাকতেন। এর থেকে প্রমানিত হল যে পদী পদকে মহিমান্বিত করে।

নেতামন্ত্রীরা প্রশাসনিক পদকে নিজেদের অনুকূলে কাজ করায় পদীদের প্রভাবিত করে। এই পদীরা যদি মেরুদন্ড সোজা রাখত তাহলে দেশে আইন শৃঙ্খলা সুস্থ স্বাভাবিক থাকত।

প্রশাসনের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাগরিগণ করতে পারত না। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই মুহূর্তে দেশের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক পদে যিনি আসীন, তিনিও তাঁর পদের মর্যাদা সম্পর্কে সর্ম্পূণ সচেতন নন। অথবা জেনে বুঝে পদাসীন হয়ে নিজ পদের গরীমাহানি করে চলেছে। এই দৃশ্য আমরা দেখেছি রাজ্যে এবং কেন্দ্রে, বিশেষ করে গণতন্ত্রের উৎসব চলাকালীন সময়ে এই পদমর্যাদার সীমারেখা বালির বাঁধের মতো ভেসে যায়। আর এই স্রোতের তোড়ে সুযোগ সন্ধানীরা হাতে চাঁদ পেয়ে যায়। শিলিগুড়িতে রামকৃষ্ণ মিশনের জমি দখল তার টাটকা উদাহরণ। একবার পদমর্যাদার কালিমা লিপ্ত হলে শত চেষ্টাতেও তা আর মুছে ফেলা যায় না। ভোটের জন্য প্রধানমন্ত্রী প্রথা ভাঙবেন আর অন্য সময় প্রথা মাফিক কাজ করবেন এই ধারণা ভ্রান্ত। একবার প্রথা ভাঙা মানে তিনি পদের গুরুত্বকে দলীয় স্বার্থের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। ফলে যতদিন তিনি ক্ষমতায় থাকবেন ততদিন যখনই দলীয় স্বার্থের প্রশ্ন আসবে তিনি পদকে ব্যবহার করবেন। কারণ দলই তাকে ওই পদে বসিয়েছে।

আমাদের সংবিধানে পদীরা দায়িত্ব পালন না করলে শাস্তির বিধান নেই। বড়জোর আদালতে তিরস্কৃত হয়। তাই পদাধিকারীরা অনায়াসে পদমর্যদা লঙ্ঘণ করতে সাহস পায়। এই যে ভোটে এত হিংসা হল কেবলমাত্র আমাদের রাজ্যে তার কারণ পদাধিকারীরা তাদের কাজটা ঠিক ঠিক ভাবে পালন করেনি। যদি এইরকম ব্যবস্থা থাকত যে, ভোটের সময় কোনো রকম গন্ডগোল হলে সেখানকার ও সি এবং এসপিকে শাস্তি পেতে হবে বা জেল এবং জরিমানা দুই শাস্তির বিধান থাকত তাহলে কোনো গন্ডগোল করার সুযোগ পেত না দল বা দলীয় মস্তানরা। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে হিন্দু মহিলাদের মঙ্গলসূত্র অন্য সম্প্রদায়ের লোকেদের দিয়ে দেবে। ভাবা যায় কত নিম্ন রুচির মানুষ দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদে বসে রয়েছেন। আমাদের সফল গণতন্ত্রের প্রধান অন্তরায় হল এই অযোগ্যের পদপ্রাপ্তি। আর্থিক দুর্নীতি করলে যেমন পদাধিকারদের সাজা হয় ঠিক তেমনভাবে নতুনভাবে সংযোজন হোক এই আইন–সরকারি স্থায়ী এবং অস্থায়ী (জন প্রতিনিধি) দুধরনের পদাধীকাররা যদি কর্তব্যে অবহেলা করে তবে জেল, জরিমানা দুধরনের শাস্তি হবে। তা যদি থাকে তাহলে পদাধিকাররা পদমর্যাদা লঙ্ঘন করতে বা পদে থেকে করণীয় কাজ না করতে দুবার ভাববে। তখনই গণতন্ত্রের সুস্বাস্থ্য ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

কর্পোরেট বর্জ্য : প্রকৃতির প্রতিদান

সুমন্ত পাল

এমন কি কখনও শুনেছেন, ধান গাছে চট ফলেছে অথবা পাট হয়েছে কারখানায়? শোনেননি, কারণ প্রকৃতির নিজস্ব শৃঙ্খলা প্রবাহমানকাল থেকে নদীর মতো গতিশীল। সময়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে স্থায়ী পরিবর্তন পরিমার্জন ঘটে চলেছে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে আমরা অভিযোজন বলি। প্রকৃতির সেই চক্রে সবচেয়ে বড় খোন্দকার মানুষ।

প্রকৃতির আশির্বাদ নাকি অভিশাপ 'মানুষ'। আরও স্পষ্ট করে বললে মানুষের মগজ। মগজাস্ত্র প্রসূত আবিষ্কার। কোন মহান বিজ্ঞানী দীর্ঘ অধ্যাবসায়ে অ্যাটম ব্যোম আবিষ্কার করলেন, মানব কল্যাণের কথা ভেবে। কিন্তু তা গিয়ে পড়ল আগ্রাসী শাসকের হাতে। ফল সবার জানা।

অ্যাটম ব্যোম কুক্ষিগত, কিছু শাসক বা দুর্বৃত্তের হাতে। বিজ্ঞানের সকল আবিষ্কার এমনটা নয়। সময়কে প্লাস্টিক যুগ বলা যায়।

মানুষের দৈনন্দিন যাপনে প্লাস্টিক রন্ধ্রে রন্ধ্রে আধিপত্ত স্থাপন করেছে। ব্যবহারিক জীবনে অল্প সময় কাজে লাগলেও প্লাস্টিক প্রকৃতিতে বেঁচে থাকে দীর্ঘদিন। এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞান এই সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। যেকোন ও অবস্থায় পঞ্চতত্বে লীন হতে প্লাস্টিক ৩০০ বছর সময় নেয়, এ কথা সবাই জানি। তাই জৈব যৌগটির আর এক নাম দিতেই পারি 'অমর–যৌগ'।

প্ল্যাস্টিক সহজলোভ্য, যথেচ্ছ ব্যবহার, ক্ষণিক ব্যবহারিক সময়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে একবার মাত্র ব্যবহার সমস্যা বাড়িয়ে তুলছে। বর্তমানে বহুজাতিক সংস্থা গুলি, যারা প্রধানত সভ্যসমাজের জীবন শৈলী নির্ধারণ ও অভিমুখ নিয়ন্ত্রণ করে তারা নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মোড়কে যতদিন প্লাস্টিক দিয়ে কাজ সারবে। এই সমস্যা অব্যাহত থাকবে। একবার ব্যবহার

বর্তমানে বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আশির্বাদ প্লাস্টিক। এমন বস্তু যা কোন সিন্থেটিক বা আধা–সিন্থেটিক জৈব যৌগ দিয়ে তৈরি। নমনীয়তার জন্য এটিকে গলিয়ে শক্ত জিনিসের মধ্যে ঢালা যায়। কম খরচ, সহজ উৎপাদনযোগ্যতা, বহুমুখীতা, জল ও বায়ু নিরোধক হালকা ইত্যাদি কারণে প্লাস্টিক চায়ের কাপ থেকে শুরু করে মহাকাশযানের বিভিন্ন পার্টস তৈরিতে ব্যবহার করা হয়ে আসছে। প্লাস্টিকের ক্যারিসমা কিসে নেই। পেন থেকে সিস্টার্ন, জুতো থেকে মালা সর্ব ঘটের কাঁটালি কলা হয়ে মানব সভ্যতায় প্রত্যক্ষ পরোক্ষ স্থিতাবস্থা সবার জানা। অনায়াসে বর্তমান যোগ্য প্লাস্টিক উৎপাদন ও বন্টন বন্ধ না করে উপভোক্তাকে শুধুমাত্র শিক্ষিত বা জরিমানা করে লাভ নেই। সরকার এ ব্যাপারে অনেকটা 'গৃহস্থকে সজাগ থাকতে বলছে, চোরকে বলছে চুরি করো'র মতো দ্বৈত নীতি নিচ্ছে।

আমার আপনার ব্যবহার করা মাইক্রোপ্লাস্টিক, বিভিন্ন প্রকারের কঠিন বর্জ্য, সার্জিক্যাল বর্জ্য ই–বর্জ্য স্যানিটারি বর্জ্য নির্মাণ বর্জ্য মানব সভ্যতাকে চ্যালেঞ্জের মুখো দাঁড় করিয়েছে। এই বর্জ্য ও থার্মোকল ইছাকৃত বা অনিচ্ছায় নর্দমা নদী হয়ে সমুদ্রে গিয়ে জড় হচ্ছে। যা শুধুমাত্র সমুদ্র দূষণ করছে না সামুদ্রিক ইকো সিস্টেম নষ্ট করছে। সামুদ্রিক প্রাণী, বিশেষ করে ভাসমান প্রবালের বংশ বিস্তারে বাধা তৈরি করছে। যে প্রবাল সামদ্রিক অক্সিজের অন্যতম উৎস্ব। সভ্যতা পিছিয়ে যায় না। তাই যতই আমরা কাগজ পাট মাটির ব্যবহার দৈনন্দিন জীবনে বাড়াই না কেন, সমাধান এটা নয়। আমাদের চাই প্লাস্টিকের বিকল্প; উন্নততর প্লাস্টিক।

পরিবেশের আর এক জ্বলন্ত সমস্যা বিশ্ব উষ্ণায়ন। মানুষ সভ্যতার পথে অগ্রসর হচ্ছে বলে, নাগরিক সুখ সহজলভ্য। বিজ্ঞানের অগ্রগতি হোক বা না হোক আজ অবধি মানুষ যা কিছু আবিষ্কার করেছে অর্থাৎ প্রযুক্তির সহজলোভ্যতা হয়েছে। আগে যে প্রযুক্তি গ্রহণ করতে যা মূল্য দিতে হত বা যত গুলো গেজেট ব্যবহার করতে হত এখন তা হয় না। সেগুলি ইকো ফ্রেন্ডলি কিনা যাচাই না করেই ছাড়পত্র পায় বাজারে। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশে। বিশ্ব বাজারের ইঁদুর দৌঁড়ে প্রতিটি পণ্যের একাধিক বিক্রেতা। আর প্রতিটি ক্রেতাকে প্রলোভিত করার কত না পন্থা।

প্রতিটি পণ্যের ক্ষেত্রে সরকারের জন্য ট্যাক্স, বহুজাতিক সংস্থার অধিক লভ্যাংশ আর ক্রেতার জন্য ছাড় বা অফার মহার্ঘ্য। পণ্যটি পরিবেশ বান্ধব কি নয়, পরিষেবাটি খাঁটি না ভেজাল, অফারটি যোগ্য না গ্রহসন বিচার না করেই গ্রহণ করে গ্রাহক। এতে হয় প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়, নয় ক্রেতার আর্থিক ক্ষতি হয়। উদাহরণ শীততাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র।

ভারতবর্ষের মতো বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশের দেশে সারাবছর ক'মাস এই যন্ত্রের প্রকৃত প্রয়োজন? যন্ত্রের মোট আয়ুষ্কাল আর গোটা বছরে মোট কত গ্যাটের খরচ হয় উপভোক্তারা বিচার করি না। আমাদের তৃপ্তি বাইরে চল্লিশ–বিয়াল্লিশ ঘরে অর্ধেক তাপমাত্রা। এর সুদূর প্রসারী প্রভাব কয়েকজন পরিবেশপ্রেমী মানুষ ছাড়া কেউ খেয়াল রাখি না।

আমরা পরিবেশ সচেতন হচ্ছি, হব। আত্মস্বার্থে। দেশে মানুষের গড় বয়স ৭২ বছর। সভ্যতার বয়স মাত্র ৭ হাজার বছর। মানব জাতীর বয়স ৪৮ থেকে ৪৯ লক্ষ বছর। পৃথিবীর বয়স ৪৫০ কোটি বছর। নিজেদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে একক অপচেষ্টায় বিশ্বপ্রকৃতির বিশাল ভাণ্ডারের খুব বেশি ক্ষতি করতে পারব না ঠিকই। শুধুমাত্র মানব সভ্যতাকে প্রশ্ন চিহ্নের সামনে দাড় করানো ছাড়া।

আত্মশ্লাঘার পরিসর নেই পরিবেশপ্রেমীদের। আগামী মানব সভ্যতার স্বার্থে আসুন সচেতন হই। প্রকৃতি কিন্তু প্রতিশোধ নেয় না, প্রতিদান দেয়। আজকের কর্ম আগামীর ফল।

দেশ দেশান্তরে

ডি–ডেতে শ্রদ্ধা চার্লসের

সুমন্ত ভৌমিক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসিদের আগ্রাসন থেকে ইউরোপকে মুক্ত করতে উত্তর ফ্রান্সে মিত্র বাহিনীর প্রথম ঐতিহাসিক অভিযান ডি–ডে হিসেবে পরিচিত। দিবসটির ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ফ্রান্স সফর করেছেন ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লস।

এছাড়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁ, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো, প্রিন্স উইলিয়াম ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি ডি–ডেতে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় দিবসটির স্মরণে ঐক্যের ডাক দেন তিনি। এ ছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ওই অভিযানে নিহত মিত্র বাহিনীর সেনা এবং ফরাসি বেসামরিক নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তিনি। রাজা তৃতীয় চার্লস বলেন, অত্যাচারের বিরোধিতার জন্য স্বাধীন দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আসুন প্রার্থনা করি, যাতে আমাদের আর কখনো এমন ত্যাগ স্বীকার করতে না হয়।

কয়লা বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞার আহ্বান

ইসরায়েলে কয়লা বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞার আহ্বান জানিয়েছে কলম্বিয়ার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। অভ্যন্তরীণ ভাবে বৃহস্পতিবার এ তথ্য জানাগেছে। আর বলা হয়েছে, কলম্বিয়ার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় শুষ্ক ও বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত একটি কমিটির কাছে কয়লার চালান সীমাবদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। এর আগে জাতিসংঘের একজন বিশেষজ্ঞ গাজায় গণহত্যা অভিযোগে জাতিসংঘের সদস্যদেশগুলোকে দ্রুত ইসরায়েলের ওপর অস্ত্র ও অন্যান্য নিষেধাজ্ঞা জারির আহ্বান জানিয়েছেন। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনে 'দ্য অ্যানাটমি অব আ জেনোসাইড' নামের একটি প্রতিবেদন তুলে ধরেন ফ্রান্সেসকা আলবানিজ। তিনি বলেন, মানবতার সবচেয়ে খারাপ অবস্থার বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করা এবং প্রাপ্ত ফলাফলগুলো উপস্থাপন করা আমার দায়িত্ব। গাজায় একটি গোষ্ঠী হিসেবে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে গণহত্যা ও অপরাধের সীমা অতিক্রম করা হয়েছে বলে আমি দেখতে পেয়েছি।

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে তিন দেশের স্বীকৃতি

স্পেন, আয়ারল্যান্ড ও নরওয়ে মঙ্গলবার একটি সমন্বিত সিদ্ধান্তে আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই তিনটি ইউরোপীয় দেশ বিশ্বাস করে, তাদের উদ্যোগের শক্তিশালী প্রতীকী প্রভাব রয়েছে, যা সম্ভবত অন্যদের অনুসরণ করতে উৎসাহিত করবে। আয়ারল্যান্ডের সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে এই ব্যবস্থা অনুমোদনের পর প্রধানমন্ত্রী সাইমন হ্যারিস বলেছেন, তাদের লক্ষ্য ছিল মধ্যপ্রাচ্যের শান্তির আশা বাঁচিয়ে রাখা। নরওয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিলিস্তিন, আয়ারল্যান্ড ও স্পেনের পতাকাগুলো ২৮ মে পশ্চিম তীরের রামাল্লা শহরের একটি প্রবেশদ্বারে উত্তোলন করা হয়েছে। স্বীকৃতি কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসপেন বার্থ এইড এই পদক্ষেপটিকে 'নরওয়ে–ফিলিস্তিন সম্পর্কের জন্য একটি বিশেষ দিন' হিসেবে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি ইসরায়েলকে গাজায় মানবিক বিপর্যয় বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, আমরা শান্তি প্রক্রিয়ার শেষে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলাম। তবে শান্তির অলৌকিক ঘটনাকে বাঁচিয়ে রাখতে আমরা স্পেন ও নরওয়ের পাশাপাশি এই পদক্ষেপ নিয়েছি। এ পদক্ষেপকে সাত মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা বিধ্বংসী গাজা যুদ্ধে হামাসের জন্য 'পুরস্কার' হিসেবে নিন্দা করেছে ইসরায়েল। অন্যদিকে স্পেনের মন্ত্রিসভা এই পদক্ষেপকে সমর্থন করার পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসে ম্যানুয়েল আলবারেস বলেন, এটি এমন একটি দিন যা স্পেনের ইতিহাসে খোদাই করা হবে। এর আগে স্প্যানিশ প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ বলেন, শান্তির জন্য স্বীকৃতি অত্যাবশ্যক। তিনি জোর দিয়ে জানান, এই পদক্ষেপ কারো বিরুদ্ধে নয় অন্তত ইসরায়েলের নয়। এটি শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে পাশাপাশি বসবাসকারী দুটি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার একমাত্র উপায়।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে সুন্দরবন বাঁচানোর শপথ

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : বুধবার আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস পালিত হল সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের শিবগঞ্জে। চম্পা মহিলা সোসাইটির উদ্যোগে বিভিন্ন গ্রামের ৫০০ জনের বেশি মানুষজন উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে। সুন্দরবনকে বাঁচানো,জীব বৈচিত্র,বন্যপ্রাণ রক্ষা ও দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে শপথ নিয়ে এবং সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় সকালে। আশ্রমের কচিকাঁচারা বৃক্ষ রোপণের সংকল্প নিয়ে 'সৃজন' নামক একটি নাটকের মধ্যদিয়ে সাধারণ মানুষজনদেরকে সচেতন করে। অনুষ্ঠান শেষে সমাজসেবী তথা শিক্ষরত্ন অমল নায়েক ২০০ টি আমের চারা গাছ গ্রামবাসীদের হাতে তুলে দেন।

অমল বাবু জানিয়েছেন, বিভিন্ন উপায়ে সচেতন করার পাশাপাশি বৃক্ষ রোপণ জরুরী। না হলে সুন্দরবন কে রক্ষা যাবে না। ফলে সুন্দরবন কে রক্ষা করার স্বার্থে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে এবং সেটা খুব জরুরী ভিত্তিতে।'

উল্লেখ্য বিভিন্ন ভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর ঘাত প্রতিঘাত এর ফলে অবক্ষয় হতে শুরু করেছে প্রাকৃতিক পরিবেশের। প্রাকৃতিক পরিবেশ কে স্বচ্ছ সবুজ সুন্দর করে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বিশ্ব দরবারে ১৯৭২ সালে ইউনেস্কোয় সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানেই পৃথিবীতে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রাখার জন্য জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ যেনতেন প্রকারে বাঁচাতেই হবে।অবশেষে দীর্ঘ দুবছর পর ইউনেস্কো ১৯৭৪ সালে ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস ঘোষণা করে।সেই থেকেই প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার কর্মসূচী অনুয়ায়ী বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়ে আসছে।

সুন্দরবন শুধুমাত্র বাংলা কিংবা ভারতবর্ষের আলোচ্য বিষয় নয়। সুন্দরবনের অস্তিত্ব রক্ষা সমগ্র বিশ্বে এক অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

১৯৮৪ সালের ৪মে জাতীয় অভয়ারণ্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে বিশ্বের বৃহত্তম ব–দ্বীপ সুন্দরবন। সেই সুন্দরবন বর্তমানে বিশ্ব উষ্ণায়ণের ফলে বিলীন হয়ে যেতে পারে বলে শঙ্কা। এমন শঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে বিশ্বের তাবড় তাবড় গবেষক,বিঞ্জানী তথা পরিবেশবিদদের গবেষনায়। এরফলে প্রায় ৬০ লক্ষ সুন্দরবনবাসীর জীবন বিপন্ন হতে পারে। পরিবেশ কে বাঁচিয়ে সুন্দরবনকে রক্ষা করা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। সমস্যায় জর্জরিত পৃথিবীর এই বৃহত্তম ব–দ্বীপ সুন্দরবন। বিশ্ব উষ্ণায়ণের কবলে পড়ে সুন্দরবনের ১৯ টি ব্লক ধীরে ধীরে লবণাক্ত জলে

নিমজ্জিত হতে চলেছে।এই ঘটনাই ভাবিয়ে তুলেছে সুন্দরবনবাসীদের। সেই সঙ্গে বিপন্ন দ্বীপ অঞ্চলের প্রাণীকূলও।

আনুমানিক ১৭৭০ সালে সুন্দরবনের বিস্তৃর্ণ এলাকার জঙ্গল কেটে জনবসতি গড়ে তোলার পাশাপাশি চাষআবাদ শুরু করেছিলেন বাদাবনের বাসিন্দারা।ইতিহাস বলছে জনবসতি গড়ে ওঠার কয়েক বছরের মধ্যে জলোচ্ছ্বাস এবং ভূমিকম্পের কবলে পড়ে সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকের ক্ষয়ক্ষতির সম্মূখীন হয়েছিল। এরপর ১৯২৮ সালে ইষ্ট–ইন্ডিয়া কোম্পানী সুন্দরবনের বনাঞ্চল ও সংশ্লিষ্ট এলাকাকে নিজেদের বলে ঘোষণা করে। এরপর সাধারণ বাঁধ তৈরী করে ছোট ছোট দ্বীপগুলিকে নিজেদের প্রয়োজনে ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে শুরু করেন ইষ্ট–ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তাব্যক্তিরা। বাঁধগুলি তৈরী হয়েছিল স্থানীয় পদ্ধতিতে।কোন বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কিংবা ফর্মূলায় বাঁধ তৈরী হয়নি। সেই ট্রাডিশন আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। এই ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়ে ২০০৯ সালে। ২০০৯ সালের ২৫ মে বিধ্বংসী আয়লা ঝড়ে ছারখার হয়ে যায় সমগ্র সুন্দরবনের বাধঁ। স্বাভাবিক ভাবেই সুন্দরবনের নদীবাঁধ গুলির অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক হয়ে পড়ে। ৩৫০০ কিলোমিটার নদী বাঁধের মধ্যে ৭৭৮ কিলোমিটার নদী বাঁধ প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। সেই সঙ্গে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় সুন্দরবনের বাদাবনগুলির। এই বাদাবনগুলি ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় ভূমিক্ষয় ব্যাপক হারে বেড়ে চলেছে। সুন্দরবনের অরণ্য ও নদীনালা সহ মোট আয়তন ৯৬২৯.৯ বর্গকিলোমিটার। এর বাইরে আরো কিছু অঞ্চল মিলিয়ে মোট জমির পরিমাণ ৫৩৬৩.৪ বর্গকিলোমিটার। আবার এর মধ্যে ৭৮৭৫০০ একর জমি কৃষিকাজে আর সুন্দরবনের বনাঞ্চল ও সংরক্ষিত এলাকার পরিমাণ ৪২৬৪ বর্গ বর্গ কিলোমিটার। সুন্দরবনে প্রায় ৪০০ প্রজাতির অধিক গাছ ও আগাছা পাওয়া যায়। ১০২ টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত সুন্দরবন। এরমধ্যে ইতিমধ্যে ৫৪ দ্বীপ ধ্বংস হয়ে গেছে। অবশিষ্ট মাত্র ৪৮ টি। ১৮৭২ সালে সুন্দরবনের জনসংখ্যা ছিল ২৯৬০৪৫ জন। আর বর্তমানে প্রায় ৬০ লক্ষের অধিক মানুষ সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপে বসবাস করেন।মোট ১৯ টি ব্লক নিয়ে গঠিত পৃথিবীর বৃহত্তম ব–দ্বীপ এই সুন্দরবন। এর মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ১৩ ব্লক ও উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ৬ টি ব্লক রয়েছে। ২০০৯ এর আয়লায় সুন্দরবনের প্রচুর কৃষি জমি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফলে আগামী দিনে সুন্দরবনের মানুষের জীবিকা নির্বাহ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। বিপর্যস্ত দরিদ্র মৎস্যজীবিরা। জীবিকার সন্ধানে সুন্দরবন জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়ে প্রায়ই বাঘের আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে থাকে। এছাড়াও খাদ্যের সন্ধানে প্রায়ই লোকালয়ে বাঘ ঢুকে পড়ে। তা স্বত্বে ও এলাকার বাসিন্দারা বৃহত্তম ব–দ্বীপ সুন্দরবনকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণে মাটি আঁকড়ে পড়ে রয়েছেন। সুন্দরবনের অধিকাংশ মানুষজন দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করেন।পর্যাপ্ত কৃষি কাজ ও প্রশাসনিক কড়াকড়ির ফলে জঙ্গলে প্রবেশ করতে না পেরে এই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ কাজের তাগিদে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন। অথচ জনসংখ্যার রাশ টানা যাচ্ছেনা। সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলের জমি এক ফসলি। তাই চাষের জন্য প্রাকৃতিকের উপর নির্ভর করতে হয়। এই সব অঞ্চলে গভীর নলকূপ বসানোও সম্ভবপর নয়। সব জায়গাতেই লবণাক্ত জল,যা চাষের পক্ষে ক্ষতিকর। ফলে বৃষ্টির উপর নির্ভর করতেই হয়। এহেন পরিস্থিতিতে সুন্দরবনের মানুষের জীবিকা নির্বাহের জন্য যেটা সবথেকে বেশি প্রয়োজন ছোট ও মাঝারী শিল্পের।

বিশিষ্ট পরিবেশবীদ তথা তাবড় তাবড় বিঞ্জানীদের মতে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ সুন্দরবনে হাতে। এমন কথার যথেষ্ট গুরুত্বও রয়েছে।উষ্ণায়ণের ফলে যদি সুন্দরবনের বিলুপ্তি ঘটে তাহলে সব থেকে বেশি প্রভাব পড়বে পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশে।

এই রাজ্যের দক্ষিণবঙ্গের কোন জেলা রেহাই পাবেনা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে। আবহাওয়া বিঞ্জানীদের আগাম সতর্কবার্তা শুধু আয়লা কিংবা ফণী,বুলবুল,আম্ফান,ইয়াস,রেমাল নয় আগামী দিনে মারাত্মক বিধ্বংসী প্রাকৃতিক বিপর্যয় সুন্দরবন ও তার আশেপাশের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে আছড়ে পড়তে পারে অদূর ভবিষ্যতে। এই আয়লা কিংবা সামান্য ফণীর দাপটে অর্ধেক সুন্দরবন প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এখনও অবধি সেই দুঃসময়ের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি সুন্দরবনে মানুষ ও পশু পাখি। তারপর আগামী দিনের প্রাকৃতিক দূর্যোগের পূর্বাভাষ বাড়িয়ে দিয়েছে উদ্বেগ।তাই অবিলম্বে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নদীবাঁধ সংস্কার কিংবা নতুন বাঁধ নির্মাণ ও বণাঞ্চলের ভারসাম্য আনতে কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরের উদ্যোগ নেওয়া জরুরী।না হলে শুধুমাত্র পরিবেশ দিবস পালন করে কোন লাভ হবে না।আর সুন্দরবন বাঁচাতে গাছ লাগানোর পাশাপাশি এমন উদ্যোগ না নিলে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের বৃহত্তম ব–দ্বীপ সুন্দরবন।

জনগণের মতে বাংলায় বিজেপির ভরাডুবি

প্রথম পাতার পর

মাসে মাসে মহিলারা ১০০০ টাকা কিংবা ১,২০০ টাকা যেটা পাচ্ছেন সেটা প্রান্তিক গ্রাম বাংলার মহিলাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলায় প্রায় ৩ কোটি মহিলা এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প থেকে উপকৃত। এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে বিজেপি নেতা কর্মীরা কোনও স্ট্যান্ড নিতে পারেনি। ১০০ দিনের কাজের টাকা থেকে দীর্ঘদিন বঞ্চিত এই বাংলার মানুষ। তৃণমূল কংগ্রেস বারবার প্রচারের মাধ্যমে বলেছে কেন্দ্র সরকার এই টাকা দিচ্ছে না তাই মানুষ বঞ্চিত। সেই বঞ্চিত মানুষদের ভোটের মুখে ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে টাকা ঢুকিয়ে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সেই উপভোক্তারাও এবার দুহাত খুলে ভোট দিয়েছে তৃণমূলে। ১০০ দিনের কাজের টাকা এবং আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র আটকে রেখেছে নানা দুর্নীতি হয়েছে বলে। কিন্তু সেই দুর্নীতির সঙ্গে কারা জড়িত তাদের কোন শাস্তির ব্যবস্থা করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। এই বিষয়টিও এবারে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটের হাওয়ায় সহায়ক হয়েছে। চুরি, দুর্নীতি কিংবা সন্দেশখালি কোন কিছুই এবার ভোটে ছাপ পেলেনি। পূর্বেও আমরা দেখেছি সারদা–নারদা হলেও তার প্রভাব ভোটে পড়েনি। সাধারণ মানুষ এই সমস্ত বিষয় নিয়ে মাথাও ঘামাতে চায়নি, কারণ তারা চায় তারা কী হাতে পাচ্ছে। কে জেলে গেল বা কে জেলের বাইরে থাকল তাতে সাধারণ মানুষের কিছু যায় আসে না।

পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের নানা জনমুখী প্রকল্প গুলো সেভাবে প্রচারের আলোকে আনতে পারেনি বিজেপি নেতৃত্ব। অথচ রাজ্য সরকার তার লক্ষীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী সহ বিভিন্ন প্রকল্পগুলোকে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছে এবং প্রচার করেছে। ওবিসি শংসাপত্র নিয়ে তৃণমূল সরকার যে কাজ করেছে তার কুফল সম্পর্কেও মানুষকে বোঝাতে ব্যর্থ বিজেপি নেতৃত্ব। অন্যদিকে, মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন রাজ্য সরকারের শংসাপত্রে যে উপকৃত সেটা বেশি প্রচারিত হয়েছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে বিজেপির বিভিন্ন জনসভায় কার্যত ব্রাত্য করে রাখা হতো। রাজনৈতিক মঞ্চে উচ্চেস্বরে জয় শ্রীরাম স্লোগান ভালোভাবে সারা রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। এমনকি ৪২ টি লোকসভা আসনে বিজেপি কোথাও মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন প্রতিনিধিকে প্রার্থীও করেনি। এই বিষয়টিকেও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন ভালো চোখে দেখেনি। তাই এবারও লোকসভা নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল কংগ্রেসের মূল ভোটব্যাঙ্কে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভোট অটুট রয়ে গেছে। বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে মেদিনীপুর থেকে সরিয়ে বর্ধমান–দুর্গাপুরে নিয়ে যাওয়াটাও বোধহয় ঠিক হয়নি। কারণ মেদিনীপুর ছিল দিলীপ ঘোষের জেতা আসন, ওখানে তার একটা পরিচিতি এবং সংগঠনগত দক্ষতা ছিল। ওখান থেকে দিলীপ ঘোষ যদি দাঁড়াতেন তাহলে হয়তো তার জয় অবশ্যম্ভাবী ছিল। আবার দুর্গাপুর–বর্ধমানের জেতা আসন ছিল সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়ার, তাকে অনেক দেরিতে আসানসোলে প্রার্থী করা হয়। এটাও একটা ঐতিহাসিক ভুল। আসন পরিবর্তন না করা হলে বর্ধমান দুর্গাপুরে সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া বোধহয় জয়লাভ করতেন। বিজেপির অন্দরে কান পাতলে একটা কথা শোনা যায়– যখন আসি যখন যাই, ইচ্ছা করলে টিকিট পাই। তাই দলবদলু অর্জুন সিংকে ব্যারাকপুরে টিকিট দেওয়া মানুষ ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি। উত্তর কলকাতায় সবেমাত্র বিজেপিতে যোগদান করেই তাপস রায় যেভাবে বিজেপির টিকিট পেলেন তা ওই কেন্দ্রের পুরনো দিনের বিজেপি কর্মীরা ভালো চোখে দেখেনি। তাই ব্যারাকপুর এবং উত্তর কলকাতায় বিজেপির জয় অধরা থেকে গেল। আগামী দিনে এই সমস্ত সাংগঠনিক দুর্বলতা দূর না করলে বঙ্গ বিজয় বিজেপির কোনওদিনই সম্ভব হবে না।

৩ কেন্দ্রেই ক্ষমতা দখল তৃণমূলের

প্রথম পাতার পর

শুধুমাত্র বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিজেপির বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। এককথায়, দুই জেলার এই ৩ কেন্দ্রেই বিজেপি সাংগঠনিক ক্ষমতার জোরে বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষের কাছে নিজেদের রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দিতে পেরেছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের দাপটের পাশাপাশি বিজেপির অভাবনীয় উত্থানে এখানে সংসদীয় রাজনীতিতে বামেরা কার্যত কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ফলে নিজেদের একদা লালদুর্গেই বামেদের তৃতীয় স্থানে নেমে যেতে হয়েছে। সেবার রাজনৈতিক বোদ্ধাদের একাংশের অভিমত ছিল ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতির ময়দানে 'বামের ভোট রামে' অর্থাৎ লাল শিবিরের ভোট গেরুয়া শিবিরে যাওয়াতেই বিজেপির এই অভাবনীয় জয়লাভ হয়েছিল। সেই একই ধারা নাকি দেখা গিয়েছিল ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও। তবে, ২০২১ সালের পাশাপাশি পরবর্তী পুরসভা এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনেও একই ধারার রাজনীতি বহমান হলেও রাজ্যের দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু বিজেপি সহ বিরোধীদের কার্যত মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয়নি। এই সকল নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি প্রদর্শনই কিন্তু ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ঘাসফুলের জয়ের আভাসটা অনেকখানিই পাওয়া যাচ্ছিল এবং সেটা শেষাবধি মিলেও গেল। এই তিন কেন্দ্রের ক্ষমতা দখলে এবারে কার্যত মরিয়া হয়ে উঠেছিল পদ্মফুল এবং ঘাসফুল শিবির। কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপির পদ্মফুল প্রতীকের বিরুদ্ধে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের ঘাসফুল প্রতীকের জোরদার লড়াইয়ের ময়দানে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারে ঝড় তুলতে হাজির হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ, যোগী আদিত্যনাথ, মিঠুন চক্রবর্তী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সংসদ সদস্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, দেব সহ অসংখ্য হেভিওয়েট নেতানেত্রী। ঝাঁ চকচকে প্রচারে একে অপরকে টক্কর দেওয়ার প্রয়াস দেখেছিল আমজনতা। কিন্তু, শেষপর্যন্ত দুই জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তির কাছে বিজেপিকে হার মানতেই হল। তবে, শুধু যে সাংগঠনিক ক্ষমতার জোরেই তৃণমূল কংগ্রেসের এই সাফল্য লাভ তাও নয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বে চালু হওয়া জনমুখী অসংখ্য সরকারি প্রকল্প বিশেষ করে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', 'রূপশ্রী' প্রভৃতির সরাসরি প্রভাবে তৃণমূল কংগ্রেস এবারের নির্বাচনে যে বিস্তর সুবিধা লাভ করেছে এটা বলাই বাহুল্য। যদিও এই দুর্বল সাংগঠনিক পরিস্থিতিতেও দুই জেলার শহুরে ভোটারদের বিরাট অংশের মধ্যে বিজেপি ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। বর্ধমান পুরসভা থেকে শুরু করে কাটোয়া, কালনা, দাঁইহাট, দুর্গাপুর...সর্বত্রই শহুরে ভোটারদের বিরাট অংশ বিজেপিকে সমর্থন জানিয়েছেন। রাজনৈতিক মহলের একাংশের অভিমত, রাজনীতিতে ধর্মীয় মেরুকরণ ঘটেছে এবং স্থান ভেদে ভোটারদের মধ্যে তারই প্রভাব পড়ছে। ধর্মীয় ভিত্তিতে ভাগ হওয়া এই ভোটের সুবিধা লাভ করছে একাধিক রাজনৈতিক দল। এদিকে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নতিকেই প্রধান লক্ষ্য করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাইছেন বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের নব নির্বাচিত এম পি ডাক্তার শর্মিলা সরকার। কলকাতার এই বিশিষ্ট মনরোগ বিশেষজ্ঞ ভারতের গৌরবজ্জ্বল সংসদীয় রাজনীতির ময়দানে নির্বাচনী যুদ্ধে প্রথমবার পা দিয়েই বিপুলভাবে সাফল্য লাভ করে সকলকে চমকে দিয়েছেন। তিনি আলিপুর বার্তা পত্রিকাকে বলেন, নির্বাচনে জয়লাভ করে ভালো তো লাগবেই। এখানকার মানুষ আমাকে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। আমি একজন চিকিৎসক। সেই হিসাবে সবার আগে আমার নজর থাকবে এই এলাকার চিকিৎসা পরিষেবা এবং শিক্ষাক্ষেত্রেরও সার্বিক উন্নয়ন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূচি পালন করা হয়। সেভ আর্থ ফর লাইফের তরফ থেকে পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হলো। এদিন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে একটি রেলি বের করা হয়।

সংশ্লিষ্ট সংস্থাটি পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠন একত্রিত হয়ে শামিল হয় উদযাপনে। প্লাকার্ড হাতে নিয়ে বিভিন্ন পরিবেশ সচেতনামূলক বার্তা দেন তারা। পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার সম্বন্ধে অবগত করা হয়।

ইঁটের আঘাতে

প্রথম পাতার পর

বিজেপির অভিযোগ, এরা মণ্ডল পরিবারের পাঁচজন জখম হয়েছেন। শুক্রবার রাতেই বাড়িতে হামলা চালায় তৃণমূল সমর্থকরা বলে অভিযোগ। এরা বাসন্তী থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন।

এছাড়াও বিরোধী এস ইউ সি আইয়ের অভিযোগ, কুলতলির বুথ নম্বর ৩৯ এবং ৪০ ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ইভিএম জলে ভাসতে দেখা গেছে।

এছাড়াও মেরিগঞ্জ ১ নম্বরে ৮ নম্বর বুথে নয়া পাড়া স্কুলে এবং বুথ নম্বর ১৯ ও ২০ ধানখালি এফ পি স্কুলে, বুথ নম্বর ১৩ কচিয়ামারা হেমচন্দ্র হাই স্কুল, বুথ নম্বর ১৪ বেনিমাধবপুর আই সি ডি এস সেন্টার বুথে তৃণমূলের গুণ্ডারা সাধারণ ভোটারদের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে যেতে বাধা দিয়েছে বলে এস ইউ সির অভিযোগ। তারা গোটা বিষয়টি কমিশনের কাছে অভিযোগ করেছে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন গোবরডাঙ্গায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫ জুন বুধবার বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে শেষ হলো থিয়েটার এসোসিয়েশন অফ গোবরডাঙ্গা সংক্ষেপে ট্যাগ–এর বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন। এই দিন গোবরডাঙ্গা স্টেশন সংলগ্ন এক নম্বর প্লাটফর্মে মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আধিকারিক এডিটর অফ পাবলিকেশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রসেনজিৎ কুমার মণ্ডল, উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক দীপককুমার দা, ডঃ সুনীল বিশ্বাস, ডাক্তার এন.সি. কর, পলাশ মণ্ডল, নিরোশ ভৌমিক, অরিন্দম দে, সৃঞ্জয় ঘোষ, উদয়শঙ্কর দাস, মলয় দাস আশীষকুমার

ঘোষ, অলকানন্দ বসু, পাঁচুগোপাল হাজরা, অশোক পাল, বাসুদেব মুখোপাধ্যায় প্রমূখ।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনের তাৎপর্য এবং পরিবেশ সচেতনতামূলক বক্তব্য রাখেন দীপককুমার দা, ডঃ সুনীল বিশ্বাস, ডাক্তার এন.সি. কর, পলাশ মণ্ডল, নিরোশ ভৌমিক, অরিন্দম দে, সৃঞ্জয় ঘোষ অলকানন্দ বসু, পাঁচুগোপাল হাজরা, অশোক পাল প্রমূখ।

অনুষ্ঠানে গোবরডাঙ্গা স্টেশনের এক নম্বর প্লাটফর্মকে আলপনার মাধ্যমে সজ্জিত করে একদল তরুণ শিল্পী। অনুষ্ঠানে ছিল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও গাছের চারা বিতরণ।

অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন গোবরডাঙ্গা সুর ও সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীরা, পরিচালনা করেন পারমিতা মন্ডল। মেদিয়া মেঠো পথ লোকসংগীত পরিবেশন করে, পরিচালনা করেন ইন্দ্রজিৎ নট্ট। এছাড়াও সঙ্গীত পরিবেশন করেন চমক বিশ্বাস। আবৃত্তি পরিবেশন করেন বিথীকা পাল, আলোকবর্তিকা ভট্টাচার্য, নীলাদ্রি দত্ত, আয়ুষ চক্রবর্তী, বিউটি ভট্টাচার্য, অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল মানুষকে একটি করে গাছের চারা উপহার দেওয়া হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ও বিউটি ভট্টাচার্য।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজ বজ : সম্প্রতি বজবজ ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত কাশিপুর–আলমপুর অঞ্চলের চক্কাশিপুর নস্কর পাড়ায় ১৩৫ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপিত হল। অন্যান্য অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দিদিমণি, সহায়ক এবং সুপারভাইজাররা উপস্থিত ছিলেন। ওইদিন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সঙ্গীত, আবৃত্তি, নৃত্য পরিবেশন করে। বৃক্ষরোপণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি রিয়েলিও অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশেষ অতিথিদের হাতে স্মারক হিসাবে গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়। এরপর ওই গ্রামে বৃক্ষরোপণও করা হয়। যেভাবে দিন দিন উষ্ণায়ন বাড়ছে, তা প্রতিরোধ করার স্বার্থে সর্বত্র বৃক্ষরোপণ করা জরুরি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মনে এখন থেকেই যদি বিশ্ব পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয় তাহলে আগামী দিনে আগামী পূজন প্রজন্মের ভালো হবে।

নেচারস্টাডি সেন্টারের উদ্যোগে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস'

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো এবছরও ৫ জুন বজবজ তদন্ত কেন্দ্রের সামনে বিনামূল্যে চারাগাছ বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করে বজবজ মহেশতলা নেচারস্টাডি সেন্টার (সদস্য সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ ও পশ্চিমবঙ্গ পর্বতারোহন সংগঠন)। বজবজ ভারত পেট্রোলিয়াম ও বজবজ ইন্ডিয়া কার্বনের সহযোগিতায় হাজারটি ফলের চারাগাছ সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। ইন্ডিয়া কার্বনের ম্যানেজার চন্দ্রনাথ আচারিয়া বর্তমান পরিস্থিতির সাপেক্ষে বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সংগঠনের সদস্যরা পথচলতি মানুষের হাতে চারাগাছ তুলে দেন। সংগঠনের সম্পাদক জয়দেব দাস বলেন, চলতি সপ্তাহে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' উপলক্ষ্যে বজবজ–চড়িয়াল সহ নবাসন হাইস্কুল ও রাজীবপুর হাইস্কুলে চারাগাছ বিতরণ ও রোপণের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আগামী ২ মাস ব্যাপী অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে তাদের এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অব্যহত থাকবে বলে তিনি জানান।

বেকারত্ব ও জীবন যন্ত্রণার কাছে দুর্নীতি ও ধর্মীয় ভাবাবেগ পর্যুদস্ত

প্রথম পাতার পর

আজ কংগ্রেস যে আসন গুলিতে জিতেছে তা রাহুলের কৃতিত্ব নয়, বিজেপির ভুলের মাশুল। আর পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ভরাডুবির প্রধান কারণ হল ধর্মীয় মেরুকরণ। আর সিএএ নিয়ে অতিরিক্ত মাতামাতি এ রাজ্যে মুসলিমরা আতঙ্কিত হয়ে এককাট্টাভাবে রক্ষাকর্তা হিসাবে তৃণমূলকেই বেছে নেয়। আর সিএএ নিয়ে পুরো বিষয়টা অনেকের কাছেই পরিষ্কার নয়। মুসলমানরা যেখানে বিজেপি বিরোধী শক্তিপ্রধান সেখানে তারা তাকেই একত্রিতভাবে ভোট দিয়েছে। আমাদের রাজ্যে হিন্দু ভোট ভাগ হয়েছে, কিন্তু মুসলিম ভোট ভাগ হয়নি। তারা একজোট হয়ে তৃণমূলকেই ভোট দিয়েছে। একারণে অধীরের গড়ে অধীর হেরেছেন। এমনকী মুসলিম প্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও সিপিএমের মহঃ সেলিমও জেতেননি। ওখানে তৃণমূলের দেওয়া মুসলিম প্রার্থী জয় লাভ করেন। আসলে নরেন্দ্র মোদীর অহঙ্কারই অতি দর্পে হত লঙ্কার মতো হয়েছে। এমনটাই আমার ব্যক্তিগত অভিমত।'

পঞ্চায়েতের জনৈক অবসর প্রাপ্ত উপসচিব সন্তোস কুমার দাস বলেন,'আসলে নরেন্দ্র মোদী,অমিত শাহ–এদের ব্যাপক অহঙ্কার জন্মেছিল। বিভিন্ন জনসভায় বাচনভঙ্গিতেও তা ধরা পড়ে। মঙ্গল সূত্র ছিঁড়ে দেবে, সংরক্ষণ তুলে দেবে, সংবিধান বদলে দেবে– এগুলো শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আর একটা অংশ যা মুসলিম, তারা ভীত–সন্ত্রাস্ত হয়েছে। একারণে বামেদের মিটিং মিছিলে ভাল লোক হোয়া সত্বেও ভোট তেমন পড়েনি। শরিকদের গুরুত্ব না দিয়ে বিজেপির একক আগ্রাসী মনোভাব এর ফলে ভোট দ্বিবিভক্ত হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের শান্তিপ্রিয় মানুষজন সুনজরে দেখেনি। তারা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিজেপিকে ঠেকানো দরকার মনে করে বিজেপি বিরোধী ভোট দেয়। আর মুসলিমরা তো ভিত্ত–সন্ত্রাস্ত হয়ে তৃণমূল শিবিরে এককাট্টা হয়েছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এরকমটাই হয়েছে। আসলে ধর্মীয় মেরুকরণে ভোট ভাগ হয়ে রাজ্য দুই দলের মধ্যে চলে যায়। তবে মুসলিম ভোট ভাগ না হয়ে প্রায় ৯০ শতাংশ তৃণমূলে ঢুকলেও হিন্দু ভোটটা ভাগ হয়ে বিজেপি, তৃণমূল এবং বামে মিলেমিশে পড়াতে রাজ্যে প্রায় একচেটিয়া সবুজ ঝড় বয়ে গিয়েছে। এর পাশাপাশি কাজ করেছে আরো একটি মাস্টার স্ট্রোক হল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। রাজ্যে মোট ভোটারের প্রায় অর্ধেকই মহিলা ভোটার। ফলে পাঁচশো টাকা থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হাজার টাকা করে দেওয়ার ফলে মহিলাদের সমর্থনটাও তৃণমূলের ঝোলায় পড়েছে ব্যাপকহারে। ফলে রাজ্যের মহিলা ভোট ও সংখ্যালঘু ভোটের দৌলতেই কার্যত সবুজ ঝড়ের রমরমা।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক সংখ্যালঘু শিক্ষক বলেন, 'প্রথম কারণ হল নিম্ন–মধ্যবিত্ত বা গরিব শ্রেণীর মহিলারা তাদের হাতে হাজার টাকা আসা। প্রত্যেকেই তাদের অ্যাকাউন্টে পেয়ে যাচ্ছে টাকাটা। সেজন্য এরা অনেকক্ষেত্রে তাদের স্বামীদের কথাও শোনেনি। পাশাপাশি ঘটনা হল বিজেপির যে সাম্প্রদায়িক উস্কানি এতে মুসলিমরা শঙ্কিত। এ কারণে রাজ্যে মুসলিম ভোট সব তৃণমূলের পকেটে গিয়েছে। এছাড়াও নিম্ন শ্রেণির হিন্দু মহিলা ভোটও তৃণমূলে পড়েছে। তবে শুধু যে মুসলিম ভোটই তৃণমূলের পক্ষে গিয়েছে তেমন নয়। কারণ সমগ্র রাজ্যে মুসলিম প্রায় ৩৪ শতাংশ। এর মধ্যে কোথাও ৫০ শতাংশ, আবার কোথাও ১৪–১৫ শতাংশ, কোথাও তারও কম। আর মহিলার সংখ্যা রাজ্যসহ সমগ্র দেশে ৪৯.৬ শতাংশ এবং পুরুষ ৫০.৪ শতাংশ। সর্বত্রই মহিলারা তৃণমূলকে ভোট দিয়েছেন। চাকুরিজীবীদের ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি সেটাতো সীমাবদ্ধক্ষেত্র। কিন্তু অমিত শাহের হুঙ্কার মোদীর হুঙ্কার এটা হিন্দু মুসলিম কেউই ভালোভাবে নেয়নি। আমার মনে হয়েছে আজকের দিনে মানুষ রুজি–রোজগার, অর্থনৈতিক সংস্কার কিম্বা ডেভেলপমেন্ট এইসব বিষয়ে ভাবে কিন্তু বিজেপি সারা ভারত ব্যাপী শুধু মন্দির ও ধর্ম নিয়ে ভেবেছে। এবং সাধু সন্ন্যাসীদেরও ভোটে নামিয়েছে। এটা শুধু মুসলিম বলে নয়, সাধারণ মানুষও ভালোভাবে নেয়নি। একটা দেশ এগোতে গেলে শিক্ষায় এগোনো দরকার। এই সঙ্গে কর্মসংস্থান। কিন্তু বিগত ১০ বছরে বিজেপি সরকার কী করেছে? দশ বছর নেহাত কম সময় নয়। আসলে দুর্নীতি নিয়ে সাধারণ মানুষ খুব উৎসাহী নয়। তাদের প্রয়োজন অন্ন–বস্ত্রের সংস্থান।

এছাড়া এনআরসি নিয়ে তো শুধু মুসলিমরাই বঞ্চিত নয়। এইসব কারণ মিলিয়ে মিশিয়ে রাজ্যসহ সমগ্র দেশে বিজেপির এই ফলাফল।'

মহানগরে

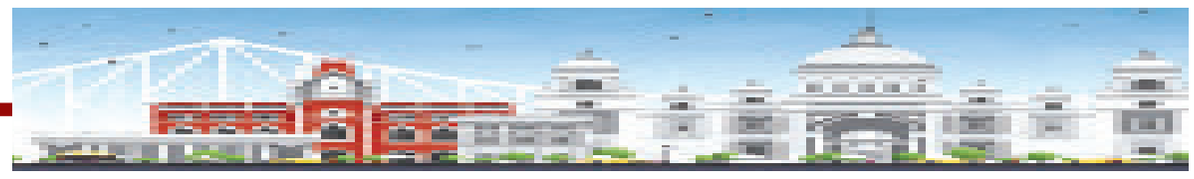

যাদবপুর বিধানসভা এলাকায় তৃণমূলের ভোটের হারে প্রশ্ন চিহ্ন?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কলকাতার দক্ষিণ শহরতলির যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের (২২) অন্তর্গত হল যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্র (১৫০)। কলকাতা পৌরসংস্থার ৯৬, ৯৯, ১০১ – ১০৬, ১০৯ ও ১১০ এই ১০টি ওয়ার্ড নিয়ে যাদবপুর বিধানসভা ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। এই বিধানসভা কেন্দ্রে ১০টি ওয়ার্ডের মধ্যে একমাত্র ১০৩ নাম ওয়ার্ড বাদে বাকি ৯টি ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধিরা হলেন তৃণমূল কংগ্রেস দলের। এবং দীর্ঘদিন যাবৎ এই ওয়ার্ডগুলি তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে রয়েছে। এবং ওয়ার্ড গুলিতে ২০১০ থেকে ক্রমোন্নয়ন ঘটেছে। তাসত্ত্বেও এই যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সাংসদ সায়নী ঘোষ পেয়েছেন মাত্র মোট প্রদত্ত ভোটের ৩৮.৯৯৫ শতাংশ ভোট। এই বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা পৌরসংস্থা মেয়র পারিষদ। ১০৪ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি তারকেশ্বর চক্রবর্তী ১১ নম্বর বরো কমিটির অধ্যক্ষ। ১০১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত কলকাতা পৌরসংস্থা তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক। ১০৬ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি অরিজিৎ দাস ঠাকুর একজন অত্যন্ত দক্ষ সংগঠক। ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের কর্মচঞ্চলা পৌরপ্রতিনিধি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থাৎ ৫জন দক্ষ সংগঠক থাকা সত্ত্বেও যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে সাংসদ সায়নী ঘোষ ৩৯ শতাংশ ভোট পায় কী করে সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে? আরও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ৩ মের পিয়ারলেস ইন হোটেলে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বে উপস্থিত পৌরপ্রতিনিধিদের সভায় মহানাগরিক পৌরপ্রতিনিধিদের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা কতটা কার্যকর হল? তৃণমূল কংগ্রেসের হেরে যাওয়া ওয়ার্ডে কলকাতা পৌরসংস্থার আগামী নির্বাচনে বর্তমান পৌরপ্রতিনিধিরা টিকিট পাবে তো?

যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিধানসভা কেন্দ্রের মোট বুথ সংখ্যা ৩৪৬ টি। মোট ভোটার সংখ্যা হল ৩,০৬,৭১৩ জন। মোট ভোট দিয়েছেন ২,১০,০১৪ জন ভোটার। তারমধ্যে আবার নোটায় ভোট দিয়েছেন ১,২৬৯ জন। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পেয়েছেন ৩৮.৯৯৫ শতাংশ ভোট (মোট ৮১,৮৯৭ টি ভোট)। বিজেপি দলের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ড. অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় পেয়েছেন ৩০,৪৯৭ শতাংশ ভোট (মোট ৬৪,০৪৮ টি ভোট)। সিপিআইএমের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য পেয়েছেন ২৮.৫৬৩ শতাংশ ভোট (মোট ৫৯,৯৮৭ টি ভোট)। এই বিধানসভা কেন্দ্রের ৯৬,৬৯৯ জন ভোটার ভোট দিতে যাননি।

ভোটে এপিক দেখাতে অনীহা

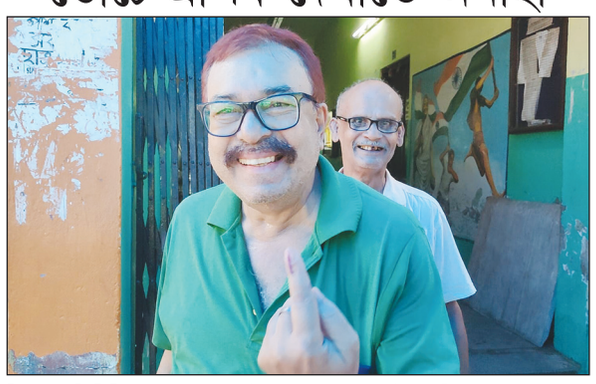

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশানুযায়ী ভোটারকে শনাক্ত করার জন্য ভোটারের সচিত্র পরিচয়পত্র' এপিক অর্থাৎ 'ভোটার কার্ড দেখা হবে। ভোটার ভোট দিতে আসা কালে ভোটার কার্ড দেখাতে না পারলে শনাক্তকরণের জন্য নির্দিষ্ট ১২টি সচিত্র পরিচয়পত্রের মূল নথির যে কোনও একটি দেখাতে হবে। এ রাজ্যের ৪২টি আসনের মধ্যে কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের সর্বমোট ৫০ হাজার ৮৬ জন ভোটার ভোট দিতে এসে 'এপিক' দেখাতে পারলেন না। এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কসবা বিধানসভা এলাকার ভোট দিতে আসা ২,২৫,১৪৫ জনের মধ্যে ৬ হাজার ৭ জন ভোটার 'এপিক' থাকা সত্ত্বেও তা দেখালেন না। বেহালা পূর্বের ভোট দিতে আসা ২,১৫,১৩৭ জনের মধ্যে ৫২৩ জন, বেহালা পশ্চিমের ভোট দিতে আসা ২,২০,১৫১ জনের মধ্যে ৬ হাজার ৪০০ জন, কলকাতা পোর্ট বিধানসভার ভোট দিতে আসা ১,৫২,৮০৫ জনের মধ্যে ১৫ হাজার ৫ জন, ভবানীপুর বিধানসভা এলাকার ভোট দিতে আসা ১,৩৩,৮৯১ জনের মধ্যে ৯ হাজার ৩৩৪ জন, রাসবিহারী বিধানসভা এলাকার ১,৩২,৪৩৬ জনের মধ্যে ৮ হাজার ১০৩ জন এবং বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের এবারের লোকসভার ভোট দিতে আসা ১,৫৮,৬৮৮ জন ভোটারের মধ্যে ৪ হাজার ৭১৪জন ভোটার কার্ড এপিক থাকা সত্ত্বেও বিকল্প সচিত্র পরিচয়পত্র হিসাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় আধার কার্ড নয় তো ড্রাইভিং লাইসেন্স, কেউ আবার প্যান কার্ড দেখিয়েছেন।

কলকাতা দক্ষিণ যে তৃণমূলেরই গড় তা আবার প্রমাণ হল

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা দক্ষিণ (২৩) লোকসভা কেন্দ্র যে তৃণমূল কংগ্রেসের গড় তা আরও একবার শুধু জয়লাভ করলেনই তা না, দ্বিতীয় পর্বের সাংসদ হিসেবে কলকাতা পৌরসংস্থার অধ্যক্ষা মালা রায় অষ্টাদশ লোকসভায় জয়ের মার্জিন বাড়িয়ে নিলেন। গত ২০১৯–এ নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির চন্দ্রকুমার বসুকে ১,৫৫,১৯২ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। আর এবার ২০২৪–এ নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সপ্তদশ লোকসভার রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি দলের সংসদ বাগুইআটির বাসিন্দা দেবশ্রী চৌধুরীকে ১,৮৭,২৩১ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। তবে আক্ষেপ তৃণমূল কংগ্রেসের দক্ষিণ কলকাতা জেলা সভাপতি দেবাশিস কুমার ও তাঁদের লক্ষ্য যে আড়াই লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জয়। সেটা এবার অধরা অন্তত রইল। তবে এবারও কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের বাসিন্দারা বামেদের ফের প্রত্যাখান করায় এবারও তারা তৃতীয় স্থানে রইল। এবার মোট প্রদত্ত ভোটের মাত্র ১৩.৫৪ শতাংশ (গতবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা বাম প্রার্থী নন্দিনী মুখোপাধ্যায় পান ১১.৬৩ শতাংশ ভোট) ভোট পেয়েছেন বাম প্রার্থী কলকাতা ১৬–র বাসিন্দা প্রশিক্ষণ পরামর্শদাতা সায়রা শাহ হালিম(৪৬)। বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরী ভোট পেয়েছেন মোট প্রদত্ত ভোটের ৩৪.৩৯ শতাংশ আর জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মালা রায় পেয়েছেন মোট প্রদত্ত ভোটের ৪৯.৪৪ শতাংশ।

বেহালা পূর্ব ও পশ্চিমসহ কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকেই এবার জয়লাভ করেছেন মালা রায়। ২০১৯ – এ পাঁচ হাজারের বেশি ভোটে হারা দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রে এবার তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায় ১,৬৯১ ভোটের ব্যবধানে। জাভেদ খানের কসবা বিধানসভা কেন্দ্রে ৪৬,৮৫০ ভোটের ব্যবধানে। বেহালা পূর্বে ১৫,২২৬ ভোটের ব্যবধানে। বেহালা পশ্চিমে ১৫,১৯৬ ভোটের ব্যবধানে। কলকাতা পোর্টে ৪২,৮৯৩ ভোটে। ভবানীপুরে ৮,২৯৭ ভোটে এবং বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে ৫৬,১১৩ ভোটের ব্যবধানে আর পোস্টাল ব্যালটে ৯৬৫ ভোটের ব্যবধানে তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করে।

তবে অবাঙালি প্রধান হিন্দিভাষীদের ওয়ার্ডে এই তৃণমূল ঝড়েও ভবানীপুর, রাসবিহারী, বালিগঞ্জ এবং বিজনসেতুর ওপারে কসবা বিধানসভার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড তৃণমূল প্রার্থীর হার হেরেছেন। তিন মেয়র পারিষদ অসীম কুমার বোসের(ওয়ার্ড নম্বর : ৭০) ওয়ার্ডে, সন্দীপ রঞ্জন বক্সির (ওয়ার্ড নম্বর : ৭২) ওয়ার্ডে, দেবাশিস কুমারের (ওয়ার্ড নম্বর : ৮৫) ওয়ার্ডের পাশাপাশি ৬ নম্বর বরোর অধ্যক্ষা সুস্মিতা ভট্টাচার্য চট্টোপাধ্যায় (ওয়ার্ড নম্বর : ৬৩), ৯ নম্বর বরোর অধ্যক্ষা দেবলীনা বিশ্বাসের (ওয়ার্ড নম্বর : ৭৪) ওয়ার্ডে, ১০ নম্বর বরোর অধ্যক্ষা জুঁই বিশ্বাস(ওয়ার্ড নম্বর : ৮১), ১১ নম্বর বরোর অধ্যক্ষ সুশান্ত কুমার ঘোষ (ওয়ার্ড নম্বর : ১০৮) ও জোকার ১৬ নম্বর বরোর অধ্যক্ষ সুদীপ পোল্লের(ওয়ার্ড নম্বর : ১২৩) ওয়ার্ডে জোড়াফুলের প্রার্থী মালা রায় হেরে গিয়েছেন।

২০১৯ – এ কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের ৬০ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৬ ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হারলেও এবার সেই সংখ্যা অনেকটা কমে এসে ১২ –তে ঢেকেছে। তেমনি পরাজয়ের মার্জিনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথেষ্ট কম।

শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতি মতো বিজেপির ইস্যু যে এবারের ভোটে বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলেনি তার প্রমাণ কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রে। কারণ, নিয়োগ দুর্নীতির মূল মাথা হিসাবে গ্রেফতার হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে থাকা প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘ ২৪ বছরের বিধানসভা কেন্দ্র বেহালা পশ্চিমে তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায় ১৫,১৯৬ ভোটের ব্যবধানে। এই বিধানসভা কেন্দ্রে নোটায় ভোট পড়েছে ১,৩৭৬ টি ভোট। যা এই লোকসভা কেন্দ্রের ৭ বিধানসভার সর্বোচ্চ। পাশের বেহালা পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায় ১৫,২২৬ ভোটের ব্যবধানে। এই বিধানসভা কেন্দ্রে নোটায় ভোট পড়েছে ১,২০২ টি ভোট। আরেক এলাকা পাশের সংখ্যলঘু–প্রধান গার্ডেনরিচে বরো ১৫ – তে নির্মীয়মাণ বাড়ি ভাঙা যে কিছুই এবাবের লোকসভা নির্বাচনে প্রভাব ফেলেনি তার প্রমাণ কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের নিজের বিধানসভা ক্ষেত্র কলকাতা বন্দরে এবার মালা রায়ের জয়ের ব্যবধান ৪২,৮৯৩ ভোট।

পাঁচমিশালি পাড়া ভবানীপুর এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মালা রায় হেরে গিয়েছে ৬৩ ও ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের সঙ্গে পৌরপ্রতিনিধি পাপিয়া সিংহের ৭১ নম্বর ওয়ার্ডে। আবার জিতে গিয়েছে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের ৮২ নম্বর ওয়ার্ডে, কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়ে ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডে, একবালপুর এলাকার শামিমা রেহান খানের ৭৭ নম্বর ওয়ার্ডে। আবার রাসবিহারী বিধানসভা এলাকার হিন্দিভাষী এলাকা ৮১ নম্বর ওয়ার্ড সহ নবাগত পৌরপ্রতিনিধি সৌরভ বসুর ৮৬ নম্বর হিন্দিভাষী অধুষিত ওয়ার্ডে, নবাগতা পৌরপ্রতিনিধি মনীষা বোসের ৮৭ নম্বর ওয়ার্ডে, যোধপুর পার্কের ৯৩ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি মৌসুমি দাসের ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেস বড়োসড়ো ধাক্কা খেয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতা পৌরসংস্থার বর্তমান পৌর বোর্ডের ঠিক আগের বোর্ডে রাসবিহারী বিধানসভা এলাকার ৮৬ ও ৮৭ নম্বর ওয়ার্ড বিজেপি দলের দুই দক্ষ পৌরপ্রতিনিধির নিয়ন্ত্রণে।

নজর দিক নির্বাচন কমিশন

প্রিয়ম গুহ ও প্রীতম দাস

নির্বাচন কমিশন দ্বারা সাংবাদিকদের প্রদত্ত পরিচয়পত্র সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ভোটের গণনা শেষ তবু নির্বাচন কমিশনের কিছু প্রশ্ন থেকে গেল। প্রথমত, নির্বাচন কমিশন দ্বারা সাংবাদিকদের প্রদত্ত পরিচয়পত্র সম্পর্কে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা রক্ষীদের কাছে কোনো তথ্য নেই বললেই চলে। এর জেরেই অসুবিধায় পরতে হয় সাংবাদিকদের। কিছু বুথের নিরাপত্তা বাহিনী এই কার্ডের গুরুত্ব বা আয়ত্ব সম্পর্কে জানলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে এর সম্বন্ধে তারা অজ্ঞাত। কার্ডের নিয়মাবলীতে নির্দেশনা অনুযায়ী সাংবাদিকরা বুথে ঢুকতে পারে কিন্তু তাদের বুথে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় বেশিরভাগ জায়গাতেই। নির্বাচন কমিশনের উচিত নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রদত্ত সকল পরিচয়পত্রের পরিচিতি প্রতিলিপি সমেত ভোটকেন্দ্রে টাঙানো থাকলে সকলেরই সুবিধা হবে। বিভিন্ন বুথে আরো

একটি চোখে পরার মতো সমস্যা দেখা যায় তা হল বিশ্বের সবথেকে বড় গণতন্ত্রের দেশের গণতন্ত্রের এই মহোৎসবে প্রবীনদের ভোট দেওয়ার উৎসাহ দেখা গেলেও নির্বাচন কমিশনের তাদের জন্য ব্যবস্থাপনার ত্রুটি দেখা যায়। প্রবীনরা কষ্ট করে ভোট দিতে আসলেও ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে হুইলচেয়ার না থাকায় তাদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। জওয়ানরা তাদের যথাযথ সাধ্য অনুযায়ী সুষ্ঠভাবে ভোট দিতে সাহায্য করে। নির্বাচন কমিশনের উচিত এইদিকে দৃষ্টিপাত করে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া। মডেল বুথে যেমন হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা থাকে তেমনই বিভিন্ন আঞ্চলিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে এই ব্যবস্থা করলে সুবিধা হবে প্রবীন ভোটারদের। গণনাকেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় সাংবাদিকদের ঢুকতেও দেওয়া হয়নি। সাকোয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে গেটের বাইরে মিডিয়া সেন্টার করে আটকে দেওয়া হয় কিন্তু এহেন ব্যবস্থা কেন তার কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি নির্বাচন কমিশনের কাছে। বহুবার আধিকারীকদের ফোন করে জিজ্ঞাসা করলেও এড়িয়ে গিয়েছেন তারা। এতেই প্রশ্ন উঠছে বহু।

বার্তা

পুণ্য: ফলহারিণী কালী পুজো উপলক্ষ্যে বেহালাস্থিত সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে বহুভক্ত সমাগমে বিশেষ পুজো। **ছবি :** বরুণ মণ্ডল

অবসরে : বাঁশির ধুনে অবসর যাপন শিবুদার, রাসবিহারী অঞ্চলে। **ছবি :** সুমন সরদার

পড়ুয়া : রাস্তার সংসারে।

ভগ্নসজ্জা : ধর্মতলার সৌন্দর্যায়নে তৈরি বেলুড়মঠের গেট ভরঘুরের দখলে।। **ছবি :** অরুণ লোধ

যাওয়া আসার পথে পথে

সুন্দরবনের ছোট মোল্লাখালিতে শিক্ষায় সংকট

দীপককুমার বড় পন্ডা

তার সাত পুরুষের এই বাস্তুভিটে, বেচে দিলে কি তার ওপর পূর্বপুরুষদের অভিশাপ পড়বে? এখান থেকে শহরে গিয়ে পাকা গাঁথুনি, কপালে তার সহ্য হবে তো? একটুকরো বাস্তু ভিটে, আর দুবিঘে ধানী জমির মালিক চাষি মহিমের মনে এমন সব প্রশ্ন ওঠাতো স্বাভাবিক, উঠেও ছিল। (শচীন্দ্র নাথ বড় পন্ডা, মাটির টানে, নদী বাংলোর রহস্য (গ্রন্থ), আনন্দ প্রকাশন, ২০০৯, পৃষ্ঠা ১৩৬) ছোট মোল্লাখালির কালিদাসপুরের প্রভাসচন্দ্র দাসের কোনোদিন মনে হয়নি দ্বীপ ছেড়ে অন্যত্র কোথাও চলে যেতে হবে। এখানকার নদী, জল, বাতাস, মাটি সবটাই তাঁর প্রাণ। হ্যাঁ, সমস্যা আছে, তারপরেও। জোরে জোরে বাতাস বইছে তখন। সেই বাতাসে তাঁর মন জুড়িয়ে যায়। যদিও এতো বাতাস আগে ছিল না। সেটাই এখন একটা সমস্যা। মরিচঝাঁপি দ্বীপের উল্টোদিকে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে বলেন, এই বাতাস কোথায় পাবো! নদীতে তখন বাংলাদেশের দিকে একটা জাহাজ চলে যাচ্ছে। এটা আন্তর্জাতিক জল পথ। এসব ছেড়ে কোথাও যাবেন না প্রভাস বাবু। যেমনটা মাটির টানে গল্পের মহিমও কোনো প্রলোভনে ভিটে ছেড়ে যাননি। তিনি কারখানার মজুর হতে চাননি।

ছোট মোল্লাখালি সুন্দরবনের একটি দ্বীপ। কলকাতা ভূখন্ড থেকে এখানে যেতে দুবার ভুটভুটিতে চাপতে হয়। তবে একাধিক রাস্তা। ক্যানিং অথবা ধামাখালী যেকোনও দিক দিয়েই যাওয়া যায় এখানে। কলকাতার সায়েন্স সিটি থেকে তিন সাড়ে তিন ঘণ্টায় পৌঁছোনোর পর মনে হবে দ্বীপের সঙ্গে তো মূল ভূখণ্ডের কোনো তফাৎ নেই। আপাতভাবে বেঁচে থাকার সমস্যা ছিল না, এখানে গোলা ভর্তি না হলেও সম্বৎসর চলার ধান ছিল, পুকুরে এবং নদীতে মাছ ছিল, ক্ষেতে সব্জি ছিল। সব থেকে বেশি ছিল শান্তি। এখানকার প্রকৃতি, জলবায়ু মানুষকে শান্ত করেছিল।

হ্যাঁ, ছিল না চিকিৎসার ব্যবস্থা, উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা, বিক্রির বড় বাজার। মাঝে মাঝে ছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়, নদী বাঁধ ভাঙনের সমস্যা। এইসব নানা কারণে দ্বীপের মানুষেরা সুযোগ পেলে কলকাতা অথবা লাগোয়া শহরে একটা বসতি গড়তেন। এঁদের মধ্যে বহু মানুষ উচ্চ পদে চাকরিও করেন। এরজন্য মাধ্যমিক কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাটা পেতেন দ্বীপেই। সেই শিক্ষাটা ছিল বেশ জোরালো। এখন সেখানেই বাধা পড়েছে। বিদ্যালয় গুলিতে স্থায়ী শিক্ষকের সংখ্যা তলানিতে ঠেকেছে। অধিকাংশ শিক্ষক বদলি নিয়েছেন দ্বীপের বাইরে। প্রধান শিক্ষকের বদলে ভার প্রাপ্ত শিক্ষকেরা বিদ্যালয় পরিচালনা করছেন। সেক্ষেত্রে পরিচালনায় সমস্যা তৈরি হচ্ছে। পঠন পাঠনে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে বিজ্ঞানের শিক্ষকের খুব অভাব দেখা দিয়েছে। খুব দ্রুত এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার। নতুবা শিক্ষায় এগিয়ে থাকা সুন্দরবন পিছিয়ে পড়বে। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের স্বপ্ন হারিয়ে যাবে। নদী, জঙ্গলের ওপর জীবিকার নির্ভরতা বাড়লে আদপে ক্ষতি হবে সুন্দরবনের প্রকৃতির, পরিবেশের। প্রয়োজনে শিক্ষার জন্য অন্যধরনের উদ্যোগ নিতেই হবে। সেইসব নানা উদ্যোগ সুন্দরবনবাসীই নিতে পারেন। যেমনটাই শিক্ষা সচেতনতার প্রসারে তাঁরা উদ্যোগ নিয়েছেন বই মেলার। ২৪ মার্চ শেষ হল সুন্দরবন বই মেলা। এ শুধু বই মেলা নয়, এ যেন দ্বীপভূমির সন্তানদের মিলন মেলা। গোসাবা ব্লকের ছোট মোল্লাখালী তে আয়োজিত ৬ দিনের এই মেলা আমাদের নানাভাবে মুগ্ধ করল। সেই মুগ্ধতার একটি বড় দিক হল দ্বীপের মানুষেরা যাঁরা কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন, তাঁদের শেকড়ের প্রতি টান, স্বদেশ প্রীতি। কলকাতা লাগোয়া শহর সোনারপুরে এঁরা গড়ে তুলেছেন গোসাবা সম্মিলনী। নগর কেড়ে নেয়নি এঁদের গ্রামের গরিমা, ঐতিহ্য। এই মানুষেরাই স্থানীয় মানুষদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন সুন্দরবন বই মেলা কমিটি। তাঁরা ফিরেছেন নিজের মাটিতে। সকলের মিলিত চেষ্টায় বই মেলা তৃতীয় বছর পূর্ণ করল। নাচ, গান, নাটক, যাত্রা, আবৃত্তি, বক্তৃতা প্রভৃতি সবটাই উপভোগ করলেন দ্বীপবাসী। এমনকী ৯৭ বছরের বৃদ্ধা মা'কে আনন্দ দিতে তাঁর সন্তানেরা মেসিন রিক্সায় বসিয়ে নিয়ে এলেন। আনন্দের অধিকার ছুঁয়ে গেল গোটা হৃদয়। শুধু বইকে ঘিরে গ্রাম বাংলায় আজ এই উপচে পড়া ভিড় চোখে পড়ে কম। শুধু দ্বীপের মানুষেরা নয়, বহু মানুষ এলেন বাইরে থেকেও।

কোলকাতা, হাওড়া সহ সব জায়গার মানুষ এলেন। যাঁরা বই মেলা আয়োজন করলেন তাঁদের প্রত্যেককে শ্রদ্ধা জানাই। বিশেষ ভালোবাসা ও অভিনন্দন জানাই এখানকার ভূমিপুত্র অধ্যাপক ড. সঞ্জিত জোতদার কে, যিনি সুন্দরবনকে প্রাণিত করেছেন, গর্বিত করেছেন, সকলকে নিয়ে বাঁচার স্বপ্ন পূরণ করেছেন। সকলের ইচ্ছে পূরণের গাছ হয়ে উঠেছেন তিনি। তিনি সুন্দরবন বই মেলা কমিটি এবং গোসাবা সম্মিলনী উভয় কমিটির সম্পাদক। সকলকে নিয়ে চলতে জানেন তিনি। এই বই মেলাই হোক সকলের স্বপ্ন পূরণের মেলা, সুন্দরবনের ঐতিহ্য জানার মেলা, মাথা উঁচু করে বাঁচার মেলা। মাথাটা উঁচু করতেই শিক্ষাটা দরকার। নদী বাঁধের ভাঙন সমস্যার মত অশিক্ষাটাও শেষ করে দেবে দ্বীপের ভবিষ্যত। শিক্ষার ভাবনাটা শুরু হোক।

মাঙ্গলিকী

বেহালা অনুদর্শীর রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা

তাপস– জ্ঞানেশ সভাঘর তপন থিয়েটার

বাবুলকৃষ্ণ দে

বিগত ২৫ মে ২০২৪ বেহালা অনুদর্শী তপন থিয়েটারের তাপস – জ্ঞানেশ সভামঞ্চে একটি আনন্দ সুন্দর অনুষ্ঠান রবীন্দ্র – নজরুল সন্ধ্যার আয়োজন করলো। একেবারে পরিপূর্ণ পেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা হল সুস্মিতা ব্যানার্জীর উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে। শিল্পী দরাজ কন্ঠে গাইলেন 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়'।

এরপর সঙ্গীত পরিবেশন করলেন তোরষা ভট্টাচার্য। শিল্পী গাইলেন 'ভালোবাসি ভালোবেসি' এবং 'সারাদিন বিতি কার দালানের ছাদ গো' এরপর মৃদঙ্গ ডান্স আকাদেমি-র কচি কাচাদের রবীন্দ্র নৃত্য। ছোট্টছোট্ট খুদে শীল্পিরা' আমার খোলা হাওয়া' এবং 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে' গানের তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করলেন যা দেখতে দর্শকেরা খুব মজা উপোভোগ করলেন। তারপরে তারা পরিবেশন করলেন 'ঐ বুঝি কাল বৈশাখী'।

পরবর্তী অনুষ্ঠানের বিষয় নজরুল ও জাতীয়তা বাদ। বক্তা ছিলেন শাশ্বতী দাস গুহনিয়োগী। প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীকে মুগ্ধ করেদিলেন তার তীব্র ও বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্যে। ব্রীটিশ শাসন বিরোধিতা থেকে শুরু করে কারাবরণ– ধুমকেতু পত্রিকা সম্পাদনা, কংগ্রেস থেকে কবির মোহভঙ্গ বিদ্রোহী কবির নানা রচনা উল্লেখ করে তথ্যনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ ভাবে কবির জাতীয়তা বাদকে নিপুন ভাবে প্রতিষ্ঠা করলেন। স্পষ্টি বোঝা যায় এই বিষয়ে তার জ্ঞান ও চর্চা অনবদ্য। বক্তবের প্রাঞ্জলতায় বুঝতে কোনো অসুবিধাই হলনা যে তিনি একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ শিক্ষাবিদ।

পরবর্তী উপস্থাপনা সুতানটি রঙ্গমুখ–এর সঙ্গিত ও নৃত্যানুষ্ঠান। সমবেত সঙ্গীত কারার ঐ লৌহকপাট পরিবেশন করলেন রঙ্গমুখের সদস্যারা। নৃত্য পরিবেশন করলেন সুলতা মুখার্জী এবং সঙ্গীতে সহযোগিতা করলেন নান্টু চক্রবর্তী।

এরপর নৃত্য পরিবেশন করলেন নিলাশা গুছাইত 'কোথায় আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা' –গানের তালে তার নাচ দর্শকবৃন্দ কে মুগ্ধ করলো। এরপর এলেন সত্যপ্রিয় সরকার আমাদের প্রিয় সত্য দা। তিনি তার দ্বিপ্ত কন্ঠে শোনালেন 'বল বীর বল উন্নত মমশির' তারপর তিনি কাবুলিয়ালা থেকে মিনি –রহমৎ নাট্যাংশ পাঠ করলেন এবং শ্রোতামণ্ডলীকে একেবারে মাত করলেন।

পরবর্তী অনুষ্ঠান গীতি ও নাট্য সহকারে রবীন্দ্র কবিতে কৃষ্ণকলি পাঠ করলেন। বেহালা অনুদর্শীর কর্ণধার সুমনা চক্রবর্তী। নৃত্য সহযোগিতা করলেন অলি গুছাইত। এরপর রঙ্গপীঠ– এর রবীন্দ্র–নজরুল নৃত্য গীতি আলেক্ষ 'ঐ মহামানব আসে' অংশ গ্রহনে ধ্রুব মুখার্জী, পাপিয়া তালুকদার,সর্বানী দাস, বুদ্ধদেব হাজরা,অমিত গাঙ্গুলি, প্রকাশ সিনহা রায়,সানন্দা চ্যাটার্জী, অন্যনা চ্যাটার্জী, এবং অপূর্ব চ্যাটার্জী।

এরপর অত্যন্ত আকর্ষনীয় উপস্থাপনা চেতলা নটনটী নাট্য গোষ্ঠীর কবিগুরুর 'শাস্তি নাট্যাংশ অভিনয়। অনবদ্য উপস্থাপনা।অভিনয় ছিলেন মৌসুমি পাল, রাজলক্ষী সরকার, অমিত দত্ত, কৌশিক মুখার্জী,সুভম দত্ত, মানষ গুহ, ভাষ্যপাঠ করলেন সৃষ্টি সরকার। নির্দেশনায় অশোক ভট্টাচার্য।পরবর্তী অনুষ্ঠান সাহানা ডান্স গ্রুপ এবং ভোরাই শ্রতিনাটক গ্রুপের যৌথ নিবেদন। নৃত্য সাহানা রায়, ভাষ্যপাঠে মধুমিতা তরফদার।

এরপর অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় আবৃতি করে শোনালেন কবিগুরুর বিখ্যাত কবিতা –'আফ্রিকা'। এরপর আবার নৃত্য অনুষ্ঠান। পরিবেশনায় মেখলা ভট্টাচার্য। ' মোনমোর মেঘের সঙ্গী' গানের তালে নৃত্য পরিবেশন। এরপর আবার আবৃতি। পরিবেশন করলেন রাজা ভট্টাচার্য। নজরুল ইসলামের কবিতা পাঠ করলেন।

এরপর আজকের শেষ অনুষ্ঠান মৃদঙ্গডান্স একাডেমী নিবেদিত আবার কচি কাঁচাদের নিয়ে নৃত্যা– লেখ্য। রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং নজরুলগীতির সঙ্গে সহনৃত্য। ছোট্ট ছোট্ট খুঁদে শিল্পিরা পরিবেশন করলো– 'আজি ধানের খেতে রৌদ্রোছায়ায় লুকোচুরির খেলা', 'ও জোনাকি কোন সুখে ওই ডানা দুটি মেলেছো ', এবং 'মোমের পুতুল মোমের দেশের মেয়ে নেচে যায়' গানের সুর তালে লয় রেখে নৃত্য পরিবেশনে মশগুল থাকলো। দেখলাম ওরা শুধু নাচেনি সকলেই মুখে মুখে গানগুলি গেয়েছে ও। খুবই দৃষ্টি নন্দন উপস্থাপনা। বেহালা অনুদর্শীর কর্ণধার সুমনা ঘোষণা করলো এবারের মতো প্রতিবছর ওরা একসাথে রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা উপহার দেবে। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক মধুপর্ণা সিনহা বিশ্বাস রবীঠাকুর এবং নজরুল স্বরণে যে লিখিত বক্তব্য পাঠ করলেন তা আজকের এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের ভাব ও পরিবেশ কে অন্যমাত্রা দিতে পেরেছে।

উপসংহেরে শুধু একটা কথাই বলবো বেহালা অনুদর্শী যেন এই ভাবে সকল কে নিয়ে চলে। যে কথা সুমনা অনুষ্ঠানের প্রারম্ভেই ইঙ্গিত দিয়েছে। তাই আমার ও আশা আজকের এই অনুষ্টান যেভাবে দর্শক মহলের কাছে সাড়া জাগিয়েছে, আমি নিশ্চিত সুমনাও এই ভাবে এগিয়ে যাবে। আসলে দর্শকবৃন্দের কাছ থেকে প্রেরণা পেলে নাট্যদলগুলির মনে শক্তি যোগায়। ঐ শক্তিই নাট্যদল গুলির মূলধন। এটা এগিয়ে চলার পথে একটা টনিকের কাজ করে। আমিও বিশ্বাস করি এই ধরনের অনুষ্ঠান যত বেশি হবে ততই সমাজ উপকৃত হবে নানা দিক দিয়ে। সর্বপরি দর্শক বা শ্রোতার রুচিবোধের ও উত্তরণ ঘটে। সুমনার এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়ে উঠুক এই কামনা করছি। সকলকে অনুরোধ আপনারা এই মেয়েটির সাথে থাকুন। সুমনা বড় একা। তাই বলছি সুমনা তুই ভালো থাক, আনন্দে বাঁচ। আমি কাঠবেড়ালির ভূমিকাটা যেমন আগে নিয়েছি তেমনি নিতেই থাকবো। আর যদি আজকের এই অনুষ্ঠানের কথা বলিস তবে কোন রকম ভনিতা না করেই বলছি এদিনের অনুষ্ঠান আমার মনে শুধু আশার সঞ্চারই করেনি আমার সারা মন জুড়ে একটা স্নিগ্ধ মলয় বাতাস বয়ে গিয়েছে। নাটক অভিনয় সঙ্গিত যাই বলিস সবই মানুষের অনুভূতির প্রকাশ। ঈশ্বর যেন তোকে এই অনুভূতি প্রকাশে সমৃদ্ধ করে। আর একটা কথা মধূপর্ণাকে ধরে রাখ,বড় ঠান্ডা,ভালো মেয়ে।

বিড়লা আকাদেমিতে চিত্র প্রদর্শনী

মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল : আর্ট গ্রুপ প্রকাশের ৭ থেকে ১২ মে এক প্রদর্শনী হল বিড়লা আকাদেমিতে। উদ্বোধনে ছিলেন দেবাশীষ মল্লিক, অঞ্জন চ্যার্টাজী, দেবদত্ত গুপ্ত, রঞ্জনা চ্যার্টাজী ও সুপ্রিয় সেন।

এই প্রদর্শনীতে ছিলেন, বিশ্বজিৎ পাল, সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, তপতী গুপ্ত, স্বপন চক্রবর্তী, ড.অর্ঘ্যদীপ্ত কর, মুরলী শিবরাম কৃষ্ণাণ, রণজিত নস্কর, সঞ্জু মান্না এবং জয়িতা সেনগুপ্ত।

প্রদশনীতে প্রত্যেকই শিল্পীকলার ছাপ রেখেছে। প্রদর্শনীতে শিল্পে কর্মের মাধ্যমে মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। এর ফলে প্রদশর্নীটির বৈচিত্রপূর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে।

নবীন প্রবীনের মেলবন্ধনে প্রদর্শনীটি অন্যমাত্রা পেয়েছে। বিশ্বজিৎ পাল, তপতী গুপ্ত, স্বপন চক্রবর্তী ও রণজিৎ নস্করের শিল্পকলা বিশেষভাবে প্রশংসার দাবি রাখে।

স্বপন চক্রবর্তীর চিত্র

তপতী গুপ্তর চিত্র

বেহালা হলো আর্ট গ্যালারিহীন

বরুণ মণ্ডল : বিস্তীর্ণ বেহালার 'বেহালা স্টেট ব্যাঙ্ক সন্নিকটস্থ 'বেহালা সমবায়িকা বিপরীতস্থিত একমাত্র আর্ট গ্যালারি সওয়া আট বছরের মধ্যেই একেবারের মতো বন্ধ হয়ে গেল। তামাম বেহালার একমাত্র আর্ট গ্যালারি 'অভিসার আর্ট গ্যালারি'র পথ চলা শুরু হয় ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি'র শেষ দিকে স্থানীয় চিত্রশিল্পী বিশ্বজিৎ পালের হাত ধরে। পরিচালকমণ্ডলীর নিজস্ব অভ্যন্তরীন কারণে চলতি বছরের মে'তে বেহালার অভিসার আর্ট গ্যালারি'র পথচলা মতো স্তব্ধ হয়ে গেল। তবে বেহালার আর্ট গ্যালারির অন্যতম প্রাণদানকারী বিশ্বজিৎ পালের বক্তব্য, এই আর্ট গ্যালারির পরিচালকমণ্ডলী যখন আর্ট গ্যালারি পরিচালনা করতে ব্যর্থ হচ্ছে, তখন গ্যালারির মালিকপক্ষ এই আর্ট গ্যালারিকে বাঁচিয়ে রাখার যথোপযুক্ত দায়দায়িত্ব নিতে পারতো। আর্ট গ্যালারি বন্ধ না করে সে গ্যালারিকে বাঁচিয়ে রাখার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রচনা করতে পারতো।

জগদীশপুরে লোকনাথ স্মরণ

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, হাওড়া : গত ২ জুন রবিবার লোকনাথ বাবার তিরোধান দিবস উপলক্ষে রাজ্যের সর্বত্র লোকনাথ মন্দিরে পূজাপাঠ, নরনারায়ণ সেবা,সেবামূলক ও সাংস্কৃতিক মূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। হাওড়া জগদীশপুর লোকনাথ মন্দিরে এর অন্যথা হয়নি। সারাদিন ব্যাপী উৎসবে সাংস্কৃতিক মঞ্চ মাইতি সদনে শিশুদের ভক্তিমূলক নাচ ও গানের অনুষ্ঠান হয়। শিশু শিল্পীদের পারদর্শীতায় শ্রাবন্তী প্রামাণিক ও অভ্র নস্কর দর্শক মণ্ডলীকে মোহিত করে রাখে। দেবজিত মাইতি ও ভরত বাগের তবলা এবং শ্রীখোল বাদ্য যন্ত্রের শ্রুতি মূর্চ্ছনায় স্মরণ সন্ধ্যা আনন্দ মুখর হয়ে ওঠে।

মোটিভেশনাল ভিডিও আর ফেস্টিভ্যাল শর্ট ফিল্মের শুটিং

শ্রেয়সী ঘোষ : সম্প্রতি শিল্পী চক্রবর্তী পরিচালিত শিল্পী ক্রিয়েশন্সের দুটি মোটিভেশনাল ভিডিও আর ফেস্টিভ্যাল শর্ট ফিল্মের শুটিং হল ড. শঙ্কর ঘোষের বাড়িতে। ছবি দুটির নাম পড়তে হবে জানতে হবে এবং বেস্ট ফ্রেন্ড। মুখ্য চরিত্রের শিল্পী ড. শঙ্কর ঘোষ। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছে আকাঙ্ক্ষা রায়, শঙ্খদীপ রায় ও তানিশা রায়। পরিচালনার পাশাপাশি এই ছবিগুলির কাহিনিকার ও চিত্রনাট্যকার শিল্পী চক্রবর্তী। চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে কৃষ্ণচন্দ্র পাত্র। সম্পাদনার দায়িত্ব অভিজিৎ পোদ্দার। সহকারী পরিচালক সায়ন সেন। এই শর্ট ফিল্ম গুলি দেখা যাবে শিল্পী ক্রিয়েশন্সের ইউটিউব চ্যানেলে রবিবার ইভিনিং শো'তে প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে। প্রতিটি শর্ট ফিল্মেই একটি করে বার্তা দেওয়া হয়েছে।

বাৎসরিক উৎসব

টুবলু দত্ত : গত ২৬ মে ২০২৪ বরাহনগর রবীন্দ্র ভবনে সিঁথি রেনেসাঁর ৩৬তম বাৎসরিক উৎসব মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। জগন্নাথ শ্লোক, ওডিসি নৃত্য াতঙ্গ ধ্যানম রবীন্দ্র নজরুল গানের উপর নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন সংস্থার কুশীন বেরা। বৃষ্টি উপেক্ষা করে অগণিত মানুষের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে প্রত্যেকের নৃত্য বিশেষ করে কচিকাঁচাদের নৃত্য উপস্থিত সকল দর্শক খুব আননন্দ পান। বিরতির পর সংস্থার কর্ণধার দীপঙ্কর বিশ্বাস ও মিতালী বিশ্বাসের পরিচালনায় নৃত্যনাট্য কানমৃগয়া উপস্থিত সকল দর্শককে মুগ্ধ করে। সমগ্র অনুষ্ঠানকে সাফল্য মন্ডিত করতে

বড় ফাঁপড়িতে লোকনাথ বাবার পুজোর আয়োজন

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : আজ বাবা লোকনাথ বাবার তিরোধান দিবস। এই বিশেষ তিথিতে শিলিগুড়ির বিভিন্ন প্রান্তে লোকনাথ বাবার তিরোধান দিবস উপলক্ষে লোকনাথ পূজার আয়োজন করা হয়েছে। বড় ফাঁপরিতে প্রতিবছর বিশাল করে বাবা লোকনাথের পূজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই পুজোকে ঘিরে ভক্তদের আগ্রহ থাকে। প্রতিবছরের মতো চলতি বছরও আয়োজন করা হয়েছে লোকনাথ বাবার পুজোর। পুজোকে কেন্দ্র করে বসেছে মেলা। মেলায় রয়েছে নাগরদোলা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিনোদনমূলক জিনিস। এছাড়া জিলাপি, পাপড় ভাজা, রসনা তৃপ্তির সেরা বিষয় । সকাল থেকেই ভক্তদের ভিড়। দূর দূরান্ত থেকে প্রচুর ভক্ত আসেন পুজো দিতে। লোকনাথ বাবার পুজো উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য ছিল লম্বা লাইন। ভক্তদের জন্য ব্যবস্থা করা হয় ভোগ প্রসাদের। গরমের জন্য বাইরে ব্যবস্থা ছিল শরবতের। সব মিলিয়ে বাবা লোকনাথের পূজোকে কেন্দ্র করে সংলগ্ন এলাকায় জনসমুদ্র লক্ষ্য করা যায়।

আঁচ কাঁচে

দ্রাবিড় সরছেনই

ভারতের হয়ে শেষ অ্যাসাইমেন্ট। রাহুল দ্রাবিড় কি পারবেন কোচ হয়ে ভারতকে আইসিসি ট্রফি জেতাতে? দ্রাবিড় জানিয়ে দিয়েছেন, এই টুর্নামেন্টই শেষ তাঁর। তিনি বলেন, 'শেষবারের মতো এবারই ভারতের দায়িত্বে থাকছি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে জীবনের এই পর্যায়ে এত ব্যস্ত সময় যাচ্ছে যে আমি মনে করি না আবার আবেদন করব। সে কারণে এটাই আমার শেষ হতে যাচ্ছে।' ২০২১-এর নভেম্বরে রবি শাস্ত্রীর পর ভারতের প্রধান কোচের দায়িত্বে বসেন দ্রাবিড়। আইসিসি ইভেন্টের ফাইনালে উঠেছে দু'বার। কিন্তু একবারও ট্রফি আসেনি। তবে দ্রাবিড় জানান, 'এই টুর্নামেন্টের গুরুত্ব আমার কাছে আলাদা কিছু নয়।'

জকোভিচের চোট

তারকাহীন হয়ে গেল ফ্রেঞ্চ ওপেন। চোট সারিয়ে ফিরেও শুরুতেই বিদায় নিয়েছিলেন নাদাল। এবার সরে দাঁড়ালেন নোভাক জকোভিচ। ফ্রেঞ্চ ওপেনে শেষ ষোলোয় জিতলেও হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন নোভাক জকোভিচ। এমআরআই পরীক্ষা করানোর পর জানা যায়, ক্যাপসার রুডের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে তাঁর খেলা হচ্ছে না আর। ফ্রেঞ্চ ওপেনেই সর্বোচ্চ ৩৬৯টি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের রেকর্ড ভেঙে ৩৭০তম জয় পায় জকোভিচ। শেষপর্যন্ত চোটের সঙ্গে যুদ্ধ করে আর খেলতে পারলেন না তিনি। ৩৭ বছর বয়সী জকোভিচ ফ্রেঞ্চ ওপেন থেকে সরে দাঁড়ানোয় ছেলেদের টেনিসে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠতে চলেছেন এ'বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনজয়ী ২২ বছর বয়সী ইতালিয়ান ইয়ানিক সিনার।

সুপার ওভার

বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দিনেই দেখা গেল সুপার ওভার। যেখানে ওমানের বিরুদ্ধে সুপার ওভারে ১১ রানের জয় পায় বিশ্বকাপে প্রথম খেলতে নামা নামিবিয়া। এই ম্যাচে অবশ্য অন্য এক বিরল রেকর্ডও হয়। ওমানের ৬ ব্যাটারকে এলবিডব্লু ফাঁদে ফেলে ড্রেসিংরুমে ফিরিয়েছে নামিবিয়া। এর আগে কোনও বিশ্বকাপে এক ইনিংসে এক লেগ বিফোর দেখা যায়নি। টি২০ ইতিহাসে প্রথমবার ঘটলো এমন ঘটনা। টি২০তে এর আগে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ৫টি লেগ বিফোরের দেখা মিলেছিল তিনবার। সেই রেকর্ডও ভেঙে গেল। ওমানের ১০৯ রানের জবাবে ঠিক ১০৯ রান করেছে নামিবিয়া। তাতে সুপার ওভারে ম্যাচ গড়ায়। তাতেই ১১ রানে জয় পেয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করল নামিবিয়া।

বাড়ল টাকা

দল সংখ্যা যেমন বেড়েছে এবারের টি২০ বিশ্বকাপে, তেমনই পুরস্কারমূল্যও বাড়াল আইসিসি। টুর্নামেন্টের জন্য মোট পুরস্কারমূল্য থাকছে ১১.২৫ মিলিয়ন ডলার। যেখানে গতবার ছিল ৫৬ লাখ ডলার। যা প্রায় ডবল। এবার চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ২.৪৫ মিলিয়ন ডলার। ভারতীয় টাকায় প্রায় ২০.৩৬ কোটি টাকা। রানার্স দল পাবে ১.২৮ মিলিয়ন ডলার। যা ভারতীয় টাকায় ১০.৬৪ কোটি টাকা প্রায়। সেমিফাইনালিস্ট দল পাবে ৬.৫৪ কোটি টাকা করে প্রায়। সুপার এইটের দল পাবে ৩.১৭ কোটি টাকা করে। বাকিদের জন্যও পুরস্কার বরাদ্দ রেখেছে আইসিসি।

ভেঙ্কটেশের বিয়ে

চ্যাম্পিয়ন বয় ভেঙ্কটেশ আইয়ার শুরু করলেন জীবনের নতুন ইনিংস। কলকাতা নাইট রাইডার্সের তারকা ক্রিকেটার বান্ধবী শ্রুতি রঘুনাথনের সঙ্গে আগেই বাগদান সেরে রেখেছিলেন। আইপিএল জয়ের পর বসলেন বিয়ের পিঁড়িতে। বিশ্বকাপ টি২০ দলে তাঁর সুযোগ হয়নি। তাই এইসময়েই বন্ধু ও আত্মীয়দের উপস্থিতিতে তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়।

বিদায় ক্যাপ্টেন, সুনীলের সঙ্গে কাঁদল যুবভারতী

সুমনা মণ্ডল

৬ জুন। সন্ধে। কলকাতার ঐতিহাসিক যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন শুধুই সুনীল ছেত্রীর বিদায়ী ম্যাচের মঞ্চ হয়ে উঠল, ভারতীয় ফুটবল দলের ইতিহাস গড়ার মঞ্চ হয়ে উঠল না। বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে ভারত বনাম কুয়েত ম্যাচে তাঁর আন্তর্জাতিক ফুটবল জীবন শেষ করলেন ঠিকই। কিন্তু ভারতকে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের তৃতীয় রাউন্ডের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারেননি সুনীল। কুয়েতের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করে তৃতীয় রাউন্ডের দোরগোড়া থেকে দূরেই রইল ইগর স্টিমাচের দল। যুবভারতীর গ্যালারিতে জমায়েত হয়েছিল প্রায় ৫৯ হাজার সমর্থকের, তাতে পুরো ৯০ মিনিটে একটিও শট গোলে রাখতে পারেনি ভারত। সেখানে কুয়েত তিনবার গোলে শট নেয়, যা প্রতিবারই আটকে দিয়ে দলের হার বাঁচান গোলকিপার গুরপ্রীত সিং। এই ড্রয়ের ফলে এশীয় বাছাই পর্বে গ্রুপ 'এ' তে ভারত পাঁচ ম্যাচে পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে দু'নম্বরে রয়ে গেল। পাঁচ ম্যাচে চার পয়েন্ট পেয়ে তিন নম্বরে কুয়েত। চার নম্বরে থাকা আফগানিস্তানেরও সংগ্রহ চার পয়েন্ট। আগামী সপ্তাহে একদিকে যখন ভারত ও কাতার মুখোমুখি হবে, তখন কুয়েত ও আফগানিস্তানও একে অপরের বিরুদ্ধে খেলবে। তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছতে হলে সে দিন ভারতের সামনে জয় ছাড়া কোনও উপায় নেই, যা বেশ কঠিন। ভারত জিততে না পারলে অন্য ম্যাচের জয়ী দল পৌঁছে যাবে তৃতীয় রাউন্ডে। দলের এই ব্যর্থতার ফলেই বোধহয় বিদায়ী ভাষণে বেশি কিছু বলতে পারেননি সুনীল। শুধু সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'সবাইকে ধন্যবাদ। আপনাদের ছাড়া এই দীর্ঘ ফুটবল সফর সম্ভব হত না। সবাই ভাল থাকবেন'। ভারতের হয়ে শেষ ম্যাচে নেমে খুব একটা তৎপরও হয়ে উঠতে পারেননি সুনীল ছেত্রী। প্রতিপক্ষের গোলের সামনে গিয়ে তাঁর সতীর্থদের খেই হারিয়ে ফেলার পুরনো রোগও এ দিন ভুগিয়েছে ভারতীয় দলকে। সারা ম্যাচে যেখানে গোলে কোনও বলই রাখতে পারেনি তারা, সেখানে গোল করবে কী করে? এই ড্রয়ের জন্য আফসোস করে ভারতীয় দলের ক্রোয়েশীয় কোচ বলেন, 'সুনীল ছেত্রী আজ সুনীল ছেত্রী হয়েছে তার গোলের দক্ষতা আর নেতৃত্বের ক্ষমতার জন্য। ওর বিকল্প অত সহজে পাওয়া যাবে না'। কলকাতাতেই বৃত্ত সম্পূর্ণ করলেন সুনীল ছেত্রী। ১৯ বছর আগে এখান থেকেই শুরু করেছিলেন পেশাদার জীবন। উজ্জ্বল ফুটবল জীবনের ইতিও টানলেন সেই যুবভারতীতেই। দলকে বিশ্বকাপের যোগ্যতাঅর্জন পর্বের তৃতীয় রাউন্ডে তুলে বিদায়ী ম্যাচ স্মরণীয় করে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা হল না। সেই জন্যই বোধহয় খেলা শেষ হতেই চুপ করে কিছুক্ষণ মাঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিদায়ী নেতা। তারপর হাতজোড় করে গোটা স্টেডিয়াম ঘুরে ভক্তদের বিদায় জানান। সুনীলের সঙ্গে কাঁদল গ্যালারি। মাঠ প্রদক্ষিণের পর গার্ড অফ অনার-এর আগে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন। গ্যালারিতেও তখন আবেগের বিস্ফোরণ। আবার ফেরেন মাঠে বিদায় সংবর্ধনায়। গায়ে ভারতের পতাকা জড়ানো। শুরু সংবর্ধনার পালা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির হয়ে বিদায়ী সংবর্ধনা জানালেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ডিজাইন করা উনিশটি সোনার কয়েন দিয়ে তৈরি সোনার হার, স্যুট ,শাড়ি এবং উনিশটি গোলাপ দিয়ে বানানো পুষ্পস্তবক তুলে দেওয়া হয় সুনীলের হাতে। ময়দানের তিন ক্লাব মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডানের তরফ থেকেও উত্তরীয়, স্মারক এবং পুষ্পস্তবক তুলে দেওয়া হয়। এককালীন সতীর্থরাও বিদায়ী নায়ককে সংবর্ধিত জানান। ছিলেন মেহতাব, নবি, দীপঙ্কর, অ্যালভিটোরা। এছাড়াও ছিলেন আইএম বিজয়ন। শেষ হল বর্ণময় এক অধ্যায়! ট্র্যাজিক হিরো হয়েই মাঠ ছাড়লেন ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী।

ইস্টবেঙ্গলেই আসছেন গোল্ডেন বুটজয়ী ফুটবলার

নিজস্ব প্রতিনিধি : জল্পনার অবসান। ইস্টবেঙ্গলেই দিমিত্রিয়স ডিয়ামানটাকোস। দু"বছরের চুক্তিতে লাল হলুদে এবারের আইএসএলের সর্বোচ্চ গোলদাতা। গ্রিসের স্ট্রাইকারের সঙ্গে প্রাথমিক চুক্তি হয়ে গিয়েছে। ১২ জুন ট্রান্সফার উইন্ডো খুললেই ইস্টবেঙ্গলে সই করবেন ডিয়ামানটাকোস। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হলেও, সূত্রের খবর অনুযায়ী লাল হলুদে প্রাথমিক সইসাবুদ হয়ে গিয়েছে। কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়ে গেলেও তাঁর মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছিল। জানানো হয়েছিল, তিনি সম্পূর্ণ ফিট না হলে তাঁকে সই করানো হবে না। মরশুমের শেষে চোটের জন্য বেশ কয়েকটা ম্যাচ খেলতে পারেননি। তাই তাঁর চোটের বিষয়টি নিয়ে নিশ্চিত হতে চাইছিল লাল হলুদ ম্যানেজমেন্ট। শেষমেষ কেরল ব্লাস্টার্সের স্ট্রাইকারের মেডিক্যাল রিপোর্ট দেখে সন্তুষ্ট ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। তাই কোনও দেরী না করে, সই করিয়ে নিলেন আইএসএলের গোল্ডেন বুটের প্রাপককে। এবার আইএসএলে ১৬ ম্যাচে ১৩ গোল করেছেন। কেইটন সিলভার সঙ্গে জুটি বাঁধতে দেখা যাবে ডিয়ামানটাকোসকে। প্রথম থেকেই তাঁর জন্য ঝাঁপায় ইস্টবেঙ্গল। লড়াইয়ে ছিল মুম্বই সিটি এফসিও। কিন্তু শেষপর্যন্ত লাল হলুদের জালেই ধরা দিলেন গ্রিক স্ট্রাইকার।

কার্লসেনকে হারিয়ে প্রতিশোধ প্রজ্ঞানন্দের

নিজস্ব প্রতিনিধি : মধুর প্রতিশোধ। ২০২৩ সালে আজারবাইজানে অনুষ্ঠিত দাবা বিশ্বকাপের ফাইনালে বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ু ম্যাগনাস কার্লসেনের কাছে হেরে গিয়েছিলেন দাবার বিস্ময় বালক রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। তবে বছর না ঘুরতেই কার্লসেনকে হারিয়ে চমক দিলেন ভারতের কিশোর গ্র্যান্ডমাস্টার। নরওয়ে চেস টুর্নামেন্টে ক্লাসিক্যাল দাবায় প্রথমবার বিশ্বের পয়লা নম্বরকে হারালেন প্রজ্ঞানন্দ। কার্লসেনের বিরুদ্ধে সাদা ঘুঁটি নিয়ে বাজিমাত করেন চেন্নাইয়ের গ্র্যান্ডমাস্টার । এর আগে র‍্যাপিড চেস কিংবা বিভিন্ন প্রদর্শনী ম্যাচে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন কার্লসেনকে হারানোর নজির থাকলেও ক্লাসিক্যাল দাবায় কখনও তাঁকে চেকমেট করতে পারেননি বিশ্বনাথন আনন্দের অ্যাকাডেমির ছাত্র। এবার তা সম্ভব হল। কার্লসেনকে হারানোর সঙ্গে সঙ্গে ৫.৫ পয়েন্ট নিয়ে চলতি প্রতিযোগিতার তৃতীয় রাউন্ডের শেষে আপাতত শীর্ষে রয়েছেন প্রজ্ঞানন্দ। অন্যদিকে পাঁচে নেমে গিয়েছেন কার্লসেন।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচেই চোখ এখন পন্থ-পান্ডিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : আরেকটি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। ৯ জুন নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এবারের টি২০ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে দেখা হবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের। এর আগে এই ম্যাচ নিয়ে বাড়ছে আলোচনা। দুই দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার আর সমর্থকদের সঙ্গে ম্যাচটি নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন ভারত ও পাকিস্তানের বিশ্বকাপ দলে যাঁরা আছেন, তাঁরাও। ম্যাচটি নিয়ে স্টার স্পোর্টসে কথা বলেছেন ভারতের অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া ও উইকেটকিপার-ব্যাটার ঋষভ পন্থ। রাজনৈতিক কারণে ভারত ও পাকিস্তান ক্রিকেট দল এক যুগের বেশি সময় ধরে দ্বিপাক্ষিক সিরিজে মুখোমুখি হয় না। তাই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের লড়াই দেখতে ক্রিকেটপ্রেমীদের বিশ্বকাপ কিংবা এশিয়া কাপের দিকে চাতক পাখির মতো চেয়ে থাকতে হয়। এই ম্যাচের টিকিটের চাহিদাও থাকে অন্য যেকোনো ম্যাচের তুলনায় বেশি। নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামের দর্শক ধারণক্ষমতা ৩৪ হাজার। তবে টিকিটের জন্য এর ২০০ গুণ বেশি আবেদন জমা পড়েছে বলে গত ফেব্রুয়ারিতে জানিয়েছিল আইসিসি। পান্ডিয়া এমন সমর্থনের জন্য দর্শকদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, 'যেখানেই যাবেন, সমর্থকদের দেখবেন। আমি নিশ্চিত, সবাই চান, আমরা যেন পাকিস্তান ম্যাচে জয় পাই। এটা স্বাভাবিক, এটা আaমি মেনে নিই। একই সঙ্গে এসব থেকে দূরে থাকার চেষ্টাও আমি করি, মাঠে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করি। আমি সমর্থকদের প্রতি কৃতজ্ঞ, তাঁরা তাঁদের সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে আমাদের সমর্থন দেন। তবে আমরা যখন মাঠে যাই, তখন অন্য কিছু নিয়ে ভাবতে পারি না।' পন্থ বলেন, 'এটা সব সময়ই রোমাঞ্চকর। কারণ, ম্যাচটি বিশেষ। এই সব ম্যাচের বাড়তি চাপ থাকে, কারণ মানুষ অনেক দিন এটাকে মনে রাখে।' টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের সঙ্গে এখন পর্যন্ত সাতটি ম্যাচ খেলেছে পাকিস্তান। তবে ২০০৭ সালে প্রথম আসরের ফাইনালসহ তারা হেরেছে ছয়টিতেই। পাকিস্তানের জয় ২০২১ সালে দুবাইয়ে গ্রুপ পর্বের ম্যাচটিতে।

বিশ্বকাপে অঘটন

নিজস্ব প্রতিনিধি : টি২০ বিশ্বকাপে শুরু থেকেই রেকর্ড হচ্ছিল, এবার অঘটনও ঘটল। পাকিস্তানকে হারিয়ে চমকে দিল আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্র। সুপার ওভারে এই ম্যাচ জিতেছে যুক্তরাষ্ট্র।

পাকিস্তান প্রথমে ব্যাট করে বাবর আজমের ৪৩ বলে ৪৪ আর শাদাব খানের ২৫ বলে ৪০ রানের ইনিংসে ভর করে ৭ উইকেটে তুলেছিল ১৫৯ রান। যুক্তরাষ্ট্রও ৩ উইকেট হারিয়ে সমান রান তুললে ম্যাচ গড়ায় সুপার ওভারে। প্রথমে ব্যাট করে ১ উইকেট হারিয়ে ১৮ রান করে যুক্তরাষ্ট্র। জবাব দিতে নেমে ১৩ রান করতে পারে পাকিস্তান। তাতে ৫ রানে হেরেছে পাকিস্তান।ভারতের গ্রুপে যুক্তরাষ্ট্রই এখন ২ ম্যাচ জিতে শীর্ষস্থানে।

অবসর দীনেশের

নিজস্ব প্রতিনিধি : জন্মদিনের বিদায়ের সুর দীনেশ কার্তিকের। ৩৯ বছর বয়সী উইকেটকিপার ব্যাটার অবসর নিলেন সবধরণের ক্রিকেট থেকে। দীনেশ কার্তিক এরপর জন্মদিনেই বেছে নিলেন নিজের ক্রিকেট থেকে বিদায়ের দিন। তিনি লেখেন, 'গত কয়েকদিন ধরে অনেক ভাবনা-চিন্তা করেছি। মনে হয়েছে ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর সময় হয়ে গিয়েছে। আজ আমি অবসর ঘোষণা করছি। ক্রিকেট জীবনের দিনগুলোকে পেছনে ফেলে, নতুন চ্যালেঞ্জের দিকে এগিয়ে যাব।

রোহিতের একাধিক মাইলস্টোন

সহজ জয়েই বিশ্বকাপ অভিযান শুরু ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি : নাসাউ কাউন্টি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ড্রপ ইন পিচের চরিত্র বোঝা মুশকিল। নাকানিচোবানি খাওয়ার অবস্থা। তাতেও সহজ জয় দিয়েই টি২০ অভিযান শুরু করল টিম ইন্ডিয়া। প্রতিপক্ষ আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে এল ৮ উইকেটে জয়। প্রথমে ফিল্ডিং করে আইরিশদের ১০০ রানও করতে দেয়নি হার্দিক, অর্শদীপরা। জবাবে ভারত অধিনায়কের অনবদ্য ইনিংসে জিতে যায় ভারত। এরপরই অবশ্য কঠিন পরীক্ষা। ৯ জুন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আত্মবিশ্বাস নিয়েই খেলতে নামবে ভারত। বিশ্বকাপের ওপেনিংয়ে রোহিত-বিরাট জুটি ফিরলেও, কোহলি ১ রানের বেশি করতে পারেননি। রোহিত অবসৃত হন ৩৭ বলে ৫২ রানে। ঋষভ পন্থ নটআউট থাকেন ৩৬ রানে। সঙ্গী সূর্যকুমার ফেরেন ২ রানে। শিবম দুবে নামলেও রান করেননি। ৪৬ বল হাতে রেখেই ম্যাচ জেতান পন্থ। এর আগে ভারতীয় বোলারদের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি আয়ারল্যান্ড। শুরু থেকেই একতরফা দাপট দেখিয়েছে ভারতীয় পেসাররা। শুরুটা করেন অর্শদীপ সিং। একই ওভারে তুলে নেন জোড়া উইকেট। ৫০ রানে ৮ উইকেট হারানোর পর আয়ারল্যান্ড কিছুটা পুঁজি এনে দেন জশ লিটল ও গ্যারেথ ডেলানি। তাতে ওঠে ৯৬ রান। হার্দিক পান্ডিয়া বল হাতে নেন ৩ উইকেট। জসপ্রীত বুমরাহ নেন ২ উইকেট। একটি করে পান মহম্মদ সিরাজ ও অক্ষর প্যাটেল। তবে এই ম্যাচে ভারতের প্রাপ্তি রোহিত শর্মার একাধিক রেকর্ড। টি২০তে ভারতের অধিনায়ক হিসেবে সর্বোচ্চ ম্যাচ জয়ের রেকর্ডে (৪২) রোহিত পেছনে ফেলেছেন মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। মাহেলা জয়বর্ধনে ও বিরাট কোহলির পর টি২০ বিশ্বকাপে তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে পেয়েছেন ১ হাজার রানের মাইলফলকের দেখাও। শুধু কি তাই? আন্তর্জাতিক টি২০তে তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে ৪ হাজার রানের মাইলফলকও টপকেছেন রোহিত। ছেলেদের এই সংস্করণে বিরাট কোহলির পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান রোহিতের। তিনে পাকিস্তানের বাবর আজম। তবে ভারত অধিনায়ক রোহিত একটি জায়গায় প্রথম। সেটি ছক্কা মারায়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রোহিতের ৬০০তম ছক্কা হাঁকান। প্রথম ব্যাটার হিসেবে তিন সংস্করণ মিলিয়ে এই মাইলফলকের দেখা পেলেন রোহিত। এই পথে রোহিত বেশ আগেই পেছনে ফেলেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিংবদন্তি ক্রিস গেইলকে। ৪৮৩ ম্যাচে ৫৫১ ইনিংসে ৫৫৩ ছক্কা মেরে দুইয়ে 'ইউনিভার্স বস'। ৪৭৩ ম্যাচে ৪৯৯ ইনিংসে ৬০০ ছক্কা নিয়ে শীর্ষে রোহিত। তিন সংস্করণ মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৫০০-এর বেশি ছক্কা মারার কীর্তি শুধু এ দুজনেরই-ইউনিভার্স বস ও হিটম্যান!

বিশ্ব বাইসাইকেল দিবসের প্রাসঙ্গিকতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩ জুন, বিশ্ব জুড়ে দূষণের আবহে পালিত হল 'বিশ্ব বাইসাইকেল দিবস'। বাইসাইকেল বা সাইকেল দুচাকার পরিবেশ বান্ধব এক বাহন।বাংলা নাম দ্বিচক্রযান।১৮৬০ সালে ফ্রান্সে প্রথম সাইকেলের ব্যবহার দেখা যায়।১৮৮৮ সালে সূচনা হয় আধুনিক সাইকেল।ফ্রান্সের পিয়ের মিশো ও যুক্তরাষ্ট্রের পিয়ের লালেমেন্ট প্রথম প্যাডেল চালিত সাইকেল আবিষ্কার করেন। স্বাস্থ্য ও প্রকৃতির জন্য এই বাহনটি উপকারী ও জনপ্রিয়।সাইকেলের গুরুত্ব ও উপযোগিতার কথা ভেবে জাতি সংঘের সাধারণ পরিষদ ৩ জুন বিশ্ব বাইসাইকেল দিবসের কথা ঘোষণা করেন। দিনটির মূল উদ্দেশ্য- আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রায় যোগাযোগের মাধ্যমে সাইকেলের ব্যবহার বাড়িয়ে তোলা, মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য মজবুত করা এবং সাথে সঙ্গে সাইকেলের দীর্ঘায়ু কামনা করা। শৈশব ও কিশোরের সাথী সাইকেল।অবশ্য বড়দের কাছেও ধোঁয়াহীন এই বাহনটি পচ্ছন্দসই। অনেক দেশে সাইকেল চালানোর জন্য আলাদা রাস্তা আছে। সাইকেলে চেপে অনায়াসে স্কুল-কলেজ ও অফিস যেতে সহজ হয়। অতিমারী করোনাকাল থেকে সাইকেলের ব্যবহার বেড়ে যায় হু হু করে।সংক্রমণ ও ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়ে ছাত্রছাত্রী থেকে নিত্যযাত্রী ও অফিসযাত্রীদের যাতায়াতের জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে ওঠে এই সাইকেল। কলকাতা- দিল্লি-চেন্নাই- মুম্বাই সহ বড় বড় শহরে নির্ধারিত হয় সাইকেল বাহনদের জন্য আলাদা রাস্তা। সুখের কথা ২০১৯-২০২১ জাতীয় স্বাস্থ্য সার্ভের রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের পশ্চিমবঙ্গ পেয়ে যায় সাইকেল রাজধানীর তকমা। পশ্চিমবঙ্গের ৭৮.৯ শতাংশ পরিবারে আছে দু চাকার সাইকেল। পশ্চিমবঙ্গের পরেই উত্তরপ্রদেশের স্থান, এখানে ৭৫.৬ শতাংশ পরিবারে আছে সাইকেল।সারা দেশে ৫০.৪ শতাংশ মানুষ সাইকেল চালায়। দেশের প্রথম সাইকেলিং হাইওয়ে চালু হয় উত্তরপ্রদেশের আগ্রা থেকে ইটাওরা।। সাইকেল খুবই উপকারী।হাত ও পায়ের ব্যায়ম হয়তো বটেই, সাইকেল পায়ের পেশি শক্তিশালী করে। নিয়মিত সাইকেল চালালে হার্ট, ফুসফুস ও রক্তচাপের কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখে। সবচেয়ে বড় কথা হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। পেট্রোল ও ডিজেল চালিত বাহন বিশ্ব জুড়ে বায়ুমন্ডলে বাড়িয়ে চলেছে ব্যাপক দূষণ ।প্রকৃতি ও শহরকে দূষণমুক্ত করতে আমরা যতটা পারি ব্যবহার করি সাইকেল। আসুন বিশ্ব বাইসাইকেল দিবসে আমরা পরিবেশ বান্ধব সাইকেলের দীর্ঘায়ু কামনা করি। আমাদের শপথ হোক সব পরিবারে শোভা পাক সাইকেল।

রায়দীঘির সিংহের চকে হয়ে গেল ১২ দলের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : উজ্জ্বল বন্দোপাধ্যায়,জয়নগর ঃ বর্তমান সময়ে খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে এখনকার প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা। আর রবিবার সিংহেরচক পল্লী উন্নয়ন সমিতির পরিচালনায় রায়দীঘির সিংহের চকে সুজন হালদার ও সৌরভ হালদারের উদ্যোগে দিবারাত্রের নক আউট ক্রিকেট হয়ে গেল। এই খেলায় এদিন ১২টি দল অংশ নেয়। ফাইনাল খেলা হয় কাশীনগর ও সিংহেরচক ড্যাকি ডাড়ু সংঘের মধ্যে। এদিনের বিজয়ী হওয়া কাশীনগর টিমের হাতে ট্রফি ও নগদ অর্থ তুলে দেন সিংহেরচক পল্লীউন্নয়ন সমিতির সভাপতি সুরঞ্জন চক্রবর্তী। এবং রানার্স দল ড্যাকু ডাড়ু সিংহের চকের

হাতে ট্রফি ও নগদ অর্থ তুলে দেন দয়াময় ময়রা ও তাপু মণ্ডল।এদিন তৃতীয় দল হিসেবে বিবেচিত হয় বড়াশী জাগরণ সংঘ। ট্রফি তুলে দেন অশোক চক্রবর্তী। ম্যান অফ দ্যা সিরিজ ও ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের ট্রফি নেন বিজয়ি দলের বিশ্বজিত। সেরা বোলার হয় রানার্স টিমের সুজন হালদার। এদিনের দিবারাত্রের এই খেলা দেখতে আশেপাশের এলাকা থেকে বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

চ্যাম্পিয়ন রিয়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি : চ্যাম্পিয়ন্স লিগে একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখল রিয়াল মাদ্রিদই। ফাইনালে ওঠার পথে নানা চমক দেখালেও, শেষপর্যন্ত স্বপ্নভঙ্গই হল বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের। ১৯৮১ সালের পর থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে হারেনি রিয়াল মাদ্রিদ। ১৯৮৩ সালে পর থেকে কোনো ইউরোপিয়ান ফাইনালেও হারেনি।

এক মরসুম আগেই (২০২১-২২) রিয়াল জিতেছিল এই ট্রফি। এবার আবার। দানি কার্ভাহাল আর ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের গোলে ২-০ গোলে ১৫তম চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ট্রফি জয় করল রিয়াল মাদ্রিদ। অথচ প্রথমার্ধে অন্তত তিন গোলের লিড নিতে পারত বরুশিয়া ডর্টমুন্ড। একের পর এক গোল মিসের মহড়াই দেখা গেল। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য ছবিটা পাল্টে যায়। খেলায় ফেরে রিয়াল। গোলেও ফেরে। ৭৩ ও ৮৪ মিনিটে ২ বার বিপক্ষের জালে বল জড়ায় রিয়াল। তাতেই শেষবাঁশি বাজতেই উৎসবে মেতে ওঠে রিয়াল। কান্নায় ভেঙে পড়ে জার্মান ক্লাব।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com